উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

সেনসেক্স : ৮৩,৭১২.৫১ (+২৭০.০১)
নিফটি : ২৫,৫২২.৫০ (+৬১.২০)

‘অযোগ্য’দের হয়েই সওয়াল
‘অযোগ্য’দের নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া থেকে বাদ দেওয়া নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ডিভিশন বেঞ্চে গেল সরকার ও স্কুল সার্ভিস কমিশন। » ৫

আজ দেশব্যাপী ধর্মঘট
বুধবার ১০টি শ্রমিক সংগঠনের ডাকে দেশব্যাপী ধর্মঘটে দুর্ভোগের শিকার হতে পারে আমজনতা। বিভিন্ন ক্ষেত্রে জড়িত ২৫ কোটিরও বেশি শ্রমিক-কর্মচারী ধর্মঘটে শামিল হবেন। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	মালদা		রায়গঞ্জ		বালুরঘাট		শিলিগুড়ি	
	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
	৩১°	২৬°	৩২°	২৬°	৩১°	২৬°	৩৩°	২৫°

শুভেন্দুর মুখে এবার ‘ভাইপো গ্যাং’ » ৫

২৪ আষাঢ় ১৪৩২ বুধবার ৫.০০ টাকা 9 July 2025 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 52

এনআরসি জুজু

দিনহাটার উত্তম কুমার ব্রজবাসীকে এনআরসি'র নোটিশ পাঠিয়েছে অসম সরকার। আর তাতেই চরম ক্ষুব্ধ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ডাক দিয়েছেন ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের।

অসাংবিধানিক, পদ্মকে নিশানা মমতার

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৮ জুলাই : পশ্চিমবঙ্গেও এনআরসি করার চেষ্টা হচ্ছে বলে অভিযোগ খোদ মুখ্যমন্ত্রীর। তাঁর অভিযোগ, অসম সরকারকে দিয়ে এই চেষ্টা হচ্ছে বাংলায়। যা তাঁর মতো ‘অসাংবিধানিক আগ্রাসন’। কোচবিহার জেলার দিনহাটার এক বাসিন্দাকে অসম সরকার এনআরসি'র নোটিশ পাঠিয়েছে জানিয়ে ওই অভিযোগ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এক্স হ্যান্ডেলে মঙ্গলবার তিনি একে ‘পূর্বপরিকল্পিত ও বিপজ্জনক’ মন্তব্য করে বলেন, ‘আমি হতবাক ও অত্যন্ত বিচলিত হয়েছি। এটা গণতন্ত্রের ওপর পরিকল্পিত আক্রমণ। অসমের বিজেপি সরকার কোনও সাংবিধানিক ক্ষমতা ছাড়াই বাংলায় এনআরসি চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে ভেঙে দিতে চাইছে বিজেপি সরকার। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই এই পরিকল্পনা করা হয়েছে।’

উত্তম কুমার ব্রজবাসী নামে দিনহাটার যে বাসিন্দাকে অসম সরকার নোটিশ পাঠিয়েছে, তিনি ৫০ বছর ধরে সেখানেই বসবাস করছেন বলে তাঁর দাবি। বৈধ পরিচয়পত্রও তাঁর আছে বলে তিনি জানিয়েছেন। তাঁকেই অবৈধ অনুপ্রবেশকারী সন্দেহে এনআরসি নোটিশ পাঠিয়েছে অসমের ফরেনার্স ট্রাইবিউনাল। এতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন মমতা। এর বিরোধিতায় সমস্ত বিরোধী দলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ডাক দিয়েছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘এই বিভাজনমূলক ও দমনমূলক রাজনীতির বিরুদ্ধে বাংলা চুপ করে বসে থাকবে না। এর বিরুদ্ধে সর্বত্র আন্দোলন করা হবে। কোনওভাবেই এই রাজ্যে এনআরসি কার্যকর করতে দেওয়া হবে না।’ পরে সাংবাদিক বৈঠকে রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ জানান, এব্যাপারে প্রতিবাদ জানিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে চিঠি দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকার এই ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন মুখ্যসচিব।

বঙ্গ বিজেপির সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় অবশ্য দাবি করছেন, রাজ্য সরকারের ভুলের জন্য এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। তাঁর কথায়, ‘অসম সীমান্ত দিয়ে বাংলায় চলে আসা শরণার্থীরা বিভিন্ন জায়গায় রয়েছেন। কিন্তু এই শরণার্থীদের সম্পর্কে কোনও তথ্য রাজ্য সরকার আগে দেয়নি। সেই কারণে এই সমস্যা তৈরি হয়েছে।’

অসমে কয়েক বছর আগেই এনআরসি করা হয়েছে। যার জেরে অসমে কয়েক লক্ষ মানুষকে ডিটেনশন ক্যাম্পে আটকে রাখা হয়েছে। তাঁরা সবাই অসমে বাস করতেন। কিন্তু সেই রাজ্যের

এরপর দশের পাতায়

> প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে ভয় দেখানো, ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া এবং নিশানা করার পরিকল্পিত নোংরা চক্রান্ত চলছে। এর বিরুদ্ধে প্রতিটি বিরোধী দলকে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করতে হবে।
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

অনুপ্রবেশের নোটিশে প্রশ্ন, চুপ ছিল পুলিশ

শুভঙ্কর চক্রবর্তী ও প্রসেনজিৎ সাহা

শিলিগুড়ি ও দিনহাটা, ৮ জুলাই : নোটিশ মিলেছিল ২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে। আর হইচই শুরু হল ২০২৫ সালের জুলাইতে। দিনহাটা-২ ব্লকের চৌধুরীহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের সাদিয়ালের কুঠি এলাকার বাসিন্দা উত্তম ব্রজবাসীকে পাঠানো অসম সরকারের ফরেনার্স ট্রাইবিউনালের নোটিশ নিয়ে ছ'মাসেরও বেশি সময় পর রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হওয়ায় নানা প্রশ্ন সামনে আসছে। কোচবিহার জেলা পুলিশের মাধ্যমেই উত্তমের বাড়িতে পৌঁছেছিল অনুপ্রবেশকারী সন্দেহের নোটিশ। অর্থাৎ পুলিশ সবই জানত। তাহলে কেন এতদিন ধরে বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়া হল তা নিয়ে তৈরি হয়েছে রহস্য।

উত্তর মেলেনি

- ২০২৪-এর ৩০ নভেম্বর অনুপ্রবেশের নোটিশ পাঠানো হয়েছিল উত্তমকে
- একই বছর ২৪ ডিসেম্বর কোচবিহারের পুলিশ সুপার নোটিশটি দিনহাটা থানায় পাঠান
- ডিসেম্বরেই নোটিশ হাতে পান উত্তম
- তৃণমূল পরিচালিত চৌধুরীহাট গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সব জানতেন
- কেন এতদিন পর বিষয়টি নিয়ে হইচই শুরু হল তা রহস্যময়

উত্তমের কথা, ‘আমি তো সবাইকে জানিয়েছিলাম। বিডিওর দপ্তরেও গিয়েছিলাম। তখন কেউ গুরুত্ব দেয়নি। সোমবার বিডিও সাহেব বাড়িতে তদন্তে গিয়েছিলেন। অনেক নেতারা যোগাযোগ করেছেন। আমি বিতর্ক চাই না। শুধু সমস্যা থেকে মুক্তি চাই।’

তথ্য বলছে, ২০২৪-এর ৩০ নভেম্বর কাপরূপের ফরেনার্স ট্রাইবিউনাল থেকে নোটিশ পাঠানো হয়েছিল উত্তমকে। গুয়াহাটির ডেপুটি পুলিশ কমিশনার (সীমান্ত)-এর মাধ্যমে নোটিশ পাঠানো হয়েছিল। ওই বছরের ২৪ ডিসেম্বর কোচবিহারের পুলিশ সুপার দিনহাটা থানার আইসিকে নোটিশের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কর্তব্য পালন করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন (মেমো নম্বর-৬৪৭৭/ভি)। উত্তম জানিয়েছেন, ডিসেম্বর মাসে নোটিশ পাওয়ার পরই তিনি স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য, পঞ্চায়েত প্রধান সহ অনেককেই নোটিশের বিষয়ে জানিয়েছিলেন। তবে কেউই পাত্তা দেয়নি। শেষে টাকাপয়সা জোগাড় করে আইনজীবী অপূর্ব সিনহার দ্বারস্থ হন তিনি। অপূর্ব জানিয়েছেন, ইতিমধ্যেই নিয়ম মেনে তিনি উত্তমের হয়ে অসমের ট্রাইবিউনালে আবেদন করেছেন। বেশ কিছু কাগজপত্র জমা দেওয়া হয়েছে। ট্রাইবিউনাল থেকে ১৯৬৬ সালের নাগরিকত্বের নথি চাওয়া হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, ‘১৫ জুলাইয়ের মধ্যে নথি জমা দিতে বলা হয়েছে। আমরা বাড়তি সময় চেয়ে আবেদন করেছিলাম। সেটা মানা হয়নি।’

এত কাণ্ড ঘটলেও তা রাজ্য প্রশাসন বা শাসকদলের নেতাদের কানে পৌঁছাল না কেন সেই প্রশ্নের উত্তর মিলছে না।

এরপর দশের পাতায়

নীল আকাশ আর সবুজ মাঠের বুক চিরে। বালুরঘাটের বসন্তহারে। মঙ্গলবার মাজিদুর সরদারের তোলা ছবি।

নতুন করে অশান্তি নরহাট্টায়

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ৮ জুলাই : রবিবার রাতে মালদা জেলার ইংরেজবাজার ব্লকের নরহাট্টায় দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষের রেশ কাটেনি এখনও। মঙ্গলবার সকাল থেকেই ফের উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ওই এলাকা। অভিযোগ, সোমবার রাতে পুলিশ আটক করে একপক্ষের বেশ কয়েকজনকে। মঙ্গলবার ভোরের আলো ফুটতেই রাস্তায় নেমে পড়েন ওই গোষ্ঠীর মহিলারা। হামলা চালিয়ে পুলিশের একটি গাড়ি ভাঙচুর করেন তাঁরা। তাঁদের হাতে আক্রান্ত হন তিন সিভিক ভলান্টিয়ার। মাথা ফেটে যায় এক সিভিকের। তিনজনকেই ভর্তি করা হয়েছে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। ঘটনার পর আবার পুলিশি তৎপরতা শুরু হয়ে যায়। পুলিশের সক্রিয়তায় এই মুহূর্তে পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে এলেও এলাকা পুরোপুরি থমথমে।

ঘটনার সূত্রপাত রবিবার রাতে। ইংরেজবাজারের নরহাট্টায় দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে বেশ কয়েকটি বাড়ি, দোকানপাট, বাইক ভাঙচুর করা হয়। এনিয়ে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলাকায় বসানো হয় পুলিশ পিকেট। তবে কোনও পক্ষই পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেনি। পুলিশ তিনটি স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করে। সোমবার রাতে পুলিশ একটি গ্রামে হানা দেয়। অভিযোগ, পুলিশ একপক্ষের ৭-৮ জনকে আটক করে। আর এতেই ফের উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে নরহাট্টার লক্ষ্মীবাজারে। সকাল থেকেই দলে দলে মহিলারা রাস্তায় নেমে পড়েন। প্রথমে কয়েকজন কর্মরত সিভিক ভলান্টিয়ারের সঙ্গে তাঁরা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েন। উত্তেজিত মহিলাদের হাতে আক্রান্ত হন দেবাশিস কর্মকার, গণেশ হালদার ও রাজকুমার মণ্ডল নামে তিন সিভিক ভলান্টিয়ার। এরমধ্যে দেবাশিসের মাথা ফেটে যায়। তিনজনকেই ভর্তি করা হয় মালদা মেডিকেলে। ইংরেজবাজার থানা থেকে বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

ভাঙচুর হওয়া পুলিশের গাড়ি।

বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, ‘পুলিশের ভূমিকা সন্তোষজনক নয়। আমরা বিষয়টি পুলিশ সুপারকে জানিয়েছি। পুলিশ আমাদের কাছে দু'দিন সময় চেয়েছে। আমরা দু'দিন অপেক্ষা করব। এরপরেও দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া না হলে আমরা কেন্দ্রীয় এজেন্সি দিয়ে তদন্তের দাবি জানাব। প্রয়োজনে হাইকোর্টে যাব।’

সিপিএমের জেলা সম্পাদক কৌশিক মিশ্রের অভিযোগ, ‘মালদা জেলায় পরপর এই ধরনের ঘটনা ঘটে চলেছে। আমরা মনে করি পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ পুরোপুরি ব্যর্থ। প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে কিছু নাবালক, তরুণদের ব্যবহার করে ভাঙচুর চালানো হচ্ছে। যা নিয়ে রাজ্য ও কেন্দ্রের শাসকদল রাজনৈতিক ফায়দা তোলার খেলায় নেমেছে। আমরা চাই সম্প্রীতি। আমরাও এলাকার সর্বস্তরের মানুষকে নিয়ে শান্তি ফেরাতে পথে নামছি।’

জেলা তৃণমূলের মুখপাত্র আশিস কুণ্ডু বলেন, ‘রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জীবন পণ করে সম্প্রীতি রক্ষার চেষ্টা করে চলেছেন।

এরপর দশের পাতায়

শমীক-দিলীপ কাছাকাছি, দূরে রইলেন শুভেন্দু

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৮ জুলাই : ২১শে জুলাইয়ের জল্পনা আর নেই। দিলীপ ঘোষ আছেন বিজেপিতেই। বরং তিনি মঙ্গলবার দলের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যকে সংবর্ধনা দিলেন সল্টলেকের রাজ্য দপ্তরে গিয়ে। শুধু শমীক-দিলীপের এই ঘনিষ্ঠ ছবি থেকে শুভেন্দু অধিকারী রইলেন দূরে। এই অনুপস্থিতি বিজেপিতে গোষ্ঠীবাজি কিংবা দিলীপ-শুভেন্দুর শীতল সম্পর্কের প্রতিফলন বলে মনে করা যেতেই পারে।

DESUN HOSPITAL SILIGURI
শিলিগুড়ির সব থেকে বড়
ডিসান নার্সিং স্কুল ও কলেজ
এখন ফুলবাড়িতে
2025-26-এ ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন
90 5171 5171

স্বমেজাজে দলের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতির মন্তব্য সেই জল্পনাকে যেন উসকেই দিল। শমীকের সঙ্গে সাক্ষাতের পর দিলীপের মুখে শোনা গেল, ‘বাজারে যাঁর দাম থাকে, তাঁর সেলের কথা ওঠে। যাঁদের দাম নেই, তাঁদের কিনবে কে! দিলীপ ঘোষের দাম আছে। দিলীপ ঘোষ সেলেবল নয়।’ দলত্যাগ, তৃণমূল-যোগের জল্পনা উড়িয়ে দিলীপ যেন বুঝিয়ে দিলেন, বাংলায় তাঁর হাতে গড়া দলেই আছেন তিনি।

তাঁর কথায়, ‘আবেগ দিয়ে পার্টিকে দাঁড় করিয়েছি। ঘাম-রক্ত দিয়েছি। সেই আবেগের আগুন বুকের মধ্যে আছে। যতই বৃষ্টি হোক, আবেগের আগুন নিভে যেতে দেব না।’ এমনকি ‘উনিশে হাফ, ছাব্বিশে সাফ’ স্লোগান দিয়ে লক্ষ্যটাও তিনি বুঝিয়ে দিলেন। দিলীপ এখন দলের কোনও পদে নেই। তা সত্ত্বেও তাঁর দিল্লি যাত্রার খবরে সেই লক্ষ্যটা আরও স্পষ্ট। দিলীপ জানিয়েছেন,

এরপর দশের পাতায়

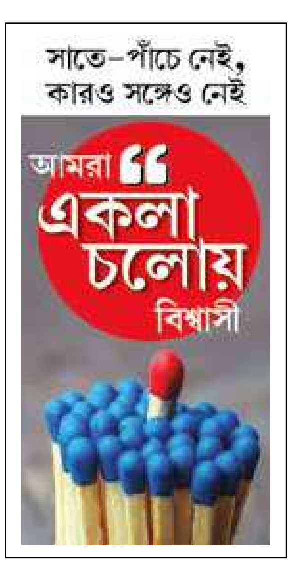

বিরাট শূন্যতা আর কখনও পূরণ করা যাবে না

সমীপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিমলদা আর নেই। খবরটা শুনেই অদ্ভুত একটা ধাক্কা এসে লাগল যেন! হ্যাঁ, উনি অসুস্থ ছিলেন, দুরারোগ্য ব্যাধির প্রকোপ তাঁকে কষ্ট দেবে, এসব মানসিক প্রস্তুতি থাকলেও, সেই ব্যাধি যে তাঁকে এভাবে ছিনিয়ে নেবে এমন আচমকা, তা ভাবনায় ছিল না। শেষের দিকে কয়েকদিন যাওয়া হয়নি নানান ব্যস্ততায়। তবে, এই তো আগের সপ্তাহেই দেখা করে এলাম হাসপাতালে। রোগশয্যায় মানুষটিকে বড়ই বেমানান লাগলেও, কথা হল দিব্যি। নাটকের কথা, মঞ্চের কথা, দল চালনার কথা, এই সময়ের কথা, আড্ডা হল বেশ। দেখে মনে হয়নি পরিমলদা ভেতরে ভেতরে এতটা ক্ষত বয়ে চলেছেন। তাই এই আকস্মিক দুঃসংবাদ বিহ্বল করে দিল। চোখ বন্ধ করলেই ভেসে উঠছেন ছিপছিপে লম্বা গড়নের ঋজু মানুষটা, মঞ্চে দাঁড়িয়ে নাগাড়ে সংলাপ বলে চলেছেন।

এমনভাবেই প্রথম দেখা তাঁকে, প্রায় বছর বাইশ আগে। মালদা জেলা বইমেলার অস্থায়ী মঞ্চে নাটক হচ্ছে, ‘উদাস পূজা’। দেখতে দেখতে মুগ্ধ হলাম।

এরপর দশের পাতায়

স্কুলেই পঞ্চমের ছাত্রীর শ্লীলতাহানি

শুভ্রজ্যোতি রাহা

ডালখোলা, ৮ জুলাই : কালিয়াগঞ্জের একটি স্কুলের হস্টেলে আবাসিক ছাত্রীদের যৌন হয়রানি কাণ্ডের রেশ কাটতে না কাটতেই উত্তর দিনাজপুরের আরেকটি স্কুলে এক ছাত্রীকে যৌন হেনস্তার অভিযোগ উঠল। এবার ঘটনাস্থল ডালখোলা থানা এলাকার একটি স্কুল। পঞ্চম শ্রেণির এক ছাত্রীর শ্লীলতাহানি করার অভিযোগ উঠেছে ওই স্কুলের অস্থায়ী পিওনের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার উত্তেজিত জনতা স্কুলের বাইরে থাকা অভিযুক্তর দোকানে আগুন লাগিয়ে দেয়। খবর পেয়ে পুলিশ অভিযুক্তকে উদ্ধার করে ডালখোলা থানায় নিয়ে আসে। স্থানীয়দের অভিযোগ, অভিযুক্ত পিওন এর আগেও এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দা ও অভিভাবকদের সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার ওই স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির এক ছাত্রী স্কুলের স্টোররুম থেকে বই আনতে যায়। সেই সময় অভিযুক্ত অস্থায়ী কর্মী ওই ছাত্রীর সঙ্গে শ্লীলতাহানি ও যৌন নির্যাতনের ঘটনা ঘটায়। এরপর ওই ছাত্রী স্কুল থেকে বাড়ি চলে যায়। মেয়ের অস্বাভাবিক আচরণ দেখে মায়ের সন্দেহ হয়। সন্ধ্যায় ওই নাবালিকা তার মাকে পুরো ঘটনা জানায়। নির্যাতিতা ছাত্রীর বাবা কর্মসূত্রে রাজ্যের বাইরে থাকেন। ঘটনাটি জানাজানি হতেই বিক্ষোভে ফেটে পড়েন অভিভাবক থেকে শুরু করে এলাকাবাসী। সোমবার সন্ধ্যায় অভিযুক্ত তরুণের দোকানে গিয়ে তাকে

এরপর দশের পাতায়

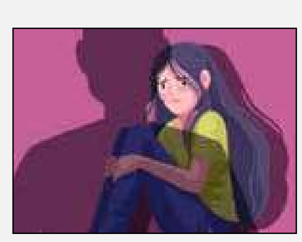

অভিযোগ

- স্কুলের স্টোর রুমে বই আনতে গিয়ে যৌন হেনস্তার শিকার পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী
- অভিযুক্ত ওই স্কুলেরই অস্থায়ী পিওন পদে কর্মরত
- মঙ্গলবার স্কুলে গিয়ে বিক্ষোভ নির্যাতিতার অভিভাবক ও গ্রামবাসীদের
- স্কুলের সামনে থাকা অভিযুক্তের গুমটি দোকানে আগুন উত্তেজিত জনতার
- পুলিশের জালে অভিযুক্ত পিওন

কন্যাসন্তানের পিতৃত্ব ‘অস্বীকার’

গর্ভবতী থাকাকালীনই চরম হুমকি দিয়েছিল শ্বশুরবাড়ির পরিবার। কন্যাসন্তান হলে বাড়িতে উঠতে দেওয়া হবে না বলে শাসানো হয়েছিল। বাস্তবে হলও তাই। অগত্যা থানার দুয়ারে অসহায় তরুণী।

বিশ্বজিৎ সরকার

হেমতাবাদ, ৮ জুলাই : ‘ওই মেয়ে আমার নয়’, কন্যাসন্তান জন্মানোর খবর পেয়ে এমনই মন্তব্য করেছিলেন স্বামী। শুধু তাই নয়, সন্তান জন্মের আগেই গৃহবধূকে শ্বশুরবাড়ির তরফে হুমকি দেওয়া হয়েছিল, যদি কন্যাসন্তান হয়, তবে মা ও মেয়ের কোনও দায়িত্ব নেবেন না তাঁরা। এমনই গুরুতর অভিযোগ তুলে হেমতাবাদ থানায় স্বামী সহ তিনজনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন এক গৃহবধূ।

অভিযোগ, সন্তান গর্ভে আসার পর থেকেই গর্ভস্থ শিশুর লিঙ্গ নির্ধারণের জন্য ওই গৃহবধূর ওপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে স্বামীর পরিবার। বাপের বাড়ি থেকে সোমবার কন্যাসন্তানকে নিয়ে শ্বশুরবাড়িতে হাজির হলে শ্বশুরবাড়ির সদস্যরা তাঁকে মারধর করে বাড়ি থেকে বের করে দেন বলে অভিযোগ। পরে তিনি হেমতাবাদ থানায় হাজির হয়ে স্বামী সহ তিনজনের নামে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দুই বছর আগে রায়গঞ্জের সুভাষগঞ্জ এলাকার বাসুদেবপুরের বাসিন্দা এক তরুণীর বিয়ে হয়েছিল হেমতাবাদ থানার অন্তর্গত বাঙ্গালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের শাসন গ্রামের আফজাল চৌধুরীর সঙ্গে। বিয়ের সময় নগদ আড়াই লক্ষ টাকা, সোনারুপোর গয়না সহ একাধিক পণসামগ্রী দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। কিন্তু বিয়ের পর আরও টাকা ও গয়নার জন্য চাপ দিতে তাঁর উপর স্বামী সহ পরিবারের সদস্যরা নির্যাতন শুরু করে বলে অভিযোগ। ওই তরুণী বলেন, ‘অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার পর থেকেই শ্বশুরবাড়ির লোকেরা গর্ভস্থ সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণ নিয়ে চাপ দিতে থাকেন এবং স্পষ্ট জানিয়ে দেন, যদি কন্যাসন্তান জন্ম হয়, তাহলে আমার ও মেয়ের ওই বাড়িতে কোনও স্থান হবে না।’

এই পরিস্থিতিতে গর্ভবতী ওই তরুণী বাবার বাড়িতে গিয়ে থাকতে শুরু করেন। এরপর রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজে এক কন্যাসন্তানের জন্ম দেন তিনি। অভিযোগ, সন্তান জন্মের পর থেকে আজ পর্যন্ত একবারের জন্যও কন্যাসন্তানকে দেখতে আসেননি স্বামী বা শ্বশুরবাড়ির কেউ। দীর্ঘদিন কেটে গেলেও শ্বশুরবাড়ি থেকে কোনও খোঁজ না নেওয়ায় ওই গৃহবধূ মেয়েকে নিয়ে ফের শ্বশুরবাড়িতে গেলে সোমবার তাঁকে মারধর করে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।

নিরুপায় হয়ে শেষমেশ পুলিশের দ্বারস্থ হন তিনি। ওই তরুণী বলেন, ‘আমার স্বামী আমার কন্যাসন্তানকে অস্বীকার করছে। ডিভোর্স দেওয়ার জন্য বারবার চাপ দিচ্ছে। আমি চাই, আমার মেয়ের ডিএনএ টেস্ট করা হোক। তাতেই সব প্রমাণ হয়ে যাবে।’

ছবি : এআই

সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়
ভারত সরকার

টেন্ডার নোটিশ

ডিজিটাল ডেটা সংরক্ষণের জন্য একটি ব্যাপক সমাধান সঙ্গে ব্যবহারকারী বান্ধব ডিজিটাল রিপোজিটারি এবং ওয়েব কাম মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের জন্য একটি আরএফপি (প্রস্তাবের অনুরোধ) সঙ্গে এই কার্যের সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য কাজের সুযোগ।
টেন্ডারের নথিপত্রগুলি সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সরকারি ওয়েবসাইট- indiaculture.gov.in-এ এবং কেন্দ্রীয় পাবলিক প্রকিউরমেন্ট পোর্টাল :- eprocure.gov.in/eprocure/app থেকে ডাউনলোড করা যাবে।
দর জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ২৮ শে জুলাই ২০২৫।
cbc 09101/11/0009/2526.

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ কেআইআর/ইএনজিজি./৩৮ অব ২০২৫, তারিখঃ ০৬-০৬-২০২৫-এর বিপরীতে সংশোধনী - ০২

প্রশাসনিক কারণে এনআইটি-এর অধীনে উপরে উল্লিখিত টেন্ডার নং. ১, ২ এবং ৩-এর **বন্ধ এবং খোলার** সংশোধিত তারিখ অনুগ্রহ করে পড়ুন। বিস্তারিত নিচে দেওয়া হলঃ

বিদ্যমান তারিখ ও সময়		সংশোধিত তারিখ ও সময়	
টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়	টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়	টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়	টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়
০৮-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়	০৮-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়	১১-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়	১১-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়

উপরোক্ত টেন্ডারের অন্যান্য নিয়ম ও শর্তাবলি অপরিবর্তিত থাকবে।
ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ওয়ার্কস), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

LOOKING FOR LEGAL CLAIMANT

Details of Child :-

Name	Age/Date of Birth	Sex	Details (Height Weight and Complexion)	Photo
Unknown Male Child	Aged 15 days (approx) (Date of Birth- 22/06/2025)	Male	Height : 40 CM Weight : 2.020 KG Complexion : Fair Eye Colour : Black Hair Colour : Black	
Unknown Female Child	Aged 02 months 20 days (approx) (Date of Birth- 17/04/2025)	Female	Height : 57 CM Weight : 2.8 KG Complexion : Fair Eye Colour : Black Hair Colour : Black	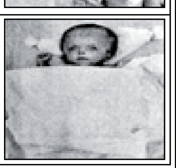

At present the child is under the Care and Protection of Child Welfare Committee, Darjeeling (Addl. Charge Siliguri) at North Bengal Medical College & Hospital, SIliguri.
Any legal claimant of the child may contact within **60 days** in the following address during working days with valid documents.

District Child Protection Unit, Darjeeling
Office of the District Magistrate,
Kutchery Compound, Darjeeling

Child Welfare Committee, Darjeeling
Office of the District Magistrate
Kutchery Compound, Darjeeling

কৃত্রিম পায়ে সাইকেলে বিশ্বভ্রমণ

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ৮ জুলাই : ২০১২ সালের পথ দুর্ঘটনার পর ভুল চিকিৎসায় ডান পা বাদ গিয়েছিল রাকেশ বণিকের। তবে হাল ছাড়েননি। একটা পা নেই তো কী হয়েছে, রাকেশ ভেবে নিয়েছিলেন সাইকেল চালানো ছাড়বেন না। তারপর ভরসা মনের জোর, আর অনুশীলন। শুরু করলেন সাইকেল চালানো। আর এই ২০২৫ সালে

> অনেকরকম অভিজ্ঞতা হয়েছে। প্রত্যেক দেশের আদবকায়দা থেকে শুরু করে সবকিছুই আলাদা।
>
> **রাকেশ বণিক**

রাকেশ অসম সহ ভারতের পর্যটনকে ছড়িয়ে দেওয়ার ভাবনা নিয়ে বিশ্বভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। সোমবার এসেছিলেন আলিপুরদুয়ারে। সেখানেই জানালেন, তাঁর নাছোড়বান্দা মনোভাবের কথা।

অসমের নগাঁও জেলার বাসিন্দা রাকেশ এখন প্যারাসাইক্লিংয়ে দক্ষ। ২০২৫ সালের ২৫ এপ্রিল রাশিয়ার মস্কো থেকে অসমের গুয়াহাটি পর্যন্ত যাত্রা শুরু করেন। রাশিয়ায় অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস রাকেশের যাত্রার সূচনা করেছিল। মঙ্গলবার সকালে আলিপুরদুয়ার থেকে সাইকেল নিয়ে গুয়াহাটির উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন। আগামী ১৩ জুলাই গুয়াহাটি পৌঁছাবেন। তাঁর এই দীর্ঘ সফরকে আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দারা সাধুবাদ জানিয়েছেন। ইতিমধ্যে কাজাখস্তান, উজবেকিস্তান, আফগানিস্তান, নেপালে দেশের পর্যটনের প্রসারে প্রচার করেছেন। কৃত্রিম পা নিয়ে এখনও পর্যন্ত প্রায় ৩০,০০০ কিলোমিটার সাইকেল চালিয়েছেন।

রাকেশের কথায়, 'অনেকরকম অভিজ্ঞতা হয়েছে। প্রত্যেক দেশের আদবকায়দা থেকে শুরু করে সবকিছুই আলাদা।' আলিপুরদুয়ারের সাইক্লিস্ট কিংকর দাস রাকেশের এই সাহসকে কুর্নিশ জানিয়েছেন। শারীরিক বাধাবিপত্তি থাকা সত্ত্বেও তাঁর এই মনের জোর শিক্ষণীয়, বলছেন কিংকর।

PUBLIC NOTICE

Nalice to all concerned that my client proposed to purchase the land measuring 67 Decimals, R.S. Khatian Nos. 2/6, 2/56, 2/50 & 18 corresponding to L.R. Khatian Nos. 425, 426, 333, 501, R.S & L.R. Plot Nos. 1116, 1117, 1118, 1119. 1120 1121, within Mouza Badlagachh, J.L. No. 25, Sheet No. 2, P.S. Raiganj, Dist. Jalpaiguri from 1) Sri Onkar Singh, S/0. Harbhajan Singh, 2)Sri Rahul Kumar Agarwal S/O. Late Kishan Agarwal, 3) Smt. Nimmi Nothay, D/O. Omkar Singh. Any person having interest or claim in respect of said land may contact with the undersigned within 7(Seven) days from the date of publication of this notice, failing which no claim shall be entertained.

(ARUNAVA DEWANJEE) Advocate, Siliguri, Mobile No. 9832072185 & 8617622827

ফর্ম নং ৩
[নিয়ম-১৩(১)(এ) অনুসারে)]
ডেবটস রিকভারি ট্রাইবুনাল, শিলিগুড়ি
তৃতীয় তল, সিকিম টাওয়ার, সেকেন্ড মাইল সেবক রোড, শিলিগুড়ি- ৭৩৪০০১, পশ্চিমবঙ্গ
কেস নং: ওএ/৭৯/২০২৪
অ্যাক্টের সেকশন ১৯-এর সাব সেকশন (৪) তৎসহ ডেবটস রিকভারি ট্রাইবুনাল (প্রসিডিওর) রুলস, ১৯৯৩-এর রুল ৫-এর সাব-রুল (২এ)-এর নিরিখে সমন।
ইএক্সএইচ নং: ১১৮৩
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
- বনাম -
ক্রাস্ট গ্লোবাল অ্যাগ্রো ফুড বেভারেজেস প্রাইভেট লিমিটেড
প্রতি,
(১) ক্রাস্ট গ্লোবাল অ্যাগ্রো ফুড বেভারেজেস প্রাইভেট লিমিটেড, ভেলকিপাড়া, সাহুডাঙ্গি, জলপাইগুড়ি, থানা- এনজিপি, পোস্ট- সাহুডাঙ্গি, জেলা- জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩৫১৩৫।
(২) শ্রী সন্তোষ কুমার সিং, পিতা- শ্রী পরমেশ্বর প্রসাদ সিং, সূর্যসেন কলোনি, পার্ট ২ই, কল্পনা দত্ত সরণি, ওয়ার্ড নং ৩৪, শিলিগুড়ি, পিন- ৭৩৪০০৭, পোস্ট এবং থানা- নিউ জলপাইগুড়ি, জেলা- জলপাইগুড়ি।
(৩) শ্রী শান্তি ভূষণ কুমার সিং, পিতা- শ্রী পরমেশ্বর প্রসাদ সিং, সূর্যসেন কলোনি, পার্ট ২ই, কল্পনা দত্ত সরণি, ওয়ার্ড নং ৩৪, শিলিগুড়ি, পিন- ৭৩৪০০৭, পোস্ট এবং থানা- নিউ জলপাইগুড়ি, জেলা- জলপাইগুড়ি।
(৪) শ্রীমতি সুপ্রিয়া সিং, স্বামী- শ্রী সন্তোষ প্রসাদ সিং, সূর্যসেন কলোনি, পার্ট ২ই, কল্পনা দত্ত সরণি, ওয়ার্ড নং ৩৪, শিলিগুড়ি, পিন- ৭৩৪০০৭, পোস্ট এবং থানা- নিউ জলপাইগুড়ি, জেলা- জলপাইগুড়ি।
সমন
যেহেতু, ওএ/৭৯/২০২৪ সম্মানীয় প্রিসাইডিং অফিসার/রেজিস্ট্রারের উপস্থিতিতে ০৯.০৪.২০২৫ তারিখে নথিভুক্ত।
যেহেতু, এই সম্মানীয় ট্রাইব্যুনাল জানিয়েছেন যে উক্ত আবেদনের সাপেক্ষে আপনাদের বিরুদ্ধে বাকি থাকা ৬,৩১,২২,৬৪২.২৫ টাকা আদায়ের জন্য অ্যাক্টের সেকশন ১৯(৪) (৩এ) অনুযায়ী সমন/ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। [illegible]
... তারিখে সকাল ১০:৩০-এর সময় রেজিস্ট্রারের কাছে উপস্থিত হওয়া। যাতে ব্যর্থ হলে আপনার অনুপস্থিতিতেই আবেদন শোনানো হবে এবং সেই অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
এই আদালতের সিল সমেত আমার দ্বারা প্রদত্ত হল ২১.০৬.২০২৫ তারিখে।
স্বাক্ষর/- অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার
ডেবটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল
শিলিগুড়ি

কাটিহার মণ্ডলে বিশেষীকৃত সিগন্যালিং কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. কেআইআর-এন-২০২৫-কে-২৯ তারিখঃ ০৪-০৭-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **কাজের নামঃ** কাটিহার মণ্ডলের এসএসই/এসআইজি/শিলিগুড়ি অংশের খণ্ডে সিগন্যালিং পদ্ধতির নির্ভরযোগ্যতার উন্নতকরণের হেতু বিশেষীকৃত সিগন্যালিং কাজ। **টেন্ডার রাশিঃ** ২,৭০,১৭,৭৪০.১০/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ২,৮৫,১০০/- টাকা। **টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ২৮-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় **এবং খোলা যাবেঃ** ২৮-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ২৮-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম/ (এসএন্ডটি)/কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কাটিহার ডিভিশনে এস অ্যান্ড টি কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : কেআইআর-এন-২০২৫-কে-৩০; তারিখ : ০৪-০৭-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; কাজের নাম : কাটিহার ডিভিশনের [illegible]
ডিআরএম (এস এন্ড টি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৭২৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৭৭০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯২৯০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১০৮২০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১০৮৩০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি
নং. কমার্শিয়াল/টেন্ডার/এসটিএটি/মালদা/২০২৩ তারিখ ০৭.০৭.২০২৫
মালদা ডিভিশনের ভাগলপুর রেলওয়ে স্টেশনে রিলাক্সেশন চেয়ার কিয়স্ক এবং স্যালন কিয়স্ক স্থাপন ও পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা (অকশন পরিচালনা আধিকারিক) মালদা টাউন, অফিস বিল্ডিং, পি.ও.- ঝলঝলিয়া, জেলা- মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) কর্তৃক **www.ireps.gov.in**-এ ই-অকশন প্রকাশিত হয়েছে। **অকশন ক্যাটালগ নং.ঃ মিস-স্ট্যাটিক-৭; অকশন শুরুর তারিখ ঃ** ২৩.০৭.২০২৫ তারিখ বেলা ১১টা ৪৫ মিনিটে। মালদা ডিভিশনের ভাগলপুর রেলওয়ে স্টেশনে **রিলাক্সেশন চেয়ার কিয়স্ক** এবং **স্যালন কিয়স্ক** স্থাপন ও পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ই-অকশন। **এসইকিউ নং., লট নং./ক্যাটাগরি এবং স্টেশন** যথাক্রমেঃ- এএ/১; এমএসএস-এমএলডিটি-বিজিপি-এমএসিএইচআর-৩৪-২৫-১; ভাগলপুর; এবি/১; এমএসএস-এমএলডিটি-বিজিপি-এসএস-৩৩-২৫-১; ভাগলপুর; সম্ভাব্য বিডারদের আরও বিশদ বিবরণের জন্য আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
MLDT-109/2025-26
Tender Notice is also available at websites : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

উত্তরবঙ্গ সংবাদ
বালুরঘাট • ফাঁসিদেওয়া • দিনহাটা • সিতাই • বানারহাট এলাকায় সংবাদদাতা চাই

এলাকার রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা চাই। শিক্ষা সংক্রান্ত নানা বিষয়ে আগ্রহ এবং প্রশাসনিক মহলে পরিচিতি থাকতে হবে। যে কোনও বিষয়ে নির্ভুল বাংলায় চটজলদি লেখার এবং বলার দক্ষতা থাকতে হবে। পূর্ব অভিজ্ঞতা বাঞ্ছনীয় হলেও আবশ্যিক নয়।

আবেদনপত্র মেল করুন এই ঠিকানায়
ubs.torchbearer@gmail.com
আবেদনের শেষ তারিখ ১১ জুলাই, ২০২৫

ARMY PUBLIC SCHOOL, SUKNA
INVITATION OF TENDERS FOR PROCUREMENT OF 20 X COMPUTERS (DESKTOP PC) WITH ACCESSORIES

1. Quotation/tenders are invited for procurement of 20 x Computers as per the specification given below (Vendors/Dealers are requested to quote the exact specification being offered by them). Request super scribe the above mentioned Title, RFP number and date of opening of the tender on the sealed cover to avoid the Tender being declared invalid.

Ser	Nomenclature	Specification
(1)	Desktop (PC)	OS- Licensed version of Windows 10 or above. Browser Latest Microsoft Edge/ Google Chrome/ Mozilla Firefox with Java Script. CPU- Intel Core i5 (10th generation or newer) or equivalent. RAM-8GB. Storage- 512 GB Internal Solid-State Drive (SSD) or 1 TB Internal SSD having at least 50 GB free storage. **Display**-15-18" LCD Monitor. Other- Webcam. **Wired Mouse**– Elegant Ergonomic Design, 1600 DPI Optical Tracking, USB Plug. **Keyboard** – MK120 Wired USB Keyboard Full-Size Keyboard, USB Plug-and-Play, Compatible for PC.

2. The Request for Proposal (RFP) of the above requirement is available in the School website www.apssukna.com.
3. Eligible criteria and documents required to be submitted along with tender are enumerated in succeeding Paras.
4. Reputed/Authorized Vendors/Dealers are eligible and can submit the bids/tender duly filled in details along with the following documents:-
(a) Tender on firm's letter pad. (b) **EMD– Rs 58,500/-** (DD/At par cheque in favour of Army Public School, Sukna). (c) **Tender Fee – Rs 200/-** (Non refundable) DD/At par cheque in favour of Army Public School, should be submitted along with the Technical Bid.
(d) Copy of GST Registration Number. (e) IT Returns of last two Years.
5. Vendor not in possession of the above documents shall be disqualified and his tender will not be accepted. Tenders not accompanied by requisite value **DD/At par cheque towards EMD** and **Cost of Tender** and other documents shall be rejected.
6. Please note that subletting of supply will not be permitted.
7. Right is reserved by SAMC to reject any or all tenders without assigning any reason. In case any dispute arises, the decision of SAMC will be final and binding, with no forum of appeal whatsoever.
8. Time of Completion after placement for Supply Order : **45 days**.
9. The sealed Tender should be deposited on or before 1200 hrs on **24 Jul 2025** at Army Public School, Sukna.
10. Date and place of Opening of Tender is as follows:- (a) Date: **25 Jul 2025 at 1200 hrs at APS Sukna**.

Dated : 08 Jul 2025

Sd/x x x x x x x x x x
(Mrs Dola Sarkar Sinha)
Principal
Army Public School, Sukna

স্টোর্স ই-প্রকিওরমেন্ট

নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে।
১। ই-টেন্ডার নং.ঃ এনবি২৫৫৫৩৯, তারিখঃ ০৪-০৭-২০২৫। আইটেমের বিবরণঃ সিস্টেমের ডিজি সেট অ্যাপ্লিকেশনের জন্য এয়ার সার্কিট ব্রেকার (এসিবি), ভোল্টেজ- ৭৫০ডি, ক্যাপাসিটি-৮০০এএমপি, ব্রেকিং ক্যাপাসিটি- ৫০কেএ, ফ্রিকোয়েন্সি- ৫০এইচজেড, ৩ পোল এমএফ (ইনবিল্ট ইউভি প্রোটেকশনসহ, থার্মাল, ম্যাগনেটিক রিলিজ সহ এবং ৬এনও+৬এনসি অক্স কন্টাক্ট ব্লক) [illegible]

ডিওয়াই. সিএমএম/ডি/নিউ বঙ্গাইগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

কর্মখালি

শিলিগুড়িবাসীদের জন্য বাড়ি/অফিস থেকে পার্ট/ফুলটাইম স্বাস্থ্যের কাজে দারুণ আয়ের সুযোগ। Mb -9733170439. (K)

•

Sitalkuchi College, Required project staff for ICSSR sponsored MRP. Visit : sitalkuchicollege.ac.in (B/S)

হোম ডেলিভারি

বাঙালি ঘরোয়া রান্না হোম ডেলিভারি করা হয়। বিস্তারিত জানতে ফোন করুন - 9832023122. (C/117280)

কাটিহার ডিভিশনে এস এন্ড টি কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ কেআইআর-এন-২০২৫-কে-২৭; তারিখ ঃ ০৪-০৭-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; কাজের নাম ঃ কাটিহার ডিভিশনে সিনিয়র ডিএসটিই/কাটিহারের অধীনে এসএসই/টেলি/মালদা টাউনের জন্য টেলিকম গিয়ারগুলির পুনরুদ্ধার/প্রতিস্থাপন/রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে নির্ভরযোগ্যতা উন্নতি। টেন্ডার মূল্য ঃ ৫০,৮৮,৬২৭.২৫/- টাকা; বায়না মূল্য ঃ ১,০১,৮০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ টায় এবং খোলা হবে ২৮-০৭-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৮-০৭-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (এস এন্ড টি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

টেলিকম গিয়ারের পুনরুদ্ধার/প্রতিস্থাপন/রক্ষণাবেক্ষণের দ্বারা নির্ভরযোগ্যতার উন্নতকরণ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. কেআইআর-এন-২০২৫-কে-২৬ তারিখঃ ০৪-০৭-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নামঃ এসএসই/টেলি/কাটিহারের জন্যে কাটিহার মণ্ডলের অন্তর্গত জেষ্ঠ ডিএসটিই/কাটিহার অধিক্ষেত্রের অধীনে টেলিকম গিয়ারের পুনরুদ্ধার/প্রতিস্থাপন/রক্ষণাবেক্ষণের দ্বারা নির্ভরযোগ্যতার উন্নতকরণ। টেন্ডার রাশিঃ ৫১,৯০,১৮৩.২৭/- টাকা। বায়না রাশিঃ ১,০৩,৮০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৮-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ২৮-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ২৮-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম/ (এসএন্ডটি)/কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

টিআরডি কাজ এবং বালাস্টবিহীন ট্র্যাকের ব্যবস্থা করা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল-আরএনওয়াই-টিআরডি-০৯-২০২৫-২৬ তারিখঃ ০৪-০৭-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নামঃ (১) অমৃত ভারত স্টেশন যোজনার অধীনে রাঙ্গাপানী নর্থ (লাইন নং. ৪, ৫ এবং ৬) এবং নাহুরজগুণ (লাইন নং. ৪) এ ব্যালাস্ট বিহীন ট্র্যাকের ব্যবস্থা করার সঙ্গে সম্পর্কিত টিআরডি কাজ। (২) অমৃত ভারত স্টেশন যোজনার অধীনে লাইন নং. ১ ডি, ৩ ডি, ১, ৩, ৪, ৫ এবং ৬ এর জন্যে ব্যালাস্টবিহীন ট্র্যাকের ব্যবস্থা করার সঙ্গে সম্পর্কিত টিআরডি কাজ। টেন্ডার রাশিঃ ১,৫৫,৬৮,১০৪.৪৫/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,২৭,৯০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৮-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
জেড ডিইই, রঙ্গিয়া
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

দরিদ্র মেধাবী ছাত্র, ছাত্রীদের বৃত্তির জন্য আবেদন

আবেদনকারীকে অবশ্যই পাঠরত/পাঠরতা হতে হবে। ১. নদীপার এনসি হাইস্কুলে, বালুরঘাট খাদিমপুর হাইস্কুলে এবং খাদিমপুর গার্লস হাইস্কুলে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত (আবাসিকদের জন্য)। ২. বালুরঘাট মহাবিদ্যালয়ে এবং বালুরঘাট মহিলা মহাবিদ্যালয়ে বিজ্ঞান, গণিত, ইংরেজি এবং অর্থনীতি বিষয়ে অনার্স। ৩. পশ্চিমবঙ্গের যে কোনও স্বীকৃত সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান, ইংরেজি এবং অর্থনীতি বিষয়ে এমএসসি (আবাসিকদের জন্য)। ৪. পশ্চিমবঙ্গের যে কোনও স্বীকৃতি সরকারি মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি পাঠরত ছাত্র/ছাত্রী (আবাসিকদের জন্য)। অসংরক্ষিত দুঃস্থ ভারতীয় ছাত্র, ছাত্রীরা বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবে। এছাড়া মাধ্যমিকে ৮৫ % নম্বর পাওয়া ছাত্র/ছাত্রী বালুরঘাট ব্লকের অন্তর্গত বিদ্যালয়গুলিতে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হলে বাৎসরিক ৩৬০০/- টাকা বৃত্তি পাবে। বিজ্ঞাপন প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের প্রধানের মাধ্যমে নিম্নের ঠিকানায় আবেদন করতে হবে। আবেদনের সঙ্গে নিজের ব্যাংক পাস বই-এর ফোটোকপি, অ্যাকাউন্ট নম্বর, আইএফসি কোড, ও ফোন নম্বর জমা দিতে হবে। তমাল চক্রবর্তী, সম্পাদক, দরিদ্র মেধাবী ছাত্র সাহায্য তহবিল। ঠিকানা :- নদীপার এনসি হাইস্কুল, পোঃ চকভৃগু, থানা- বালুরঘাট জিলা-দক্ষিণ দিনাজপুর, পিন- ৭৩৩১০২, daridramedhabi@gmail.com(C/117326)

D.El.Ed ভর্তি

জলপাইগুড়ি জেলার স্বনামধন্য কলেজ 'Rabindranath Thakur Teachers Training Institute'-এ 2025-2027 শিক্ষাবর্ষে D.El.Ed কোর্স স্বল্প খরচে ভর্তি চলছে। যোগাযোগ-9832632235. (C/116651)

বিক্রয়

কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জে ১ নং ও ৫ নং ওয়ার্ডের ক্যাডার স্কুলের পিছনে, হসপিটাল রোড থেকে কালিপাড়া পর্যন্ত ১০ ফুটের রাস্তার ধারে জমি ও একটি অর্ধনির্মিত বাড়ি বিক্রয় হবে। যোগাযোগ : 9163949560. (C/117316)

ধর্মান্তর

আমি, বীনা রায়, পিতা-কৃষ্ণলাল রায়, সাকিন-ও ডাকঘর-ছিট বড়লাউকুঠি, থানা- বক্সিরহাট, জেলা - কোচবিহার, তুফানগঞ্জ নোটারি সমীপে অ্যাফিডেভিট করিয়া নিজ ইচ্ছায় হিন্দু হইতে মুসলমান হিসাবে ধর্মান্তিরিত হইয়াছি এবং আমার নাম পরিবর্তন করিয়া রুহি খাতুন হইয়াছি। অতঃপর আমার নাম রুহি খাতুন হিসাবে সর্বদা ব্যবহার করিব। (D/S)

অ্যাফিডেভিট

I,Nilima Ghosh, mother of Yashvir Sanghai (Agarwal), in his birth certificate my name is written as 'Nilima Sanghai! I have done affidavit before the Ld, Judicial Magistrate, 1st class 44 court at Siliguri, on date 23/06/25 I am declaring that I, Nilima Ghosh and Nilima Sanghai is one and same identical person. (C/117325)
For Malda Edition

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।
হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজ টিভিতে

বলো দুগ্গা মাঈকী... বিকেল ৪.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ আমাদের সংসার, দুপুর ১.০০ ওয়ান্টেড, বিকেল ৪.০০ বলো দুগ্গা মাঈকী, রাত ১০.০০ ইন্দ্রজিৎ, ১.০০ চিরদিনই তুমি যে আমার-২

জলসা মুভিজ : দুপুর ১২.৩০ সংগ্রাম, বিকেল ৩.৫৫ লাঠি, সন্ধে ৭.০০ মেজদিদি, রাত ১০.০০ বলো না তুমি আমার

জি বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.০০ সত্যম শিবম সুন্দরম, বেলা ১১.০০ মাটির মানুষ, বিকেল ৪.০০ সংঘর্ষ, সন্ধে ৭.০০ মামা ভাগ্নে, রাত ১০.৩০ পূজা, ১.১৫ এফআইআর নং ৩৩৯/০৭/০৬

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ ন হন্যতে

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ রাখে হরি মারে কে

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ জয়ী

কালার্স সিনেপ্লেক্স এইচডি : দুপুর ১২.০০ ৭৭৭ চার্লি, বিকেল ৩.০০ হঙ্গামা, বিকেল ৫.০০ হম্পটি শর্মা কি দুলহনিয়া, রাত ৮.০০ জোম্বি রেড্ডি, ১০.৩০ পাওয়ার আনলিমিটেড

অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১২.৪৬ ড্রিম গার্ল, ২.৫৭ খট্টা মিঠা, বিকেল ৫.৫৩ ওম ভীম বুশ, সন্ধে ৭.৩০ ক্রান্তিবীর, রাত ১০.১২ সাহো

জি সিনেমা এইচডি : সকাল ৯.০১ জানোয়ার, দুপুর ১২.৩৫ হম সাথ সাথ হ্যায়, বিকেল ৫.৫৬ রিয়েল টেভর, রাত ১০.৫৫ শূরবীর

আফ্রিকাজ ডেডলিয়েস্ট রাত ১০.০০ ন্যাট জিও ওয়াইল্ড

ডেস্ট্রাকশন ডিকোডেড রাত ১১.০০ ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.০৭ রক অন-টু, দুপুর ১.৩৮ দোনো, বিকেল ৪.১৬ মিসেস চ্যাটার্জি ভার্সাস নরওয়ে, সন্ধে ৬.২৮ জনহিত মে জারি, রাত ৯.০০ তনু ওয়েডস মনু রিটার্নস, ১১.১৪ হোটেল মজনু

রমেডি নাউ : দুপুর ২.৪৩ মাই সুপার এক্স গার্লফ্রেন্ড, বিকেল ৫.৪৫ দ্য রিরাইট, রাত ৯.০০ হোয়াটস ইয়োর নাম্বার? ১০.৩৮ মার্মাডিউক

খট্টা মিঠা দুপুর ২.৫৭ অ্যান্ড পিকচার্স

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : স্বাস্থ্য নিয়ে অতিরিক্ত চিন্তা করার কারণ নেই। নতুন বন্ধু পেয়ে খুশি হবেন। **বৃষ :** সন্তানের কোনও ভালো খবরে বাড়িতে আনন্দ। সামান্য কারণে সংসারে অশান্তি হলেও সন্ধের পর মিটে যাবে। **মিথুন :** বেশি কথা বলে সমস্যায়। সামান্যে সন্তুষ্ট থাকার চেষ্টা করুন। **কর্কট :** তৃতীয় ব্যক্তির প্ররোচনায় প্রেমে অশান্তি। মায়ের পরামর্শে সংসারের সমস্যা কেটে যাবে। **সিংহ :** ভাইয়ের সঙ্গে বিবাদের অবসান। আটকে থাকা পাওনা আদায় হবে। **কন্যা :** আর্থিক সমস্যা চলবে। কোনও কারণে মানসিক অস্থিরতায় সমস্যা বাড়বে। **তুলা :** বাবার রোগমুক্তিতে স্বস্তি। কোনও ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে পরে অনুশোচনা। সাবধানে চলাফেরা করুন। **বৃশ্চিক :** অকারণে বেশি কথা নয়। পুরোনো কোনও সমস্যা ফের মাথাচাড়া দিতে পারে। জনকল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণে আনন্দ। **ধনু :** বিদেশে বাসরত স্বজনের জন্যে দুশ্চিন্তা। মূল্যবান দ্রব্য হারিয়ে যেতে পারে। **মকর :** দীর্ঘদিনের কোনও স্বপ্নপূরণ। খাওয়াদাওয়ার দিকে লক্ষ রাখুন। মায়ের শারীরিক সমস্যা নিয়ে চিন্তামুক্ত। **কুম্ভ :** ব্যবসায় সামান্য মন্দা নামতে পারে। পুরোনো কোনও সম্পর্ক ফিরে আসায় স্বস্তি। **মীন :** অকারণে কাউকে উপকার করতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। প্রেমে মান-অভিমান চলবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৪ আষাঢ়, ১৪৩২, ভাঃ ১৮ আষাঢ়, ৯ জুলাই, ২০২৫, ২৪ আহার, সংবৎ ১৪ আষাঢ় সুদি, ১৩ মহরম। সূঃ উঃ ৫।২, অঃ ৬।২৩। বুধবার, চতুর্দশী রাত্রি ১।২১। মূলানক্ষত্র অহোরাত্র। ব্রহ্মযোগ রাত্রি ১১।২৭। গরকরণ দিবা ১২।৪৬ গতে বণিজকরণ রাত্রি ১।২১ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে- ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী শনির ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- পশ্চিমে, রাত্রি ১।২১ গতে বায়ুকোণে। কালবেলাদি- ৮।২২ গতে ১০।২ মধ্যে ও ১১।৪৩ গতে ১।২৩ মধ্যে। কালরাত্রি- ২।২২ গতে ৩।৪২ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- চতুর্দশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৪৩ গতে ১১।১৬ মধ্যে ও ১।৫৬ গতে ৫।২৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৯।৫৬ মধ্যে ও ১২।৪ গতে ১।৩০ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

তাজমুলের সঙ্গে বুলবুলের বিরোধ

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৮ জুলাই : বিরোধ মিটছে না কিছুতেই। বরং বিধানসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই দ্বন্দ্ব বাড়ছে হরিশ্চন্দ্রপুরের বিধায়ক ও মন্ত্রী তাজমুল হোসেন এবং জেলা পরিষদ সদস্য বুলবুল খানের মধ্যে। একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতি সভাতেও নতুন বিতর্কে জড়ালেন দুই তৃণমূল নেতা। রবিবার এমনই একটি সভায় বক্তব্য রাখার সময় তাজমুল মেজাজ হারিয়ে পাশে বসে থাকা বুলবুলকে আক্রমণ করেন বলে অভিযোগ। ভরা সভার মঞ্চেই মন্ত্রী তাজমুলের কাছে আক্রমণের কারণ জানতে চান বুলবুল। যা নিয়ে সভা চলাকালীন দুই নেতার অনুগামীদের মধ্যে হাতাহাতি ও ধস্তাধস্তির ঘটনা ঘটে বলে জানা গিয়েছে। সভায় দুই নেতার কথা কাটাকাটি এবং গণ্ডগোলের ভিডিও ইতিমধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল (যদিও ভিডিওটির সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ)। ওই ভিডিওকে কেন্দ্র করে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বাগযুদ্ধ চলছে। এমন পরিস্থিতিতে দুই নেতাকে নিয়ে বৈঠকে বসার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তৃণমূলের জেলা কমিটি।

অস্বস্তিতে তৃণমূল

তাজমুল এবং বুলবুলের দ্বন্দ্ব নতুন নয়। তা বাড়তি মাত্রা পেয়েছে রবিবারের সভার পর। দলীয় কার্যালয়েও ওইদিনের ঘটনা নিয়ে চলছে আলোচনা। তাজমুল, না বুলবুল, কে পেতে পারেন বিধানসভা ভোটের টিকিট? এমন প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করছেন দলের সাধারণ কর্মীরা। এমন আলোচনার মূলে রয়েছে রবিবারের ঘটনা। যদিও তাজমুলের দাবি, 'সেদিন এমন কিছু ঝামেলা হয়নি। পরে আমরা কথা বলে মিটিয়ে নিয়েছি।' কিছু না হলে মিটিয়ে নেওয়ার প্রসঙ্গ আসছে কোথা থেকে, প্রশ্ন উঠছে। অন্যদিকে বুলবুল বলছেন, 'উনি বয়োজ্যেষ্ঠ নেতা। আমি রাজনীতির পাশাপাশি শিক্ষকতা করি। উনি আমাকে শাসন করতেই পারেন। তবে জনসমক্ষে শাসাতে পারেন না।'

তৃণমূলের জেলা সভাপতি রহিম বক্সী ফোনে বলেন, 'দুই নেতাকে নিয়েই আলোচনায় বসব। এ ধরনের সমস্যা আমরা দলের মধ্যেই মিটিয়ে নিচ্ছি এবং আগামীতেও তাই হবে।'

কুমারগঞ্জে অর্ধনগ্ন দেহ উদ্ধারে তদন্তের জের

ধৃত নাবালিকার মেসো

সুবীর মহন্ত ও বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

বালুরঘাট ও কুমারগঞ্জ, ৮ জুলাই : কুমারগঞ্জে নিখোঁজ নাবালিকার অর্ধনগ্ন দেহ উদ্ধারের পর থেকে যে ব্যক্তি দিনভর পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে শাস্তির দাবি করেছিল, ঘটনাচক্রে তার দিকেই যে অভিযোগের আঙুল উঠবে সেটাই কেউ বিশ্বাস করে উঠতে পারছেন না। ওই নাবালিকার মেসোকে মঙ্গলবার জেলা আদালতে পেশ করা হয়। পুলিশ ১৪ দিনের হেপাজতের জন্য আবেদন জানিয়েছিল। বিচারক সাতদিনের পুলিশ হেপাজত মঞ্জুর করেন।

মৃতার বাবা বললেন, 'মেয়ের মেসো যে এমন কোনও ঘটনা ঘটাতে পারে তা এখনও বিশ্বাসই হচ্ছে না।' ওই নাবালিকার দাদু বলল, 'আমরা ওর ফাঁসি চাই।' এই ঘটনায় ধর্ষণের অভিযোগ উঠলেও তা এখনও প্রমাণিত নয়। মঙ্গলবার নিজের দপ্তরে সাংবাদিক সম্মেলন করে দক্ষিণ দিনাজপুরের পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল বলেন, 'পুরোনো পারিবারিক শত্রুতার জেরেই এই খুন হয়ে থাকতে পারে। কী কারণে ওই নাবালিকার মৃত্যু হল তা ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পরই জানা যাবে।'

খুনে অভিযুক্তকে নিয়ে সাংবাদিক বৈঠকে পুলিশ সুপার। মঙ্গলবার।

ওই নাবালিকা গত শুক্রবার নিখোঁজ হয়েছিল। পরিবার শনিবার কুমারগঞ্জ থানায় একটি মিসিং ডায়েরি করে। ঘটনার তিনদিন পর বাড়ি থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরের এক নির্জন পুকুরপাড় থেকে তার অর্ধনগ্ন মৃতদেহ উদ্ধার হয়। দেহে পচন ধরায় দুর্গন্ধ ছড়াতে শুরু করেছিল। দেহ উদ্ধারের পরই কুমারগঞ্জ থানার আইসি রামপ্রসাদ চাকলাদার, এসআই অনন্ত মণ্ডল ও এসআই রোহিত ভগতের নেতৃত্বে তদন্ত শুরু হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এক হলুদ গেঞ্জি পরিহিত ব্যক্তির সঙ্গে ওই নাবালিকাকে শেষবার দেখা গিয়েছিল। এলাকায় খোঁজ চালাতেই জানা যায়, ওই ব্যক্তি আসলে তার মেসো। পুলিশের সন্দেহ ঘনীভূত হতেই তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। মোবাইল ফোনের তথ্যপ্রমাণ সহ একাধিক সূত্রে চাঞ্চল্যকর তথ্য তদন্তে উঠে আসে।

প্রাথমিক স্বীকারোক্তিতে ধৃত জানায়, তার স্ত্রী ও নাবালিকার বাবার মধ্যে অবৈধ সম্পর্ক আছে বলে সে সন্দেহ করত। এই সন্দেহ থেকেই সে পরিকল্পিতভাবে ওই নাবালিকাকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে খুন করে। পরিবারের অভিযোগ, ধর্ষণের পর ওই নাবালিকাকে খুন করা হয়। তবে এখনও পর্যন্ত ধর্ষণের কোনও লিখিত অভিযোগ জমা পড়েনি।

মৃতদেহ উদ্ধারের সময় নাবালিকার মেসোকে কান্নাকাটি করতে দেখা গিয়েছিল। তার 'অভিনয়' দেখে অনেকেই চমকে গিয়েছেন।

তাজ্জব সবাই

- গত শুক্রবার কুমারগঞ্জের এক নাবালিকা নিখোঁজ হয়, তিনদিন পর মৃতদেহ উদ্ধার
- নানা সূত্র ধরে পুলিশ ওই নাবালিকার মেসোকে গ্রেপ্তার করেছে
- পারিবারিক সমস্যার কারণে সে খুন করেছে বলে স্বীকার করেছে, তদন্তকারীদের দাবি
- দ্রুত তদন্ত করে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করায় পুলিশের ভূমিকা প্রশংসা কুড়িয়েছে

রূপশ্রী প্রকল্পের তদন্তে প্রশাসনের কর্তারা। মঙ্গলবার হরিশ্চন্দ্রপুরে।

বিবাহিতের অ্যাকাউন্টেও রূপশ্রীর টাকা

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৮ জুলাই : কারও বিয়ে হয়ে গিয়েছে এক বছর, কারও বা তারও বেশি। কেউ আবার ইতিমধ্যে মাতৃত্বের স্বাদ পেয়েছেন। কিন্তু তাঁদের প্রত্যেকের নাম রয়েছে রাজ্য সরকারের রূপশ্রী প্রকল্পে। হরিশ্চন্দ্রপুর-২ ব্লকে প্রকল্পের আবেদন যাচাই করতে গিয়ে এমনই বড়সড়ো দুর্নীতির খোঁজ পেলেন ব্লক আধিকারিকরা। তিন ভুয়ো আবেদনকারীকে হাতেনাতেও ধরেছেন তাঁরা। একজনের অ্যাকাউন্টে টাকাও ঢুকে গিয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। এর পিছনে দালালচক্রের হাত রয়েছে বলে অভিযোগও উঠছে। তবে প্রাথমিকভাবে এই অভিযোগ মানতে চাইছেন না ব্লকের আধিকারিকরা। তাঁদের বক্তব্য, টাকা পাওয়ার আশায় আইনবহির্ভূতভাবে বিয়ের পরে আবেদন করা হয়েছিল।

বিবাহিতরাও রূপশ্রী প্রকল্পের টাকা পাচ্ছেন, এমন অভিযোগ উঠছিল বেশ কিছুদিন ধরেই। তাই আবেদনকারীদের স্ট্যাটাস জানার পর আবেদন মঞ্জুর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে হরিশ্চন্দ্রপুর-২ ব্লক প্রশাসন। সিদ্ধান্ত মোতাবেক মঙ্গলবার জয়েন্ট বিডিও সোনাম ওয়াংদি লামা, ব্লক ওয়েলফেয়ার অফিসার বাসুদেব পাল এবং রূপশ্রী প্রকল্পের ডিইও অষ্টমী ঘোষ দৌলতপুর, ইসলামপুর, ভালুকা অঞ্চল সহ একাধিক এলাকায় যান। এলাকাগুলি থেকে জমা পড়া রূপশ্রী প্রকল্পের আবেদনগুলি বাড়ি বাড়ি গিয়ে খতিয়ে দেখেন। এই কাজ করার সময়ই ভালুকা অঞ্চলের জগন্নাথপুর গ্রামে দুজনের এবং হাতিছাপা গ্রামের একজনের আবেদনে গরমিল পান তাঁরা। জানতে পারেন, তিনজনই বিবাহিত। জেরায় তাঁদের বাড়ির লোকেরাও স্বীকার করেন বিয়ের পর আবেদন করার কথা। বর্তমানে তাঁরা শ্বশুরবাড়িতে রয়েছেন বলেও জানতে পারেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা। প্রসঙ্গত, কয়েক মাস আগে জগন্নাথপুর এলাকায় বেশ কয়েকটি ভুয়ো আবেদন ধরা পড়ে। জানা যায়, আবেদনকারীদের মধ্যে ছিলেন বিবাহিত ছেলেমেয়ের মা পর্যন্ত।

জয়েন্ট বিডিও সোনাম ওয়াংদি লামা বলেন, '১৩টির মধ্যে তিনটি আবেদন বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কেননা, তাঁরা বিয়ের পর আবেদন করেছিলেন। ব্যবস্থাও নেওয়া হবে।' দালালচক্রের কথা মানতে নারাজ হরিশ্চন্দ্রপুর-২ ব্লকের বিডিও তাপস পাল। বলেন, 'অভিযুক্তরা শ্বশুরবাড়ি থেকে আবেদন করেছিলেন। একজনের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকেছে, তা রিকভারি করা হবে।'

এদিকে, বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক তর্জা শুরু হয়েছে। ফরওয়ার্ড ব্লকের জেলা কমিটির সদস্য অজিত সাহার অভিযোগ, 'সরকারি প্রকল্পের পঁচিশ হাজার টাকার জন্য গ্রামের মেয়েদের দাঁড় করাচ্ছে শাসকদল আশ্রিত কিছু দালাল।' তবে এই অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে তৃণমূলের ব্লক সভাপতি তবারক হোসেন চৌধুরী জানিয়েছেন।

যা ঘটেছে

- রূপশ্রী প্রকল্পে আবেদনকারীদের মধ্যে সন্তানের মায়ের নাম
- বিয়ের পরও অনেকে আবেদন করছেন, প্রশাসনিক তদন্তে স্পষ্ট
- সরকারি এই প্রকল্পটিতেও শাসক-যোগে দুর্নীতি, অভিযোগ বিরোধীদের
- বিরোধীদের অভিযোগ মানতে নারাজ তৃণমূল, দালাল-যোগ অস্বীকার প্রশাসনের

ধর্মঘটের সমর্থনে

গৌড়বঙ্গ ব্যুরো

৮ জুলাই : বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ থেকে ৯ জুলাই দেশজুড়ে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে। ধর্মঘটকে সফল করার দাবি নিয়ে মঙ্গলবার বাম এবং কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠনগুলি বিভিন্ন কর্মসূচি নেয়। মঙ্গলবার বৈষ্ণবনগর বাসস্ট্যান্ড থেকে একটি মিছিল শুরু হয়। বাম এবং কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ থেকে ওই মিছিল করা হয়। বাম নেতা রেজাউল করিম বলেন, 'মানুষের সমস্যা নিয়ে ভাবার সময় নেই কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের। সব জিনিসের দাম বৃদ্ধির কারণে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছে। তার প্রতিবাদে এই ধর্মঘট।' বালুরঘাটে বামফ্রন্ট মিছিল করে। পতিরামে বাম কর্মীরা দোকানে দোকানে প্রচার চালান। এছাড়াও, বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে তপন ব্লকের চৌরঙ্গি মোড় ও করদহ মোড়ে মিছিল এবং পথসভা করা হয়।

প্রকল্পের সূচনা

বুনিয়াদপুর, ৮ জুলাই : মঙ্গলবার বংশীহারীতে একগুচ্ছ উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সূচনা করলেন রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র। এর মধ্যে রয়েছে, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের অর্থানুকূল্যে প্রায় আড়াই কোটি টাকা ব্যয়ে মনসাদহ থেকে বড়গাছি পর্যন্ত একটি পাকা রাস্তা, পৌনে তিন কোটি টাকায় গিট্টিমোড় থেকে মোরগামারি পর্যন্ত পাকা রাস্তা ও দেড় কোটি টাকায় যাবরাহার থেকে বিষহরিডাঙ্গা পর্যন্ত পাকা রাস্তার কাজ। এছাড়া, জেলা পরিষদের অর্থানুকূল্যে প্রায় ৩৯ লক্ষ টাকায় কান্দরপুর থেকে কামাতপাড়া পর্যন্ত আরেকটি পাকা রাস্তা, ১৯ লক্ষ টাকায় দৌলতপুরে পুলিশ ফাঁড়ি, ৬ লক্ষ টাকায় ন্যাংড়াপির মাজার শরিফ নির্মাণ এবং ৭ লক্ষ টাকায় মল্লিকাদিঘির পাড় সংস্কারের সূচনা করেন বিপ্লব।

দেওয়াল লিখন

দক্ষিণ দিনাজপুর ব্যুরো

৮ জুলাই : একুশ জুলাই শহিদ সমাবেশে উপস্থিতির হার বাড়াতে কোমর কষছে জেলা তৃণমূল। মঙ্গলবার দক্ষিণ দিনাজপুরে গ্রাম থেকে শহরে দেওয়াল লিখে, প্রচার কর্মসূচি চালানো হয় দলের তরফে। বালুরঘাট পুরসভার প্রতিটি ওয়ার্ডে স্থানীয় কাউন্সিলার ও নেতা-কর্মীরা রাস্তায় নেমে প্রচারে শামিল হন। কুশমণ্ডি ব্লকের করঞ্জি পঞ্চায়েতের একটি দেওয়ালে দলীয় প্রতীক ঘাসফুল আঁকেন বিধায়ক রেখা রায়। উপস্থিত ছিলেন ব্লক তৃণমূল সভাপতি করিমুল ইসলাম। রেখা বলেন, 'বিধানসভা এলাকায় ৩০ জায়গায় দেওয়াল লিখন কর্মসূচি হবে।' পতিরাম পঞ্চায়েতে প্রধান পার্থ ঘোষও ধরলেন তুলি-কালি। নাজিরপুরের কর্মসূচিতে অংশ নেন তৃণমূলের জেলা স্তরের নেতা মফিজুদ্দিন মিয়াঁ।

নেতার হুমকির ভিডিও

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ৮ জুলাই : বালুরঘাট কলেজের ভাইরাল ভিডিওর রেশ না কাটতেই প্রকাশ্যে শহরের একটি আইন কলেজের ভিডিও। তবে এবার বালুরঘাট ল' কলেজের ভিডিওটি পোস্ট করে সমাজমাধ্যমে সরব হয়েছেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী বিজেপির সুকান্ত মজুমদার। এক্স হ্যান্ডেলে (সাবেক টুইটার) তাঁর পোস্ট করা ভিডিও নিয়ে যথারীতি শোরগোল পড়ে গিয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায়। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, কলেজ ক্যাম্পাসে এক ছাত্র আরেক ছাত্রকে হুমকি দিতে দিতে কলার ধরে নিয়ে যাচ্ছে (ভিডিওটির সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ)। এই ছবিকে হাতিয়ার করে তৃণমূল বিরোধী প্রচারে নেমেছে বিজেপি। পদ্ম শিবিরের অভিযোগ, জেলার বিভিন্ন কলেজে এ ধরনের দাদাগিরি অব্যাহত রয়েছে। এই ভিডিওটি কতদিন আগের, তা স্পষ্ট নয়। তবে কলেজ ক্যাম্পাসের রাস্তায় আলপনা থাকায় ভিডিওটি সরস্বতীপুজোর সময়কালের বলে মনে করছেন অনেকেই। বিজেপি সাংসদ ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্তর এমন পোস্টের প্রতিবাদ করেছেন বালুরঘাট ল' কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ সন্তোষকুমার তিওয়ারি। তিনি বলেন, 'ভিডিওতে যাদের দেখা যাচ্ছে, সেই ছাত্রদের সঙ্গে কলেজের কোনও সম্পর্ক নেই। একটা পুরানো ভিডিওকে প্রকাশ্যে এনে কলেজের বদনাম করার চেষ্টা হচ্ছে।'

> ভিডিওতে যাদের দেখা যাচ্ছে, সেই ছাত্রদের সঙ্গে কলেজের কোনও সম্পর্ক নেই। একটা পুরোনো ভিডিওকে প্রকাশ্যে এনে কলেজের বদনাম করার চেষ্টা হচ্ছে।
>
> **সন্তোষকুমার তিওয়ারি**
> *ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, বালুরঘাট ল' কলেজ*

তৃণমূল ছাত্র পরিষদের জেলা সভাপতি অমরনাথ ঘোষ বলেন, 'এ বিষয়ে আমার কিছু বলার নেই। বালুরঘাট ল' কলেজে গত চার বছর ধরে সংসদের রুম খোলা হয় না। এই কলেজে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কোনও ইউনিটও নেই।'

কীটনাশক খেয়ে মৃত্যু কিশোরীর

হেমতাবাদ, ৮ জুলাই : মোবাইল ফোন দেখা নিয়ে মায়ের কাছে বকুনি খেয়ে সপ্তম শ্রেণির এক ছাত্রী আত্মঘাতী হয়েছে বলে পরিবারের দাবি। মৃত নাবালিকা হেমতাবাদ হাইস্কুলের ছাত্রী ছিল। পুলিশ এই ঘটনায় অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে।

আত্মঘাতী ওই ছাত্রী হেমতাবাদ থানার বারইবাড়ি গ্রামের বাসিন্দা। নাবালিকারা তিন বোন এক ভাই। ওই নাবালিকা সবচেয়ে ছোট ছিল। সোমবার রাত ১১টা নাগাদ মোবাইল দেখা নিয়ে দাদার সঙ্গে ঝগড়া লাগে নাবালিকার। দুজনের মধ্যে ঝগড়া থামাতে গিয়ে আসেন মা। সেই সময় মা বকাবকি করেন ছোট মেয়েকে। তখন মায়ের ওপর অভিমান করে কীটনাশক খেয়ে ফেলে ওই পড়ুয়া। সঙ্গে সঙ্গে তাকে প্রথমে হেমতাবাদ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাকে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

নাবালিকার দেহ ময়নাতদন্তের পর পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। রায়গঞ্জ থানা একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করেছে।

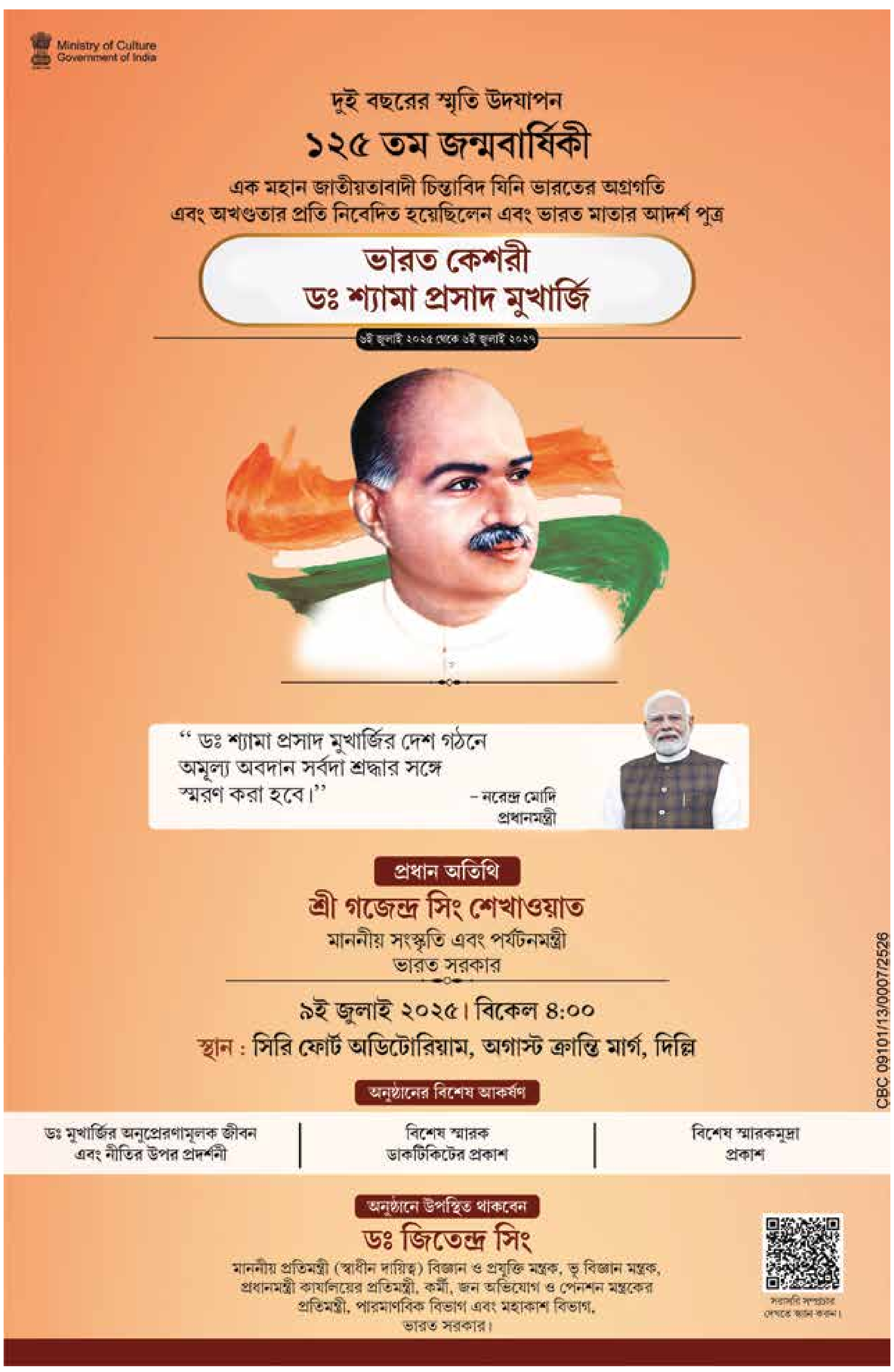

মহড়ার মাঝে 'অচিনপুরে' চলে গেলেন পরিমল

হরষিত সিংহ

মালদা, ৮ জুলাই : মাসখানেক আগে শুরু হয়েছিল নতুন নাটকের মহড়া। গত ৬ জুন শেষবার মহড়া দিয়েছিলেন মালদার বিশিষ্ট নাট্যকার পরিমল ত্রিবেদী। বর্তমান সমাজের প্রেক্ষাপটে নতুন নাটক লিখেছিলেন তিনি। এই নতুন নাটকের নাম দিয়েছিলেন 'অচিনপুরের মানুষেরা'। এই নতুন নাটক নিয়ে চলছিল তাঁর কাজ ও মহড়া। তার মাঝেই নাটকের লেখক চলে গেলেন অচিনপুরে। তাঁর হঠাৎ মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ মালদার নাট্যসমাজ।

ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে গত কয়েকদিন ধরে তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন। ক্যানসার ধরা পড়ার পর গত ৭ জুন তাঁকে মুম্বই নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে দু'দিন চিকিৎসা হয়। পরিস্থিতি ভালো না থাকায় পরিবারের পক্ষ থেকে তাঁকে পুনরায় বাড়ি নিয়ে আসা হয়। সেখানে একটি নার্সিংহোমে প্রথম কয়েকদিন তাঁর চিকিৎসা চলে। তারপর তিনি শয্যাশায়ী হয়ে পড়ায় তাঁকে বাড়িতে রাখা হয়। অবশেষে মঙ্গলবার দুপুরে তিনি নিজের বাড়িতে প্রয়াত হন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। পরিবারে তাঁর ৯২ বছরের বৃদ্ধা মা রেণুকা ত্রিবেদী, স্ত্রী বর্ণালী ত্রিবেদী, দুই ছেলে দেবরাজ ত্রিবেদী ও জয়রাজ ত্রিবেদী রয়েছেন।

খবর পেয়ে জেলার নাট্যকার ও বিশিষ্টরা তাঁর বাড়িতে পৌঁছান। এদিন সন্ধ্যায় তাঁর মরদেহ মালদা দুর্গা কিংকর সদনে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে মালদা থিয়েটার কমিউনিটি, মালদা থিয়েটার আড্ডা ও মালদা শিল্পী সংসদ সহ বিশিষ্টরা তাঁকে শেষশ্রদ্ধা জানান। মালদা শিল্পী সংসদের পক্ষ থেকে মলয় সাহা বলেন, 'মালদা তথা বাংলার একজন নাট্যকারকে হারালাম আমরা। বঙ্গরত্ন পরিমল ত্রিবেদী বিশিষ্ট নাট্যকার, পরিচালক এবং শিল্পী ছিলেন। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।'

মালদার বিশিষ্ট নাট্যকার পরিমল ২০২১-এ বঙ্গরত্ন ও নাট্য অ্যাকাডেমি পুরস্কার পেয়েছিলেন। মালদা মালঞ্চ নাট্য দলের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তিনি। পেশায় তিনি একজন পঞ্চায়েতকর্মী ছিলেন। তবে নাটক ছিল তাঁর নেশা। ছোটবেলা থেকে নাটকের সঙ্গে জড়িত ছিলেন তিনি। অবসরের পর নাটকই তাঁর ধ্যানজ্ঞান হয়ে ওঠে। তাঁর রচিত নাটকগুলি সকলের মন ছুঁয়ে যেত। তিনি নিজে নাটক লিখতেন। তারপর সেই নাটকের পরিচালনা করতেন। এমনকি অভিনয় করতেন।

শুধু তিনি নয়, তাঁর পরিবারের সকলেই নাটকের সঙ্গে জড়িত। তাঁর ইচ্ছেতে এমনটা সম্ভব হয়েছিল। তাঁর অভিনয় ছিল অনবদ্য। মালদা মালঞ্চ দলের সদস্য তথা তাঁর ভাইপো যুবরাজ ত্রিবেদী বলেন, 'জেঠুকে দেখেই নাট্য জগতে আসা। জেঠুর লেখা নতুন নাটকের মহড়া শুরু হয়েছিল। গত মাসে শেষ মহড়া দেওয়ার পর জেঠু অসুস্থ হয়ে পড়েন। সোমবার জেঠুর সঙ্গে শেষকথা হয়। নাটক যেন বন্ধ না হয় সেই কথা বলেছিলেন তিনি। তাই নাটকের মধ্যে দিয়ে জেঠুকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই আমরা। আগামী ২৯ জুলাই শিলিগুড়িতে আমাদের নাটক রয়েছে। আমরা সেখানে যাব এবং নাটক মঞ্চস্থ করব।'

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের স্মারকলিপি

বালুরঘাট, ৮ জুলাই : একাধিক দাবি নিয়ে মঙ্গলবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা শাসকের কাছে স্মারকলিপি পেশ করেন সারা বাংলা অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা ও কর্মী সমিতির দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কমিটির সদস্যরা। কাজের ক্ষেত্রে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মীদের বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় বলে অভিযোগ। বিভিন্ন মহলে বারবার অভিযোগ জানিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি। এই কারণে মঙ্গলবার বিকেলে ১২ দফা দাবিতে ব্যানার হাতে মিছিল করে এসে শতাধিক অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা ও কর্মী জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে জমায়েত করেন। তাঁরা জেলা প্রকল্প আধিকারিকের হাতে তাঁদের দাবি সংবলিত স্মারকলিপি তুলে দেন। জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে তাঁরা নিজেদের দাবি নিয়ে মাইক হাতে সোচ্চার হন। সংগঠনের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ প্রদর্শনও করা হয়।

সংগঠনের সহ সম্পাদক লতা বিশ্বাস বলেন, 'পুরোনো আইসিডিএস কেন্দ্রগুলির ভগ্নদশা হয়েছে। সেগুলি সংস্কার করতে হবে। কেন্দ্রগুলিতে বিদ্যুৎ সংযোগের অভাব রয়েছে। পাশাপাশি, মা ও শিশুদের কেওয়াইসি করার জন্য অতিরিক্ত সময় দিতে হবে।'

তরুণকে কোপ

রায়গঞ্জ, ৮ জুলাই : জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে গণ্ডগোলের জেরে ধারালো বস্তু দিয়ে কুপিয়ে এক তরুণকে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠল রায়গঞ্জ থানার সিভিক ভলান্টিয়ার জাহাঙ্গির আলম সহ সাতজনের বিরুদ্ধে। এই সাতজনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। রায়গঞ্জ থানার ভাতুন গ্রাম পঞ্চায়েতের রুনিয়া সংলগ্ন মসলন্দপুর এলাকার ঘটনা।

জখম তরুণের নাম মুসা নাদিম আক্তার। বাড়ি রায়গঞ্জ থানার ভাতুন গ্রাম পঞ্চায়েতের মসলন্দপুর গ্রামে। ওই তরুণকে উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তিনি বর্তমানে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের শল্য বিভাগে চিকিৎসাধীন।

জয়ী তৃণমূল

বুনিয়াদপুর, ৮ জুলাই : সমবায় ভোটের মনোনয়নপত্রের শেষ দিন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হল তৃণমূল কংগ্রেস। গাঙ্গুরিয়া পারের কান্ডারি সংঘ বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেডের ২০ সদস্যের পরিচালকমণ্ডলীর ভোটের জন্য মঙ্গলবার মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিন ছিল। বেলা ৩টে পর্যন্ত তৃণমূলের ২০ জন সদস্য মনোনয়নপত্র দাখিল করেন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অন্যান্য দলের কেউ মনোনয়নপত্র দাখিল না করায় তৃণমূল বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করে। ২০ জনকে নিয়ে নতুন বোর্ড গঠন করা হবে বলে বংশীহারী ব্লক সমবায় পরিদর্শক ময়ূখ চক্রবর্তী জানিয়েছেন।

পথ নিরাপত্তা

রতুয়া, ৮ জুলাই : রতুয়া থানার পক্ষ থেকে মঙ্গলবার সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। থানা চত্বর থেকে একটি র‍্যালি বের হয়। সাধারণ মানুষকে পথ নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতন করতে এই উদ্যোগ। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন রতুয়া থানার আইসি মানবেন্দ্র সাহা, এসআই শীতলপ্রসাদ ঝা প্রমুখ।

ছাত্র মৃত্যুর বিচারের দাবিতে জনমত সংগ্রহে প্রচার। মঙ্গলবার ভূতনিতে।

আত্মহত্যার রিপোর্টে ক্ষুব্ধ মৃতের পরিবার

আজাদ

মানিকচক, ৮ জুলাই : আত্মহত্যা নয়, শিক্ষকের নির্মম অত্যাচারে মৃত্যু হয়েছে নাবালক ছাত্র শ্রীকান্ত মণ্ডলের। অবিলম্বে ওই শিক্ষককে গ্রেপ্তারের দাবিতে গত সাতদিন ধরে দেহ সৎকার না করে ছেলের দেহ আগলে রেখেছে পরিবার। একটি ফ্রিজে মৃতদেহ সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে। গত সোমবার সন্ধ্যায় ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পেয়েছে পরিবার। আর ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পেয়ে তোলপাড় এলাকা। প্রশাসনের তরফে আত্মহত্যা দাবি করা হলেও তা মানতে নারাজ মৃতের পরিবার ও গ্রামবাসী। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট অনুযায়ী মাথা সহ দেহের বিভিন্ন জায়গায় বহু আঘাতের চিহ্ন মিলেছে। মৃতের পরিবার ও আইনজীবীর দাবি, শিক্ষকের নির্মম মারধরে মৃত্যু হয়েছে ছাত্রের।

কেন্দ্রীয় সংস্থার তত্ত্বাবধানে পুনরায় ময়নাতদন্তের দাবি তুলেছে মৃত ছাত্রের পরিবার। ফরেন্সিক তদন্তেরও দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। অভিযুক্ত শিক্ষককে গ্রেপ্তার না করার প্রতিবাদে মানিকচক থানার পুলিশের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ জানানো হবে বলে ওই পরিবার জানিয়েছে। পুনরায় ময়নাতদন্তের দাবিতে এলাকায় গণস্বাক্ষর সংগ্রহ শুরু হয়েছে। পুনরায় ময়নাতদন্তের অনুমতি পেতে আদালতের দ্বারস্থ হতে চলেছেন মৃতের বাবা প্রেমকুমার মণ্ডল। শুধু তাই নয়, আন্দোলন গড়ে তুলতে ভূতনির তিনটি অঞ্চলে সাধারণ মানুষকে পাশে পেতে চলছে মাইকিং। আন্দোলনের খরচ জোগাতে চলছে অর্থসংগ্রহ।

গত বুধবার রাতে মানিকচকের একটি বেসরকারি আবাসিক স্কুলের হস্টেলে রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হয় অষ্টম শ্রেণির ছাত্র শ্রীকান্তর। স্কুল কর্তৃপক্ষের দাবি, সে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। তবে স্কুল কর্তৃপক্ষের দাবি মানতে নারাজ মৃত ছাত্রের পরিবার। তাদের দাবি, নির্মমভাবে মারধর করে তাদের ছেলেকে মেরে ফেলা হয়েছে এবং অভিযুক্ত শিক্ষকের গ্রেপ্তারের দাবিতে দেহ সৎকার না করার সিদ্ধান্ত নেয় তারা। প্রেমকুমার বলেন, 'ময়নাতদন্তের রিপোর্ট অনুযায়ী সারা দেহে অনেক আঘাতের চিহ্ন মিলেছে। আমরা প্রথম থেকে দাবি করে এসেছি যে এটি আত্মহত্যা নয়, নির্মমভাবে মারধর করে আমার ছেলেকে মেরে ফেলা হয়েছে। আমরা চাই, পুনরায় ময়নাতদন্তের মাধ্যমে সঠিক ও স্বচ্ছ তদন্ত হোক। পুনরায় ময়নাতদন্তের দাবি নিয়ে আমরা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হব।' আইনজীবী অভিজিৎ মিশ্র বলেন, 'সারা দেহে বহু আঘাতের চিহ্নই বলে দেয় ছাত্রটিকে নির্মমভাবে মারধর করে মেরে ফেলা হয়েছে। পরে আত্মহত্যা প্রমাণের চেষ্টায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় এজেন্সির তত্ত্বাবধানে পুনরায় ময়নাতদন্ত ও ফরেন্সিক তদন্তের দাবি নিয়ে আমরা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হব। তাছাড়া অভিযোগ সত্ত্বেও কেন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হল না, তার প্রতিবাদে মানিকচক থানার পুলিশের বিরুদ্ধে আমরা আদালতে অভিযোগ জানাব।'

> সারা দেহে বহু আঘাতের চিহ্নই বলে দেয় ছাত্রটিকে নির্মমভাবে মারধর করে মেরে ফেলা হয়েছে। পরে আত্মহত্যা প্রমাণের চেষ্টায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় এজেন্সির তত্ত্বাবধানে পুনরায় ময়নাতদন্ত ও ফরেন্সিক তদন্তের দাবি নিয়ে আমরা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হব।
>
> **অভিজিৎ মিশ্র**
> আইনজীবী

অভিযুক্তকে গণধোলাই, উদ্ধারে গিয়ে জখম পুলিশ

টোটোয় ছাত্রীর শ্লীলতাহানি

সেনাউল হক

কালিয়াচক, ৮ জুলাই : ১০ বছরের এক বালিকার শ্লীলতাহানির অভিযোগে উত্তপ্ত হয়ে উঠল কালিয়াচকের করারি চাঁদপুর হারকালাটোলা এলাকা। ঘটনায় অভিযুক্ত টোটোচালককে উত্তেজিত জনতার হাত থেকে উদ্ধার করতে গিয়ে জখম হলেন এক সাব-ইনস্পেকটর সহ কয়েকজন পুলিশকর্মী।

ওই নাবালিকা কালিয়াচক এলাকার একটি নার্সারি স্কুলে পড়াশোনা করে। পরিবারের তরফে এক টোটোচালককে রাখা হয় মেয়েকে স্কুলে পৌঁছানো ও বাড়ি নিয়ে আসার জন্য। প্রতিদিনের মতো মঙ্গলবারও স্কুলে যায় মেয়েটি। ফেরার পথে তার শরীরে বেশ কয়েকবার হাত লাগায় ওই টোটোচালক। মেয়েটির আরও অভিযোগ, এর আগেও কয়েকবার তার শরীরে হাত দিয়েছিল সে এবং হাতে কয়েক টাকা গুঁজে দিয়ে ঘটনার কথা বলতে নিষেধ করে। এদিন বাড়িতে ফিরে ওই টোটোচালকের সব কুকীর্তি পরিবারের লোককে জানিয়ে দেয় মেয়েটি। তারপরেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন পরিবারের লোকজন।

পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পুলিশ বাহিনী। (ডানে) জখম সাব-ইনস্পেকটর কার্তিক তালুকদার।

কেন রোষ

- অভিযুক্তকে মারধর করার খবর পেয়ে তাকে উদ্ধারে ঘটনাস্থলে পৌঁছে উত্তেজিত জনতার রোষে পড়ে পুলিশ
- জনতার দাবি ছিল, ধৃতের বিচার সকলের সামনেই হবে
- এসেই বেঁকে বসেন বিক্ষুব্ধরা এবং পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু করে দেন
- ঘটনায় এক সাব-ইনস্পেকটর সহ কয়েকজন পুলিশকর্মী আক্রান্ত হয়েছেন
- ২০ জনকে আটক করা হয়েছে

ওই চালককে বেধড়ক মারধর করেন গ্রামবাসী ও মেয়েটির পরিবারের লোকজন। তার হাত-পা ভেঙে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে কালিয়াচক থানার পুলিশ এসে টোটোচালককে উদ্ধার করার চেষ্টা করে। এতে বেঁকে বসেন ক্ষিপ্ত গ্রামবাসী। পুলিশের ওপরও চড়াও হন তাঁরা। বিক্ষুব্ধদের দাবি, ঘটনাস্থলেই ধৃতের বিচার হবে। দু'পক্ষে ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যায়। পুলিশ ও উত্তেজিত জনতার সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে কালিয়াচকের করারি চাঁদপুর হারকালাটোলা এলাকা। জখম হন কালিয়াচক থানার সাব-ইনস্পেকটর কার্তিক তালুকদার সহ দুজন সিভিক ভলান্টিয়ার, এক ভিলেজ পুলিশ ও গাড়ির ড্রাইভার। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশবাহিনী নিয়ে ছুটে যান কালিয়াচকের এসডিপিও ফয়সাল রাজা, কালিয়াচক থানার আইসি সুমন রায় চৌধুরী। শুরু হয় ব্যাপক ধরপাকড়। বিকেল পর্যন্ত পুলিশ ২০ জন গ্রামবাসীকে আটক করে। এলাকায় পুলিশের টহলদারি শুরু হয়। যদিও আলতাফ শেখ সহ কয়েকজন গ্রামবাসীর অভিযোগ, যারা পুলিশের উপর হামলা চালিয়েছে, তাদের না ধরে বেশ কয়েকজন নিরীহ মানুষকে ধরে নিয়ে গিয়েছে পুলিশ।

পরিবারের তরফে টোটোচালকের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এসডিপিও জানান, এক নাবালিকার শ্লীলতাহানির ঘটনায় অভিযুক্ত টোটোচালককে মারধর করা হয়। টোটোচালককে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসার সময় পুলিশের ওপর হামলা চালান গ্রামবাসীরা। এক সাব-ইনস্পেকটর সহ কয়েকজন পুলিশকর্মী আক্রান্ত হয়েছেন। ২০ জনকে আটক করা হয়েছে। অপরদিকে, টোটোচালককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে পকসো মামলা দায়ের করা হবে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com
ঝুঁকির জীবন।। সুন্দরবনে ছবিটি তুলেছেন মালবাজারের অভীক চৌধুরী।

বেহাল কালভার্টে চান্দুয়ায় মৃত্যুফাঁদ

মুরতুজ আলম

সামসী, ৮ জুলাই : চাঁচল-২ ব্লকের মালতীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চান্দুয়ায় মরা মহানন্দা নদীর ওপরের কালভার্টটি যেন দিন-দিন মরণফাঁদে পরিণত হচ্ছে। কালভার্টটির যা অবস্থা তাতে যে কোনও সময় ভেঙে পড়তে পারে। তবুও সেটি মেরামতের ব্যাপারে প্রশাসনের কোনও হুঁশ নেই বলে অভিযোগ। মেরামতের অভাবে বর্তমানে সেটি কার্যত ধুঁকছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা। চাঁচল-২ ব্লকের বিডিও শান্তনু চক্রবর্তী অবশ্য বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।

স্থানীয় বাসিন্দা মোক্তার আহমেদের কথায়, '২০১৭ সালের বন্যায় জলের প্রচণ্ড চাপে কালভার্টটি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তারপর থেকে সেখানকার পলেস্তারা খসে খসে পড়ছে, ফাটল দেখা দিয়েছে। দু'দিকের প্রাচীর বেশিরভাগই ভেঙে পড়েছে।' তবুও ঝুঁকিপূর্ণভাবে এর ওপর দিয়ে সাইকেল, বাইক সহ অন্য যানবাহন চলাফেরা করছে। যে কোনও সময় কালভার্টটি ভেঙে বড় ধরনের বিপদ ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা গ্রামবাসীদের।

আরেক বাসিন্দা জাকির হোসেন জানান, চান্দুয়া গ্রামে মরা মহানন্দা নদীর ওপরের এই কালভার্টটি দিয়ে গ্রামের বাসিন্দারা হাটবাজার থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় যাতায়াত করেন। গ্রামের স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা পড়ুয়ারাও যাতায়াতের জন্য এর ওপরেই নির্ভরশীল। অথচ কালভার্টটির যা অবস্থা, তাতে যে কোনও সময় ভেঙে পড়তে পারে। তাই দ্রুত এটি মেরামত কিংবা নতুন করে নির্মাণ করা প্রয়োজন।

স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য আমিনুল ইসলাম রিক্সনও কালভার্টটির বেহাল দশার কথা স্বীকার করে জানান, বিষয়টিতে মালতীপুরের পঞ্চায়েত প্রধান এবং চাঁচল-২ ব্লকের বিডিওর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। যাতে কালভার্টটি মেরামত কিংবা নতুন করে নির্মাণ করা হয়। নাহলে যে কোনও সময় ওটি ভেঙে প্রাণহানি হতে পারে।

এবিষয়ে মালতীপুর পঞ্চায়েতের প্রধান ছোটেলাল নোনিয়ার বক্তব্য, 'চান্দুয়ায় মরা মহানন্দা নদীর ওপর বেহাল কালভার্টটি মেরামতের জন্য স্কিম তৈরি করে বিডিও মারফত জেলা প্রশাসনের কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে। অর্থবরাদ্দ হলে খুব শীঘ্রই মেরামতের কাজ চালু করা হবে।'

> ২০১৭ সালের বন্যায় জলের প্রচণ্ড চাপে কালভার্টটি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তারপর থেকে সেখানকার পলেস্তারা খসে খসে পড়ছে, ফাটল দেখা দিয়েছে। দু'দিকের প্রাচীর বেশিরভাগই ভেঙে পড়েছে।
>
> **মোক্তার আহমেদ**
> স্থানীয় বাসিন্দা

চান্দুয়ায় মরা মহানন্দা নদীর ওপর বেহাল কালভার্ট। - সংবাদচিত্র

শ্লীলতাহানি, ধৃত স্কুলের দু'জন

অরিন্দম চক্রবর্তী

কালিয়াগঞ্জ, ৮ জুলাই : অবশেষে ঘটনা প্রকাশ্যে আসার প্রায় ছয়দিনের মাথায় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের অনুদানে চলা মহিলা হস্টেল কাণ্ডে দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করল কালিয়াগঞ্জ থানার পুলিশ। সোমবার রাতে তরঙ্গপুরের বরাল এলাকা থেকে সুব্রত মণ্ডল এবং শহরের মণিবাগপাড়ার বাসিন্দা মিন্টু সাহাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। মঙ্গলবার ধৃতদের পকসো আইনের আওতায় এনে রায়গঞ্জ জেলা আদালতে পেশ করা হয়। কালিয়াগঞ্জ থানার আইসি দেবব্রত মুখোপাধ্যায় জানান, অভিযোগের ভিত্তিতে চিরুনি তল্লাশি চলছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সোমবার রাত ১টা নাগাদ অভিযুক্তদের বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের তিনদিনের পুলিশ হেপাজত মঞ্জুর করেছেন বিচারক। এদিন, ধৃত মিন্টু সাহা চুপ থাকলেও সুব্রত মণ্ডল দাবি করেন, মিথ্যা অভিযোগের শিকার হয়েছেন তিনি। এদিকে, প্রধান শিক্ষিকা এদিন অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারির বিষয়ে মুখ খোলেননি।

উল্লেখ্য, ২ জুলাই কালিয়াগঞ্জের একটি মেয়েদের স্কুলের হস্টেলের হিসাবরক্ষক সুব্রত এবং অঙ্কনের শিক্ষক মিন্টুর বিরুদ্ধে মেয়েদের স্নানের জায়গায় সিসিটিভিতে নজরদারি এবং শ্লীলতাহানির অভিযোগ ওঠে। উত্তাল হয় স্কুল। হস্টেলের অধিকাংশ ছাত্রী প্রধান শিক্ষিকার কক্ষের সামনে বিক্ষোভ দেখায়। ছাত্রীদের পাশে দাঁড়ান ওই স্কুলের সহ শিক্ষিকারা। প্রথম দিনের বিক্ষোভে প্রশাসনিকভাবে প্রধান শিক্ষিকা কোনও পদক্ষেপ না করায় দ্বিতীয় দিন ফের বিক্ষোভে করে হস্টেল ছাত্রীরা। বিক্ষোভে যোগ দেন অভিভাবকদের একাংশও। পরিস্থিতি সামাল দিতে স্কুলে আসেন কালিয়াগঞ্জ থানার আইসি সহ বিশাল পুলিশবাহিনী। অভিযুক্তদের সুপরিকল্পিতভাবে বাঁচানোর অভিযোগ ওঠে অভিভাবকদের তরফে। পরিশেষে, স্থানীয় এসআই, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, জয়েন্ট বিডিওর মতো প্রশাসনিক কর্তাদের উপস্থিতিতে ওই দুই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কালিয়াগঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করেন প্রধান শিক্ষিকা। হস্টেল কাণ্ড প্রকাশ্যে আসতেই প্রধান শিক্ষিকার অপসারণের দাবিতে সোচ্চার হন বেশ কয়েকজন সহ শিক্ষিকা। প্রধান শিক্ষিকার বিরুদ্ধে সরকারি বিভিন্ন দপ্তরে স্মারকলিপি দেন তাঁরা। পাশাপাশি, সরব হয় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলও। বিজেপি, কংগ্রেস, সিপিএমের তরফে স্কুলে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়।

মিলেটমেলা

বুনিয়াদপুর, ৮ জুলাই : জোয়ার, বাজরা, রাগি চাষে উৎসাহ বাড়াতে মঙ্গলবার একদিনের 'মিলেট মেলা' আয়োজিত হয় বুনিয়াদপুরের সুকান্ত ভবনে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর ও খাদ্য সুরক্ষা বিভাগের উদ্যোগে এই মেলার আয়োজন হয়। প্রদীপ প্রজ্বলন ও মিলেটের তৈরি কেক কেটে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন ক্রেতা সুরক্ষা মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র। উপস্থিত ছিলেন মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুদীপ দাস ও ডেপুটি স্বাস্থ্য আধিকারিক দেবাশিস পাল। বংশীহারী ব্লকের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মীরা মিলেটের তৈরি বিভিন্ন সুস্বাদু খাবার তৈরি করে মেলায় প্রদর্শন করেন। মিলেটের তৈরি বিভিন্ন খাবারের গুণ ও তৈরির পদ্ধতি ব্যাখ্যা করেন তাঁরা। প্রসঙ্গত, খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য এই মেলার আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি জোয়ার, বাজরা, রাগি চাষের গুরুত্ব ও উপকারিতা মানুষের মাঝে তুলে ধরা হয়।

মিলেট জাতীয় খাবার গ্লুটেনমুক্ত, ফাইবার সমৃদ্ধ এবং সহজে হজম হয়। এটি ডায়াবিটিস, উচ্চ রক্তচাপ ও স্থূলতা নিয়ন্ত্রণে সহায়ক। এই বিষয়টি সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরা হয়। এদিন ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বসে আঁকো, কুইজ প্রতিযোগিতা হয়। বালুরঘাট নার্সিং ট্রেনিং স্কুলের ছাত্রীরা 'চলো ফিরি মিলেটে' শীর্ষক একটি নাটক মঞ্চস্থ করে। মেলাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উৎসাহ চোখে পড়ে।

রপ্তানির জন্য কার্টনে ভরা হচ্ছে আম। ছবি : পঙ্কজ ঘোষ

জওয়ানকে ছোবল

বামনগোলা, ৮ জুলাই : মঙ্গলবার বামনগোলায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের খুটাদহ বিএসএফ ক্যাম্পের এক জওয়ানকে সাপ ছোবল মারে। সহকর্মীরা পঙ্কজ কুমার নামে ওই জওয়ানকে নিকটবর্তী গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে তাঁকে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। ওই জওয়ানের শারীরিক পরিস্থিতি বর্তমানে স্থিতিশীল।

আমের রপ্তানি বাড়াতে উদ্যোগ

হরষিত সিংহ

মালদা, ৮ জুলাই : জেলায় দীর্ঘদিন থেকেই আমের কারবার বাড়ানোর দাবি উঠে আসছে। কিন্তু, পর্যাপ্ত পরিকাঠামো না থাকায় বিদেশে আম পাঠাতে গিয়ে একাধিক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন মালদার রপ্তানিকারকরা। মঙ্গলবার উদ্যানপালন দপ্তরের সচিব স্মারকী মহাপাত্র সহ তিনজনের একটি প্রতিনিধিদল মালদায় আসে। তাঁরা পুরাতন মালদায় সবজি ও ফলের বাগান, কালিয়াচকের মাশরুম চাষ ইত্যাদি পরিদর্শন করেন। এছাড়াও আমের প্রসেসিং ইউনিট ঘুরে দেখেন। আম সহ বিভিন্ন ফল, সবজি ও ফুল নিয়ে মঙ্গলবার মালদায় একটি রিভিউ মিটিং হয়।

এরপর জেলা প্রশাসনিক ভবনে একটি বৈঠক হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া, উদ্যানপালন দপ্তরের আধিকারিক সামন্ত লায়েক প্রমুখ। এছাড়া মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির প্রতিনিধিদলের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে আম রপ্তানির ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরেন ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদলের সদস্যরা। মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি উজ্জ্বল সাহা বলেন, 'আমের রপ্তানি বাড়ছে। এক্ষেত্রে আমাদের একাধিক সমস্যার মুখে পড়তে হয়। আমরা এই সমস্যাগুলি দাবিপত্র আকারে বৈঠকে পেশ করেছি। আশা করছি সমস্যার সমাধান হবে।'

জেলা শাসক বলেন, 'ফলন কেমন হচ্ছে, কোথায় কী সমস্যা রয়েছে এই বিষয়গুলি খতিয়ে দেখে ওই প্রতিনিধিদল। আগামীদিনে আম ও অন্যান্য সবজির বিক্রি ও রপ্তানি যাতে বাড়ে সেই উদ্যোগ নেওয়া হবে।'

পিচ উঠে রাস্তা যেন চাষের জমি

স্বপনকুমার চক্রবর্তী

বামনগোলা, ৮ জুলাই : রাস্তার অবস্থা বেহাল। তার ওপর কিছু লোক অবৈধভাবে নিকাশিনালার ওপর জায়গা দখল করে রয়েছে। এমন অবস্থায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন বামনগোলার ডাকাতপুকুর গ্রামের মানুষ। গ্রামের মানুষের অভিযোগ, রাস্তা ও নিকাশিনালার সংস্কারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেই। রাস্তা সংস্কার ও দখলদারদের থেকে নিকাশিনালার অংশ উদ্ধার করার দাবিতে সম্প্রতি বামনগোলা ব্লক প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছে স্থানীয় ডিএসএস ক্লাব কর্তৃপক্ষ।

স্থানীয় বাসিন্দা নমিতা রায় বলেন, 'মুদিপুকুর থেকে বামনগোলা পর্যন্ত ১০ কিমি রাস্তার অধিকাংশই বেহাল। তারমধ্যে ডাকাতপুকুরও রয়েছে।' বৃদ্ধা ফুলবালা রায় বলেন, 'প্রায় ২২ বছর আগে ২০০৩ সালে এই পাকা রাস্তাটি তৈরি হয়েছিল। তারপর মাত্র একবার সংস্কার হয়েছিল। তারপর আর কোনও কাজ হয়নি। কয়েক বছর ধরে রাস্তার অনেক জায়গায় পিচ উঠে গিয়ে গর্ত তৈরি হয়েছে। সকলের দুর্ভোগের কথা ভেবে রাস্তাটির সংস্কার করা দরকার।'

এদিকে ডাকাতপুকুর এলাকার ডিএসএস ক্লাবের সম্পাদক হরিপদ মাহাতো বলেন, 'আমরা ক্লাবের পক্ষ থেকে বিভিন্ন দপ্তরে রাস্তা ও নিকাশিনালার সমস্যা নিয়ে অভিযোগ জানিয়েছি। বামনগোলার বিডিও-র কাছেও অভিযোগ জানিয়ে সমস্যার সমাধান চেয়েছি। ডাকাতপুকুর গ্রামের ওপর দিয়ে যাওয়া পাকা রাস্তার পিচের চাদর আগেই উঠে গিয়েছে। রাস্তায় নানান মাপের গর্ত তৈরি হয়েছে। গর্তগুলিতে বর্ষায় বৃষ্টির জল জমে রাস্তার পরিস্থিতি আরও বেহাল হয়ে থাকছে। সম্প্রতি রাস্তার কারণে যাত্রী সহ একটি টোটো উলটে একজনের হাত ভেঙেছে। মাঝেমধ্যেই দুর্ঘটনা ঘটছে। অন্যদিকে, রাস্তার পাশে নিকাশিনালার অনেক জায়গা ভরাট করে বেদখল করেছে কিছু মানুষ। ফলে বৃষ্টির জমা জল যেতে না পেরে রাস্তায় জমে থাকছে।'

জেলা পরিষদের সদস্য অশোক সরকারও। তিনি বলেন, 'মুদিপুকুর থেকে বামনগোলা পর্যন্ত রাস্তাটির সংস্কারের জন্য প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। অনুমতি পেলে টেন্ডার ডাকা হবে। তারপর কাজ শুরু হবে।'

রাস্তার শোচনীয় দশা। ডাকাতপুকুর এলাকায়।

পথ সংস্কারে বঞ্চনার নালিশ

কুমারগঞ্জ, ৮ জুলাই : কুমারগঞ্জ ব্লকে পূর্ব ভোঁওর এলাকায় রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। কিন্তু বাদ গিয়েছে আদিবাসী অধ্যুষিত সাহা মোড় গ্রামের রাস্তা। দ্রুত রাস্তা তৈরির দাবি জানিয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। তাঁরা কুমারগঞ্জের বিডিও শ্রীবাস বিশ্বাসের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন। দাবি মানা না হলে জেলা শাসকের কাছে যাওয়ার কথা জানিয়ে দিয়েছেন বাসিন্দারা। বিডিও বলেন, 'অভিযোগ পেয়েছি। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে জানানো হয়েছে।'

কুমারগঞ্জ ব্লকের পূর্ব ভোঁওর অঞ্চলে বাটুলপাড়া থেকে পলিপাড়া পাকা রোড ভায়া সাহাপুর হয়ে খাঁড়ি পর্যন্ত সিমেন্ট রাস্তা ঢালাইয়ের কাজ শুরু হয়েছে। ১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রায় ২ কিলোমিটার ১৩০ মিটার রাস্তার কাজ শুরু হলেও আদিবাসী অধ্যুষিত সাহা মোড় গ্রামের ২৭০ মিটার রাস্তা বাদ গিয়েছে। এদিন সাহা মোড় গ্রামের ৩০০ জন আদিবাসী অভিযোগ জমা দেন কুমারগঞ্জের বিডিও শ্রীবাস বিশ্বাসের কাছে। এলাকার বাসিন্দা গণেশ সোরেন বলেন, 'ওয়ার্ক অর্ডারে আমাদের রাস্তার অংশ থাকা সত্ত্বেও কাজ বন্ধ আছে। বর্ষাকালে চলাফেরা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। সাইকেলও চালানো যায় না।' সরকারি উন্নয়ন প্রকল্পে কীভাবে একটি আদিবাসী পাড়া উপেক্ষিত হল, সেই প্রশ্ন তুলেছেন এলাকার বাসিন্দারা। সমস্যা মেটাতে দ্রুত ব্যবস্থার দাবি জোরালো হয়েছে।

নবান্নে বৈঠক

মঙ্গলবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠক করলেন ভিয়েতনামের রাষ্ট্রদূত নাগুয়েন থাংহাই সহ তিনজনের প্রতিনিধিদল। উপস্থিত ছিলেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ।

বিমানের সাক্ষাৎ

বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে শূন্যপদের দাবিতে ডেপুটেশন জমা দিলেন ২০২২ সালের প্রাথমিক টেট উত্তীর্ণরা। শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে এই বিষয়ে কথা বলার আশ্বাস দিয়েছেন বিমান।

চিঠি

চাকরিহারা শিক্ষকদের স্কুলে অনুপস্থিতির অভিযোগ জানিয়ে শিক্ষা দপ্তরকে চিঠি দিল 'অ্যাডভান্সড সোসাইটি ফর হেড মাস্টার অ্যান্ড হেড মিস্ট্রেসেস'। এই নিয়ে প্রবল ক্ষুব্ধ চাকরিহারা শিক্ষকরা।

ধৃত ২

বর্ধমানে বসে পাকিস্তানের গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে দুই তরুণকে গ্রেপ্তার করল রাজ্য পুলিশের এসটিএফ। মঙ্গলবার তাদের আদালতে তোলা হলে সাত দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়।

আজি ঝরঝর মুখর বাদলও দিনে...

বৃষ্টিভেজা কলকাতার দুই মুহূর্ত। মঙ্গলবার। ছবি : পিটিআই এবং আবির চৌধুরী।

আরও দুই কলেজে দুই 'দাদা'-র দাপট প্রকাশ্যে

ছাত্রীকে দিয়ে 'হেড ম্যাসাজ'

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ৮ জুলাই : কসবা কাণ্ডে মনোজিৎ মিশ্র সহ দুই অভিযুক্তের বাজেয়াপ্ত করা মোবাইল ফোন পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবে। রিপোর্ট এলেই লালবাজারের তরফে ধৃতদের হেপাজতে নেওয়া হবে। এমনটাই মঙ্গলবার আলিপুর আদালতে জানিয়েছেন সরকারি আইনজীবী শুভাশিস ভট্টাচার্য।

এর মধ্যেই এদিন গড়িয়াহাট আইটিআই থেকে ১৩ বছর আগে পাশ করার পরও 'অঘোষিত সাম্রাজ্য' চালানোর অভিযোগ উঠল মনোজিৎ ঘনিষ্ঠ সঞ্জয় চৌধুরীর বিরুদ্ধে। অন্যদিকে, সোনারপুর মহাবিদ্যালয়ের ইউনিয়ন রুমে প্রথম বর্ষের ছাত্রীকে ডেকে নিয়ে গিয়ে 'হেড ম্যাসাজ' করানোর অভিযোগ উঠল যুব নেতা প্রতীক কুমার দে-র বিরুদ্ধে। কসবার মতো এই দুই ক্ষেত্রেও কলেজ কর্তৃপক্ষ মুখে কুলুপ এঁটেছেন।

যদিও অভিযুক্ত প্রতীকের 'কুকীর্তি' সম্পর্কে সিলমোহর দিয়েছেন ওই ওয়ার্ডেরই তৃণমূল কাউন্সিলার পাপিয়া হালদার। তাঁর অভিযোগ, 'আমি নিজে এই কলেজের প্রাক্তনী। এর আগেও আমি প্রতীককে নিয়ে অভিযোগ জানিয়েছি। তারপরও তাঁর পদোন্নতি করা হয়েছে।' ভিডিওতে প্রকাশ্যে আসা ছাত্রী অবশ্য এই ঘটনাকে সম্পূর্ণ 'মিথ্যা' বলে দাবি করেছেন।

এদিন দুপুর ৩টের পর আলিপুর আদালতে মামলা ওঠে মনোজিৎদের। মনোজিতের আইনজীবীর অভিযোগ, অভিযুক্তদের জেরার সময় আইনজীবীদের ডাকা হচ্ছে না। উত্তরে সরকারি আইনজীবীর বক্তব্য, 'এমন কোথাও লেখা নেই যে অভিযুক্তদের জেরার সময় আইনজীবীদের সামনে বসাতে হবে।' যাইহোক, ২২ জুলাই পর্যন্ত মনোজিৎ সহ চার অভিযুক্তকে হেপাজতে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

এদিন গড়িয়াহাট আইটিআই-এও 'মনোজিৎ মডেলের' ছায়ার খোঁজ মিলল। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, কলেজ চত্বরে কখনও ডাকা হয় মেয়েদের, কখনও বা মদ্যপ অবস্থায় ক্যাম্পাসেই উদ্দাম পার্টি করেন সঞ্জয়। রাত ১২টা পেরোলেও বাজতে থাকে ভোজপুরি গান। সঞ্জয়ের সঙ্গে শুধু মনোজিৎ মিশ্রের ছবিই নয়, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি সার্থক বন্দ্যোপাধ্যায় সহ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য ও তৃণমূল বিধায়ক দেবাশিস কুমারের ছবিও প্রকাশ্যে এসেছে।

এদিকে, কসবা কাণ্ডের পর 'দাদা' সংস্কৃতি নিয়ে মুখ খুলে বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছেন সাসপেন্ড হওয়া তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেত্রী রাজন্যা হালদার। দল পরিবর্তন করতে পারেন রাজন্যা সহ প্রান্তিক চক্রবর্তী, এমনটাই সমালোচনা শুরু হয়েছে দলের অন্দরে। যদিও প্রান্তিক জানান, 'দল ছাড়ার আপাতত কোনও প্রশ্ন ওঠে না। তবে যাঁরা রাজনীতির সঙ্গে বাবা-মা সহ পরিবার যুক্ত করেন, তাঁদের আমি ঘৃণা করি।'

শুভেন্দুর তালিকায় 'ভাইপো গ্যাং'

কলকাতা, ৮ জুলাই : শাসকদলের ছত্রছায়ায় থেকে মহিলাদের ওপর নির্যাতন আর টাকা তোলার মতো অপরাধে যুক্ত ৫০ সদস্যের নামের তালিকা প্রকাশ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দুর ভাষায়, এরা সবাই হল 'ভাইপো গ্যাং'। তাঁর দাবি, ভাইপো গ্যাংয়ের সদস্যরাই রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এই অপরাধে যুক্ত।

কসবা কাণ্ডের পরেই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেছিলেন, তাঁর কাছে নির্দিষ্টভাবে প্রমাণ আছে, এই অপরাধীরা শাসকদলের ছত্রছায়ায় থাকা এবং বিশেষ করে 'ভাইপো অনুগামী'। মঙ্গলবার সল্টলেকের পূর্বাঞ্চলীয় সংস্কৃতি কেন্দ্রে এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রাথমিকভাবে ৫০ জনের নামের একটি তালিকা এদিন প্রকাশ করেছেন শুভেন্দু।

শুভেন্দুর অভিযোগ, কলেজে কলেজে ছাত্র সংসদের পদাধিকারী হওয়ার সুবাদে ভাইপোর হয়ে টাকা তোলার কাজ করে এরা। শাসকদলের ছত্রছায়ায় থাকার কারণে মনোজিৎ মিশ্রের মতো বহু ছাত্রী নির্যাতনকারী আজ কলেজ চত্বরে রক্ষাকবচ পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তালিকা প্রকাশ করে শুভেন্দুর দাবি, 'আজ প্রাথমিকভাবে এমনই ৫০ জনের নামের তালিকা দিলাম, ইচ্ছে করলে আরও ১০০০ জনের তালিকা দিতে পারি।'

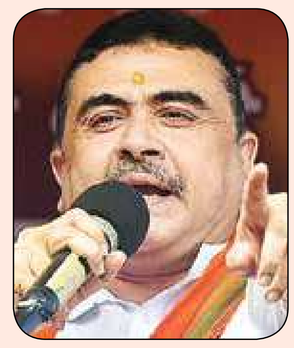

যা যা অভিযোগ

আজ প্রাথমিকভাবে এমনই ৫০ জনের নামের তালিকা দিলাম

- সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র ভাইপোর লোক বলে সব জেনেও হাত গুটিয়ে বসে আছে প্রশাসন
- ভাইপো গ্যাংয়ের সদস্যরাই রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এই অপরাধে যুক্ত
- একদল প্রিন্সিপাল ভয়ে বলেন না, আরেক দল শাসকদলের অনুগ্রহ করে অযোগ্য হয়ে প্রিন্সিপাল হয়েছেন

তিনি আরও বলেন, 'এদের সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র ভাইপোর লোক বলে সব জেনেও হাত গুটিয়ে বসে আছে প্রশাসন। একদল প্রিন্সিপাল ভয়ে বলেন না, আরেক দল শাসকদলের অনুগ্রহ করে অযোগ্য হয়ে প্রিন্সিপাল হয়েছেন। তাই শাসক দলের ছাত্রদের চটাতে চান না।'

শুভেন্দুর দাবি, ভাইপো গ্যাংয়ের এই সদস্যদের প্রত্যেকের চাকরি অবৈধ। বাম আমলেও এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। আর তৃণমূলের আমলে খোদ প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে তৃণমূল অনুগামী কয়েকজন অধ্যাপকও এর সঙ্গে যুক্ত। কসবা কাণ্ডে কেন্দ্রীয় সংস্থাকে দিয়ে আদালতের নজরদারিতে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি করেছেন শুভেন্দু।

একুশে জুলাইয়ের বক্তা তালিকা চূড়ান্ত

কলকাতা, ৮ জুলাই : একুশে জুলাইয়ের শহিদ সমাবেশ নিয়ে চূড়ান্ত প্রস্তুতি প্রায় সম্পূর্ণ করে ফেলল তৃণমূল। মঙ্গলবারই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বক্তা তালিকা নিয়ে একপ্রস্থ বৈঠক করেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ছিলেন দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীও। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, মমতা ও অভিষেক ছাড়াও শহিদ সমাবেশের মঞ্চে ভাষণ রাখবেন বিভিন্ন জনজাতি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা।

বক্তা হিসেবে থাকছেন কোচবিহারের সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া। এছাড়া চা বলয়ের প্রতিনিধি হিসেবে রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিক বড়াইক তালিকায় রয়েছেন। সংখ্যালঘু প্রতিনিধি হিসেবে রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, আদিবাসী প্রতিনিধি হিসেবে রাজ্যের মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা বক্তা তালিকায় রয়েছেন। এছাড়া পাহাড়ের প্রতিনিধি হিসেবেও কাউকে এই তালিকায় ঢোকানো হবে। বিনয় তামাংয়ের সভায় আসার কথা রয়েছে। তিনি এলে তাঁকে বক্তা হিসেবে রাখা হবে। ছাত্র ও যুব প্রতিনিধি হিসেবে দু-জনকে জায়গা দেওয়া হবে। যাদবপুরের সাংসদ তথা রাজ্য যুব তৃণমূলের সভাপতি সায়নী ঘোষ বক্তা তালিকায় থাকছেন।

ভারী বৃষ্টিতে চাষের ক্ষতি

কলকাতা, ৮ জুলাই : রাজ্যজুড়ে প্রায় সপ্তাহভর ভারী বৃষ্টির আগাম সতর্কবার্তা আবহাওয়া দপ্তরের। নিম্নচাপ এবং ঘূর্ণাবর্তের জেরে আগামী দিন তিনেক দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তার সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। ঝড়বৃষ্টি চলার কথা উত্তরবঙ্গেও।

আগামী সোমবারের আগে দক্ষিণবঙ্গে আবহাওয়ার বিশেষ উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। ভারী বৃষ্টিতে রাজ্যে চাষবাসের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে।

মঙ্গলবার নবান্নে কৃষি দপ্তর সূত্রের খবর, দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় অতিবৃষ্টির পাশাপাশি বাঁধ থেকে ছাড়া জলে জলমগ্ন মাঠঘাট। এই মুহূর্তে ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলি থেকে চাষবাসের ক্ষয়ক্ষতির রিপোর্ট এখনও পুরোপুরি এসে পৌঁছোয়নি। প্রাথমিক যা খবর তাতে মাঠ জলমগ্ন হওয়ায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত শাকসবজি চাষ। সবজি সরবরাহ কম হওয়ায় শহরগুলিতে দাম বাড়ছে হুহু করে। সবজির দাম আগুন হচ্ছে বাজারে। অতিবৃষ্টিতে দক্ষিণবঙ্গে ফুল চাষের ক্ষতি ব্যাপক।

প্রার্থীতালিকা চূড়ান্ত করতে সমীক্ষায় আইপ্যাক

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৮ জুলাই : বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি এখন থেকেই শুরু করে দিয়েছে তৃণমূল। আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচনে দলের বর্তমান বিধায়কদের অনেকেই যে টিকিট পাবেন না, তা একপ্রকার নিশ্চিত। বিধানসভাভিত্তিক প্রতিটি বুথ ধরে সমীক্ষা শুরু করেছে আইপ্যাক। দুটি ভাগে এই সমীক্ষা করা হচ্ছে। তৃণমূলের হাতে থাকা আসনগুলিকে নিয়ে এক ধরনের সমীক্ষা চলছে, অন্যদিকে গত বিধানসভায় তৃণমূলের হাত থেকে বেরিয়ে যাওয়া আসনগুলি নিয়ে সমীক্ষা করছে ওই দল। যে আসনগুলিতে এখন তৃণমূলের বিধায়ক রয়েছেন, সেখানে গত পাঁচ বছরে বিধায়কের কাজের নিরিখ, ব্যবহার, জনসংযোগ ও দুর্নীতিমূলক কোনও অভিযোগ রয়েছে কি না, তা বুথস্তরে সমীক্ষা করছে আইপ্যাক। একই সঙ্গে গত বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের হাতছাড়া হওয়া আসনগুলিতে বিরোধী দলের কাজের নিরিখ ও সেখানকার মানুষের ক্ষোভ খুঁজে বের করার চেষ্টা চালাচ্ছে ওই সমীক্ষক দল।

তৃণমূল সূত্রে খবর, গত তিনবারের তুলনায় এবারের বিধানসভা নির্বাচনকে কঠিন মনে করছে রাজ্যের শাসকদল। নিয়োগ দুর্নীতি সহ একাধিক ইস্যুতে যথেষ্ট চাপে ঘাসফুল শিবির। রাজ্যের একাধিক মন্ত্রী ও বিধায়ক গত চার বছরে দুর্নীতির অভিযোগে জেলে গিয়েছেন। প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় এখনও জেলে রয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে দলের ভাবমূর্তি উদ্ধারে মরিয়া তৃণমূল নেতৃত্ব। নিয়োগ দুর্নীতির ঘটনায় গ্রেপ্তার হয়েছিলেন তৃণমূল যুব নেতা শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় ও কুন্তল ঘোষ। এই দুই নেতা হুগলি জেলার এক দাপুটে বিধায়কের ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত ছিলেন। একাধিক অনুষ্ঠানে ওই বিধায়কের সঙ্গে তাঁদের দেখা গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ওই বিধায়কও দলের আতশকাচের তলায় রয়েছেন। তাঁর ব্যবহার এবং আচরণ নিয়ে দলের কাছে আগেও অভিযোগ জমা হয়েছিল। এছাড়া নদিয়ার বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্যও গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। ফলে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে তাঁর টিকিট পাওয়া নিয়েও সংশয় আছে। মুর্শিদাবাদের বড়ঞার বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহাও নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। তাঁকে নিয়েও ক্ষুব্ধ দল। ফলে এই বিধায়করা আগামী নির্বাচনে যে টিকিট পাবেন না, তা একপ্রকার নিশ্চিত করেছেন দলের শীর্ষ নেতৃত্ব।

তবে খাদ্য দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার হওয়া প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে নিয়ে অন্য ভাবনা রয়েছে দলের। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অত্যন্ত পছন্দের জ্যোতিপ্রিয় ওরফে বালুকে 'ফাঁসানো' হয়েছে বলেই মনে করে দলের একাংশ। তাছাড়া উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় সংগঠনকে তিনি হাতের তালুর মতো চেনেন। এই পরিস্থিতিতে জ্যোতিপ্রিয় ফের হাবড়া কেন্দ্র থেকেই টিকিট পেতে পারেন। তবে ওই সমীক্ষক দলের রিপোর্ট পাওয়ার পরই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব।

সরকারের সমালোচনায় বিরোধীরা

'দাগি'দের পক্ষেই ডিভিশন বেঞ্চে রাজ্য

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৮ জুলাই : প্রায় ২৬ হাজার চাকরি বাতিল মামলায় 'অযোগ্য' হিসেবে চিহ্নিত 'দাগি'দের পক্ষেই অবস্থান থেকে সরল না রাজ্য ও এসএসসি। দাগিদের নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া থেকে বাদ দেওয়া নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ডিভিশন বেঞ্চে গেল সরকার ও স্কুল সার্ভিস কমিশন। নতুন শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া থেকে 'দাগি'দের বাদ দেওয়া নিয়ে সিঙ্গল বেঞ্চের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য গত সোমবার যে রায় দিয়েছিলেন, তাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েই রাজ্য ও এসএসসি মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের বিচারপতি সৌমেন সেনের কাছে মামলা দায়েরের অনুমতি চায়। ডিভিশন বেঞ্চ মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছে। বুধবার ওই মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

এদিকে 'অযোগ্য' হিসেবে চিহ্নিত 'দাগি'দের পক্ষ নেওয়া নিয়ে রাজ্য ও এসএসসি তাদের অবস্থান থেকে সরে না আসায় এদিন বিরোধী দল ও যোগ্য চাকরিহারা শিক্ষকদের কড়া সমালোচনার মুখে পড়েছে তারা। অযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত 'দাগি'রা নতুন শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবে না বলে গত সোমবার বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য রায় দিলেও তাঁর বিরোধিতার পথ থেকে প্রথম থেকেই সরে আসেনি রাজ্য সরকার ও এসএসসি।

পরিকল্পনা

- দাগিদের নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া থেকে বাদ দেওয়া নিয়ে হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ডিভিশন বেঞ্চে গেল সরকার ও স্কুল সার্ভিস কমিশন
- বুধবার ওই মামলার শুনানির সম্ভাবনা
- এতে বিরোধীদের প্রবল সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে রাজ্য ও এসএসসি-কে

তাদের যুক্তি ছিল, 'অযোগ্য'দের চাকরি গিয়েছে। তাদের বেতন ফেরত দেওয়ারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই শাস্তির পরেও তাদের নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে না দেওয়াটা আরও একটা বড় শাস্তি। এক অপরাধের শাস্তি দু'বার হতে পারে না বলে আদালতে এসএসসি'র পক্ষে আইনজীবী তথা সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় সওয়াল করেন।

যদিও সেই সওয়াল ধোপে টেকেনি। তারপরেও রাজ্য সরকার ও এসএসসি তাদের এই অবস্থান থেকে সরে না এসে রায়ের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে গেল। এতে বিরোধীদের প্রবল সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে রাজ্য সরকার ও এসএসসি-কে। যদিও কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চের এই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ ডিভিশন বেঞ্চে গিয়েছে।

গতকাল কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য তাঁর রায়ে এও বলেন, চিহ্নিত 'অযোগ্য' 'দাগি'দের মধ্যে যাঁরা ইতিমধ্যে নতুন শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া অনুযায়ী আবেদনও করেছেন, তাঁদের আবেদনও বাতিল করতে হবে এসএসসি-কে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনেই নিয়োগ প্রক্রিয়া নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে এসএসসি-কে।

হেঁটে দিল্লি যাত্রার সিদ্ধান্ত 'যোগ্য'দের

কলকাতা, ৮ জুলাই : গ্রুপ সি-গ্রুপ ডি চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীদের মঙ্গলবারের নবান্ন অভিযান কার্যত বিফলে গেল। নবান্নের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক থেকে বেরিয়ে শিক্ষাকর্মীদের ১২ জনের প্রতিনিধি দল এই অভিযোগে সরব হল। খুব শীঘ্রই পশ্চিমবঙ্গ থেকে দিল্লি পর্যন্ত দীর্ঘ পদযাত্রার ঘোষণা করলেন তারা। রাজ্য সরকারের ওপর আস্থা হারিয়ে দিল্লি যাওয়াই একমাত্র সমাধান সূত্র বলে জানিয়েছেন আন্দোলনকারীরা। হাওড়া, ময়দান মেট্রোসংলগ্ন শরৎসদনের সামনে থেকে দুপুরে তাঁরা মিছিল শুরু করলেও বঙ্কিম সেতুর নীচে সেই মিছিল আটকায় পুলিশ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ না হলে অবস্থান বিক্ষোভ করার হুঁশিয়ারি তখন শিক্ষাকর্মীরা দিলেও নবান্নে বৈঠকের পর সেই অবস্থান তুলে নেওয়া হল।

নবান্ন অভিযানকে কেন্দ্র করে এদিন সকাল থেকেই পুলিশের কড়া নিরাপত্তা ছিল চোখে পড়ার মতো। মোট ৩৩৯৪ জন চিহ্নিত 'যোগ্য' শিক্ষাকর্মী এদিন মোট চারটি দাবি নিয়ে নবান্নের দ্বারস্থ হন। বৃষ্টি মাথায় প্ল্যাকার্ড হাতে জমায়েত করেন তাঁরা। এরপর পুলিশের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর নবান্নে পৌঁছোয় শিক্ষাকর্মীদের প্রতিনিধি দল। সুজয় সর্দার ও অমিত মণ্ডল সহ আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, 'আমরা জানতাম আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলে কোনও লাভ হবে না। তাই মুখ্যমন্ত্রীর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেছিলাম। তবে আজ বোঝা গেল, 'যোগ্য'দের জন্য ভাবছেই না সরকার। তাই শীঘ্রই পায়ে হেঁটে দিল্লি যাব। বৃহত্তর আন্দোলন ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।'

Opportunity for Admission to B.Tech & B.Pharm Degree Courses through Common Entrance Examination

CEE-AMPAI-WB-2025

Under the supervision Dept. of Higher Education, Technical Branch, Govt. of West Bengal
Vide Order No. No:- 172-Edn(T)/ HED - 16016(11)/1/2021- JD(DTED)-DTED issued by Department of Higher Education, Technical Branch, Govt. of WB.

EXAMINATION DATE
27TH JULY 2025

Accreditations, Affiliations & Approvals
UGC | NIRF | AICTE | PCI | NAAC | NBA | MAKAUT (Formerly, WBUT)

LAST DATE OF ONLINE APPLICATION **22ND JULY 2025**
TEST FEE ₹ 200/- TO BE PAID ONLINE

INSTITUTES UNDER AMPAI	COURSES OFFERED*
JIS COLLEGE OF ENGINEERING 86977 43363 | www.jiscollege.ac.in	B.TECH
NARULA INSTITUTE OF TECHNOLOGY 89024 96651 I www.nit.ac.in	B.TECH
GURU NANAK INSTITUTE OF TECHNOLOGY 90733 22523 I www.gnit.ac.in	B.TECH
DR. SUDHIR CHANDRA SUR INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SPORTS COMPLEX 62919 77707/08 I www.surtech.edu.in	B.TECH
GURU NANAK INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL SCIENCE & TECHNOLOGY 94330 35582 | www.gnipst.ac.in	B.PHARM

*For courses & intake available in specific institutes, visit www.ampai.in

EXAMINATION CENTRES
WEST BENGAL I BIHAR I JHARKHAND I ASSAM I TRIPURA

HELPLINE
81007 49670 I 81001 92411

All information related to CEE-AMPAI-2025-WB & CEE-AMPAI-MASTERS-2025-WB is avaliable on www.ampai.in along with Application Form, Eligibility Criteria, Information Brochure & Examination Schedule.

SCAN HERE

AMPAI Office Address
7 Sarat Bose Road, Kolkata - 700 020
Landline: 033-2289 3944 / 5323 I Email: info.ampai.wb@gmail.com

টুকরো খবর

ওমর-মমতা বৈঠকের সম্ভাবনা

কলকাতা, ৮ জুলাই : পহলগাম কাণ্ডের পর এই প্রথম রাজ্যে আসছেন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা। একদিনের সফরে তিনি ১০ জুলাই, বৃহস্পতিবার কলকাতায় আসবেন। ওইদিন বিকাল ৪টে নাগাদ নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। তবে এই সাক্ষাৎ যে শুধুমাত্র সৌজন্যমূলক নয়, তা মনে করছেন অনেকেই।

রাত দখলের ডাক

কলকাতা, ৮ জুলাই : আরজি কর কাণ্ডের এক বছরের মাথায় ফের রাত দখলের ডাক দিল 'ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্ট'। আরজি কর কাণ্ডের তদন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী ধর্ষণের ঘটনার সময় ছিল রাত ১২টা থেকে ভোর ৪টের মধ্যে। সেই সময়কে গুরুত্ব দিয়েই ৮ অগাস্ট রাত ১২টা থেকে পরের দিন ভোর ৪টে পর্যন্ত পথে নামার ঘোষণা করেছেন চিকিৎসকরা। হবে মশাল মিছিলও। তবে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ঘোষিত আরজি কর কাণ্ডের বিচারের দাবিতে ৯ অগাস্টের 'অরাজনৈতিক' নবান্ন অভিযানে থাকবেন না বলেই জানিয়েছেন চিকিৎসকরা।

হাইকোর্টে এসপি

কলকাতা, ৮ জুলাই : অনুব্রত কাণ্ডে জাতীয় মহিলা কমিশনের তলব এড়াতে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন বীরভূমের পুলিশ সুপার আমনদীপ সিং। মঙ্গলবার বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তিনি। অভিযোগ, মামলার তদন্তে হস্তক্ষেপ করছে জাতীয় মহিলা কমিশন।

পুজোর পরেই বিজনেস কনক্লেভ

কলকাতা, ৮ জুলাই : রাজ্যে লগ্নিতে গতি আনতে পুজোর পরেই বিজনেস ইন্ডাস্ট্রি কনক্লেভ করতে চলেছে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে স্টেট লেভেল ইনভেস্টমেন্ট সিনার্জি কমিটির বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর মুখ্য উপদেষ্টা তথা প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র এই খবর জানিয়েছেন। তিনি জানান, মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ মতো বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের পর নতুন করে ৩১৬৫টি প্রকল্প ছাড়পত্র পেয়েছে। রাজ্যে আরও লগ্নি আনতে বড় ধরনের বিজনেস কনক্লেভ করতে চলেছে রাজ্য। সেখানে দেশ-বিদেশের প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকবেন। অমিতবাবু বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বিশদ আলোচনা হয়েছে। তাঁর নেতৃত্বে কিছু নির্দিষ্ট খাতে জোর দেওয়া হয়েছে। সেই লক্ষ্যেই কাজ চলছে।'

জল্পনা

কলকাতা, ৮ জুলাই : একসময় জ্যোতি বসুর সঙ্গে নিয়মিত দেখা করতেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০১০ সালের ১৭ জানুয়ারি সল্টলেকের একটি বেসরকারি হাসপাতালে প্রয়াত হন জ্যোতিবাবু। মঙ্গলবার ছিল তাঁর জন্মদিন। এদিন সকালেই জ্যোতিবাবুর জন্মদিনে 'আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি' জানিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতার এই পোস্টের পিছনে যথেষ্ট কারণ আছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। সম্প্রতি কালীগঞ্জ বিধানসভা উপনির্বাচনে বাম-কংগ্রেস জোটে ভোট বেড়েছে। তৃণমূল নেতৃত্ব মনে করছেন, বামেদের হাত থেকে বিজেপির বাক্সে যাওয়া ভোটের কিছু অংশ বামেরা ফিরে পেলে আখেরে লাভবান হবে তৃণমূল। আর সেই কারণে জ্যোতিবাবুর জন্মদিনে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানিয়ে বামেদের কিছুটা হলেও অক্সিজেন দেওয়ার চেষ্টা করলেন মমতা।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৫২ সংখ্যা, বুধবার, ২৪ আষাঢ় ১৪৩২

চেতনা, দিশার সংকট

বাম নেতারা প্রায়ই অভিযোগ তোলেন, বাংলায় তৃণমূল ও বিজেপির দ্বিমেরুকরণে ব্যস্ত সংবাদমাধ্যম। বামেদের অস্তিত্ব গ্রাহ্যই করে না। কথাটা স্পষ্ট করে বলাই ভালো যে, অপ্রাসঙ্গিকের জন্য সংবাদমাধ্যমের বরাদ্দ কম থাকে। সংবাদপত্রে অপ্রাসঙ্গিক বিষয় হয় জায়গা পায় না অথবা কম জায়গা বরাদ্দ হয়। টেলিভিশনেও কতখানি ফুটেজ দেওয়া হবে, তা নির্ভর করে প্রাসঙ্গিকতার মাপকাঠিতে। বামেরা হইহই করে উঠবে নিশ্চিতভাবে যে, সংবাদমাধ্যম একচোখা মনোভাব নিয়ে চলছে।

অভিযোগ এক জিনিস আর তা বাস্তবের কষ্টিপাথরে যাচাই করা আরেক জিনিস। সেই যাচাইটা সংবাদমাধ্যমের ধর্ম। কখনো-কখনো সংবাদমাধ্যম সেই ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয় না, তা নয়। রাজনৈতিক পক্ষপাত বা ঘনিষ্ঠতা ধর্মচ্যুতি ঘটায় আজকাল অনেক ক্ষেত্রে। গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ কথাটা অনেক সময় প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়ে যায় সত্যি। কিন্তু তা বলে সংবাদমাধ্যমের স্বধর্মকে তো বদলে ফেলা যায় না।

সেই ধর্মের বলে দেশের বা বাংলার বামেদের সম্পর্কে আলোকপাত করলে সেই অপ্রাসঙ্গিকতার তত্ত্বই কিন্তু ভেসে ওঠে। কেন? শুধু বাম নয়, এদেশে কমিউনিস্ট গোত্রধারী দলগুলি অনেকদিন আগেই সংসদীয় রাজনীতিকে মোক্ষ বলে আঁকড়ে ধরেছিল। ভোটে জেতা, সরকারের ক্ষমতা দখল ইত্যাদি প্রধান লক্ষ্য হয়ে আছে। সংগঠন, আন্দোলন ইত্যাদি সবই সেই লক্ষ্যে পরিচালিত।

একদা শ্রেণি সংগ্রাম ছিল বামদলগুলির প্রধান অস্ত্র। কিন্তু ধর্ম, জাতপাতের বিভাজনের তীব্রতায় সেই কবেই শ্রেণি সংগ্রাম ফিকে হয়ে গিয়েছে। শিল্পভিত্তিক পুঁজিতন্ত্র যত দুর্বল হয়েছে, তত সংসদীয় রাজনীতিতে বামেদের দখলদারি কমেছে। একটু খেয়াল করলে দেখা যাবে, নয়া উদারনীতিবাদের জমানা শুরুর দিকে বামেদের বরং শক্তিবৃদ্ধি হচ্ছিল। সংসদ, বিধানসভাগুলিতে বাম দলগুলির প্রতিনিধিত্ব বাড়ছিল। যে কারণে একসময় জ্যোতি বসুকে প্রধানমন্ত্রী মেনে নিতে আপত্তি ছিল না অনেক দক্ষিণপন্থী, মধ্যপন্থী কিঞ্চিৎ গণতন্ত্রকামী, ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলির।

কিন্তু নব্য উদারনীতির প্রভাবে যত আর্থিক সংস্কার হতে লাগল, তত সংসদীয় গণতন্ত্র কোণঠাসা হতে থাকল। এমন নয় যে, সংসদীয় প্রতিষ্ঠানগুলি সব উঠে গিয়েছে কিংবা সাধারণ নাগরিকের ভোটাধিকার আর নেই। কিন্তু বাস্তবে সংসদীয় গণতন্ত্রের মোড়কে স্বেচ্ছাচার, একাধিপত্য বেড়ে চলেছে। অন্যদিকে, কলকারখানায়, কৃষিজমিতে সংগঠিত শ্রেণি আন্দোলন ধ্বংস হয়েছে। দক্ষিণপন্থী বা মধ্যপন্থী দলগুলির সরকারের এক ধরনের বামপন্থী সংস্কার কৃষক, শ্রমিকের শ্রেণি চেতনার ধার কমিয়ে দিয়েছে।

এতে একদিকে সংসদীয় গণতন্ত্রকে একমাত্র অবলম্বন করে এগিয়ে যাওয়ার বাম রোডম্যাপ পথ হারিয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছে। অন্যদিকে, শ্রেণি আন্দোলন আর গড়ে উঠছে না। আগেকার দিনে দেশব্যাপী শিল্প ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে যে ধরনের উন্মাদনা, প্রস্তুতি, প্রচার দেখা যেত, এখন তার এক-দশমাংশ আছে কি না সন্দেহ। মাত্র ২৪ ঘণ্টা পর শিল্প ধর্মঘটের যে ডাক ভারতবর্ষে আছে, তা মানুষের মনে তেমন দাগ কাটতেই পারল না।

শ্রেণির বদলে জাতপাতের লড়াই, ধর্মীয় জিগিরের ধাক্কায় ধর্মনিরপেক্ষ মানসিকতার পশ্চাদপসরণ, সংসদীয় গণতন্ত্রের মোড়কে গণতন্ত্রের অন্তর্জলিযাত্রা ইত্যাদি মোকাবিলায় যত দিন যাচ্ছে, তত বামেদের দিশাহীনতা স্পষ্ট। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্টের ছোট শরিকদলগুলি ক্ষয় হতে হতে আলোচনার বাইরে চলে গিয়েছে। শতাব্দীপ্রাচীন দল সিপিআই পুরোপুরি প্রাসঙ্গিকতাকে হারিয়েছে।

সিপিএমও শতবর্ষের চৌকাঠ পেরিয়েছে। ভোটে জেতার লক্ষ্যে কখনও কংগ্রেস, কখনও আইএসএফ ইত্যাদি দলের সঙ্গে জোট গড়ে টিকে থাকার চেষ্টা ফলপ্রসূ হচ্ছে- এমন কিন্তু দৃশ্যমান নয়। বরং এই বিপরীত ভাবনার দলগুলির সঙ্গে সমঝোতা দলের কর্মীবাহিনীর শ্রেণি চেতনাকে সজোরে ধাক্কা মারছে নিরন্তর। শ্রেণি সংগ্রামের আলোকে বাম দলগুলির পথচলার যে মৌলিক ধর্ম, সেখান থেকেই বিচ্যুতি ঘটেছে। এই পরিস্থিতি না বুঝে শুধু সংবাদমাধ্যমের ঘাড়ে আমল না দেওয়ার অভিযোগ তোলা আসলে ভাবের ঘরে চুরি।

অমৃতধারা

প্রতিটি মানুষ, প্রাণী, উদ্ভিদ ভিন্ন ভিন্ন জীবিকা ও সংরচনা নিয়ে এগিয়ে চলেছে। এগিয়েছে চলেছে কোথায়? চলেছে পরমলক্ষ্যের পানে, বিশ্বের চক্রনাভি, নাভিকেন্দ্র তথা পরমপুরুষের দিকে। তাই তারা এগিয়ে চলেছে ইলেক্ট্রনিক অপূর্ণতা থেকে নিউক্লিয়ার পূর্ণতার দিকে। কেউ এই গতিধারায় বাইরে থাকতে পারে না। সেইজন্যে এর নাম প্রগতি। জেনে বা না-জেনে সবাই এগিয়ে চলেছে সেই চক্রকেন্দ্রের দিকে। আর সেই চক্রকেন্দ্রে কে রয়েছেন? – না, পরমপুরুষ। তাঁকে ছাড়া কেউ বাঁচতে পারে না, তোমার তাঁর ওপর রাগ-অভিমান হতে পারে কিন্তু তুমি তাঁকে ছাড়া থাকতে পার না। কারণ তিনি ছাড়া তোমার আপন আর কে রয়েছে। পরমপুরুষ তোমার কাছে তোমার নিজের চেয়েও বেশি প্রিয়।

-শ্রীশ্রীআনন্দমূর্তি

আলোচিত

বাজারের যাঁর দাম থাকে, তাঁর সেলের কথা ওঠে। যাঁদের দাম নেই, তাঁদের কিনবে কে! দিলীপ ঘোষের দাম আছে। দিলীপ ঘোষ সেলেবল নয়। আবেগ দিয়ে পার্টিকে দাঁড় করিয়েছি। ঘাম-রক্ত দিয়েছি। সেই আবেগের আগুন বুকের মধ্যে আছে। যতই বৃষ্টি হোক আবেগের আগুন নিভে যেতে দেব না। - **দিলীপ ঘোষ**

ভাইরাল

লখনউতে আয়োজিত হয়েছিল আম উৎসব। নানা জাতের আম প্লেটে রেখে সুন্দর করে জায়গাটি সাজানো ছিল। প্রচুর ভিড় হয় উৎসবে। হঠাৎ শুরু হয় আম লুট। শাড়ির আঁচল, ব্যাগ, আবার কেউ হাত ভরে আম তুলে নিয়ে চম্পট দেয়। নিমেষে ফাঁকা জায়গাটি। ভাইরাল ভিডিও।

আজ

১৯৩৮

চলচ্চিত্র পরিচালক, অভিনেতা গুরু দত্তের জন্ম আজকের দিনে।

১৯২৫

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেতা সঞ্জীবকুমার।

সোজা-সাপটা

সুরাপাত্রের মস্ত এক অভিনব প্রদর্শনী। সোনা, রুপো, স্ফটিক, কাচ ও কাঠের তৈরি পানপাত্র। ইতিহাসের পাতাজুড়ে প্রাচীনকালের বিখ্যাত যেসব রাজা-রানি আছেন, তাঁদের অনেকেরই সুরাপাত্র স্থান পেয়েছিল ওই প্রদর্শনীতে।

কানকাটা ভ্যানগগ ও শিকাগো আর্ট ইনস্টিটিউট

শেখর বসু

ফুলারটন হলের আচ্ছন্নতা কাটতে একটু দেরি হয়েছিল। আস্তে আস্তে ইতিহাস থেকে বর্তমানে ফিরে এলাম। এবার এখানকার চিত্রশালা দেখতে হবে। শিকাগো আর্ট ইনস্টিটিউট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় বৃহত্তম আর্ট মিউজিয়াম। এক নম্বরে আছে নিউ ইয়র্কের মেট্রোপলিটান মিউজিয়াম অফ আর্ট।

অপরূপ এই ভবনটি। বিশালতা এবং সৌন্দর্য একসঙ্গে যেন মিশে আছে এখানে। গত পাঁচ হাজার বছরে গোটা পৃথিবীর শিল্প-সংস্কৃতি বিকশিত হয়েছে নানা বিচিত্র পথে। প্রতি যুগের মানুষরাই আত্মপ্রকাশের স্বতন্ত্র মাধ্যম সৃষ্টি করেছে। ওই পথে সৃষ্টি হয়েছে অপূর্ব সব শিল্পকর্ম। শতাধিক বছরের প্রাচীন শিকাগোর এই আর্ট ইনস্টিটিউট ওইসব শিল্পকর্মের বেশ কিছু নিদর্শন সংগ্রহ করে সাজিয়ে রেখেছে এখানে।

নানা দেশের শিল্পসামগ্রীর জন্যে আলাদা আলাদা গ্যালারি। শিল্পকর্মের সংখ্যা তিন লক্ষ ছাপিয়ে গিয়েছে। কোনও কোনওটি সুবিশাল আকারের। সুদূর এলাকা থেকে কীভাবে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে- ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়।

শিকাগো আর্ট ইনস্টিটিউটের 'মডার্ন উইং' খোলা হয়েছে অনেক পরে। এই চিত্রশালার ইতিহাসে এটিই হল সবচাইতে বড় আকারের সম্প্রসারণ। নতুন বিভাগটি যুক্ত করার ফলে ইনস্টিটিউটের মোট এলাকা বেড়ে গিয়েছে দু'লাখ চৌষট্টি হাজার স্কোয়ার ফুট। তার ফলে এটি এখন আর নিছক একটি মিউজিয়াম নয়, সুবিশাল এক শিল্প-সাম্রাজ্য।

চিত্রশালার আধুনিক বিভাগে জায়গা পেয়েছে ইউরোপীয় আর্ট, নতুন ধরনের আলোকচিত্র, ভিডিও মিডিয়া, স্থাপত্য ও ডিজাইন গ্যালারি- কী নয়!

একের পর এক গ্যালারি দেখছিলাম, সেইসঙ্গে বাড়ছিল মুগ্ধতার মাত্রা। ইমপ্রেশনিস্ট এবং পোস্ট ইমপ্রেশনিস্ট যুগের ছবির টান আলাদা ধরনের। আর, ওল্ড মাস্টাররা তো আমাদের বিস্ময়বোধকে বাড়িয়েই চলে।

বিখ্যাত সব শিল্পীর মধ্যে এখানে আছেন এদুয়ার্দ মানে, পিয়ের অগুস্ত রেনোয়া, ভিনসেন্ট ভ্যানগগ, ক্লোদ মানে, পল সেজান, পল গোগ্যাঁ, এডগার দেগা, গ্রান্ট উড। এঁদের ছবি দেখা এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। এঁদের জীবনকথাও ছবির মতো বর্ণময়, কখনো-কখনো অসম্ভব খাপছাড়া। সব মিলিয়ে শিল্পীরাও বুঝি আলাদা একটা টান তৈরি করে থাকেন।

ভ্যান গগের একটি আত্ম-প্রতিকৃতি আছে এখানে, অসাধারণ ছবি। প্রায় গোটা বাইশেক আত্মপ্রতিকৃতি এঁকেছেন শিল্পী। তবে ওঁর সেলফ-পোর্ট্রেটের প্রসঙ্গ উঠলে ওঁর কানে ব্যান্ডেজ-জড়ানো অসামান্য ছবি দুটির কথা মনে পড়ে যাবে। গোগ্যাঁর সঙ্গে ওঁর সেই ঝগড়া তো রোমহর্ষক কাহিনীর মতো।

দুই শিল্পীই ছিলেন অসামাজিক প্রকৃতির। মিলেমিশে মানিয়ে চলার ধাত ছিল না কারও মধ্যে। সুতরাং ঝগড়া বাধত প্রায়ই। ঝগড়া একদিন চরমে উঠতেই হাতে ক্ষুর নিয়ে গোগ্যাঁকে তাড়া করেছিলেন ভ্যানগগ। পালিয়ে বাঁচেন গোগ্যাঁ, কিন্তু ওই আক্রোশে নিজের কানই কেটে ফেলেছিলেন ভ্যানগগ। মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়েছিল শিল্পীর। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় ওঁর বিস্ময়কর শিল্পীসত্তা ফিরে আসত আবার।

হলুদ রং অসম্ভব প্রিয় ছিল ভ্যানগগের। আর্লের যে বাড়িটিতে তিনি ছিলেন সেটির রং ছিল হলুদ। যে ফুলটির ছবি তিনি সবচাইতে বেশি এঁকেছেন সেটি হল হলুদ রংয়ের সূর্যমুখী ফুল। তাঁর অসামান্য একটি ছবি 'হলুদ চেয়ার'। যে ছেলেটির পোর্ট্রেট জগদ্বিখ্যাত হয়ে আছে, সেই ছেলেটির গায়ে হলুদ কোট। তাঁর অসাধারণ আত্ম-প্রতিকৃতির মাথায়ও হলুদ টুপি।

শিল্প-সমালোচকদের অনেকেই ক্লোদ মানেকে সেরা ইমপ্রেশনিস্ট বলে থাকেন। আলো ও পরিবেশের ক্ষণস্থায়ী রূপকে তিনি নানাভাবে ধরার চেষ্টা করেছেন সারা জীবন ধরে।

বারবার বলেছেন, ছবি আঁকতে হলে বেরোতে হবে ঘরের বাইরে। আর চোখে যা পড়বে, হুবহু তা আঁকার দরকার নেই। সবুজ বন নয়, বনভূমির সবুজ আভাসটুকুই ছবি। শিল্পীর 'খড়ের গাদার' ছবি আছে এখানে। এটি আদতে একটি সিরিজ। দিনের বিভিন্ন সময়ে সূর্যের আলো প্রতিফলিত হত ওই খড়ের গাদায়। তার ফলে একই বিষয়ের রূপান্তর ঘটেছে বারবার।

ভুবনবিখ্যাত কিছু কিছু ছবির পেছনে এক-একটি গল্প আছে। সামান্য কিছু জানা আছে আমার। অপরূপ 'আসল' ছবিগুলি দেখার সময় সেইসব গল্পের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। বিভিন্ন গ্যালারিতে বিভিন্ন ছবি বা স্থাপত্যকর্মের সামনে বসে ড্রয়িং খাতায় স্কেচ এঁকে নিচ্ছিলেন কিছু নারী ও পুরুষ। চেহারা দেখলেই বোঝা যায়, এঁরা নানান দেশের মানুষ। হয়তো ছাত্রছাত্রী, তবে এঁদের মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু নবীন শিল্পী আছেন। এঁদেরই কেউ কেউ হয়তো ভবিষ্যতের আর্ট গ্যালারির সম্পদ হয়ে উঠবেন।

সুবিশাল আর্ট ইনস্টিটিউটের চারটি তলাই অপরূপ সব শিল্পসামগ্রীতে ভর্তি। এসব ঘুরে ঘুরে দেখা মানে এক অর্থে পৃথিবী প্রদক্ষিণ। কী না আছে এখানে! প্রাচীন মিশরীয়, গ্রিক ও রোমান আর্ট, ভারতীয়, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ান ও হিমালয়ান আর্ট, চিন, জাপান ও কোরিয়ার শিল্প, আফ্রিকান আর্ট, আমেরিকান আর্ট, লোকশিল্প, ডেকোরেটিভ আর্টস, স্থাপত্য ও ডিজাইন- সব কিছুরই বিপুল এক সম্ভার।

এই ভবনে বছরে তিরিশটিরও বেশি প্রদর্শনীর আয়োজন হয়ে থাকে। আমার সফরের সময় দুটি বিশেষ প্রদর্শনী চলছিল দুটি গ্যালারিতে। একটি 'জাপানিজ স্ক্রিনস', অপরটি 'এ কেস ফর ওয়াইন'। দ্বিতীয় অর্থাৎ সুরাপাত্রের প্রদর্শনীটি অভিনব। কত ধরনের যে সুরাপাত্র হয়- তারই মস্ত এক প্রদর্শনী। সোনা, রুপো, স্ফটিক, কাচ ও কাঠের তৈরি পানপাত্র। কোনওটি বিশাল, কোনওটি খুব ছোট, তবে অসাধারণ কারুকার্যে শিল্পসামগ্রী হয়ে উঠেছে প্রতিটিই। সঙ্গে আছে ইতিহাস। ইতিহাসের পাতাজুড়ে প্রাচীনকালের বিখ্যাত যেসব রাজা-রানি আছেন, তাঁদের অনেকেরই সুরাপাত্র স্থান পেয়েছিল ওই প্রদর্শনীতে।

মিউজিয়ামে ক্লাসরুম আছে কয়েকটি। আমেরিকা তো বটেই, অন্যান্য দেশের শিক্ষার্থীরাও শিল্পশিক্ষা নিতে আসেন এখানে। প্রতিষ্ঠিত শিল্পীরা নিয়মিতভাবে এসে শিল্পবিষয়ক বক্তৃতা দিয়ে যান।

মিউজিয়ামে খাওয়াদাওয়া করার জায়গা আছে তিনটি। গার্ডেন ক্যাফে, ব্যালকনি ক্যাফে, তৃতীয়টির নাম টারজো পিয়ানো। যাঁরা এই মিউজিয়ামের সদস্য তাঁদের জন্যে আছে 'মেম্বার লাউঞ্জ'। সদস্যরা এখানে বসে বিনি পয়সায় চা, কফি খেতে পারেন। শিল্পসংক্রান্ত বইপত্র আছে কয়েকটি আলমারিতে। পছন্দসই বই বা পত্রিকা বেছে নিয়ে ওখানে বসে পড়ার সুযোগ আছে। কেনাকাটা করার জন্যে একটা গিফট শপও আছে মিউজিয়ামে।

একদিকে এখানকার বিভিন্ন ছবির প্রিন্ট বিক্রি করার একটি কাউন্টার আছে। প্রিন্টগুলো চমৎকার। মুদ্রণ এতই উঁচুমানের যে, কিছু কিছু প্রিন্ট আসল ছবির কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে। প্রিন্ট দেখার পরে ব্যালকনি ক্যাফেতে বসে কফি খেলাম, তারপরেই খেয়াল হল বেশ কিছুটা সময় কেটে গিয়েছে ইতিমধ্যে।

শিল্পের সমঝদার, পৃষ্ঠপোষক আর ছবি সংগ্রাহকদের মস্ত বড় একটি ভূমিকা থাকে বড় কোনও চিত্রশালা গড়ে তোলার পিছনে। ছবি অন্তপ্রাণ কিছু শিল্পসংগ্রাহক তাঁদের ব্যক্তিগত সংগ্রহের বেশ কিছু ছবি তুলে দিয়েছেন শিকাগো আর্ট ইনস্টিটিউটের গ্যালারিতে। ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষ সেই ভালোবাসার দানের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণও করে থাকে।

এই তালিকার শীর্ষে আছেন শ্রীমতী বার্থা পামর। ইনি ছিলেন শিকাগোর বিখ্যাত এক হোটেলিয়ার পটার পামারের স্ত্রী। স্বামী হোটেলের ব্যবসায় ব্যস্ত থাকতেন আর চিত্ররসিক স্ত্রী ঘুরে বেড়াতেন দেশ-বিদেশের চিত্র প্রদর্শনীতে।

শুধু ছবি দেখাই নয়, ছবি কিনতেনও নিয়মিতভাবে। পুরোনো দিনের বিখ্যাত ছবি সংগ্রহের দিকেই যে তাঁর ঝোঁক ছিল, তা নয়। তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল সমকালের বিশিষ্ট শিল্পীরাও। নতুন ধারার উল্লেখযোগ্য ছবি খুঁজে বার করার চোখ ছিল তাঁর।

পিয়ের অগুস্ত রেনোয়ার ছবির খুব অনুরাগী ছিলেন শ্রীমতী পামার। দুজন তরুণী জার্মান অ্যাক্রোব্যাট কমলালেবু সংগ্রহ করছে। এই ছবিটি পামারের খুব প্রিয় ছিল। প্রথম সুযোগেই ছবিটি কিনে নিয়েছিলেন তিনি। ছবিটি তাঁর এত পছন্দসই ছিল যে, সবসময় এটি তাঁর সঙ্গেই থাকত। এমনকি পূর্ব উপকূল ও ইউরোপে ভ্রমণের সময়ও ছবিটি তিনি কাছছাড়া করেননি।

এদুয়ার্দ মানের আঁকা ঘোড়দৌড়ের ছবিটিও তাঁর অসম্ভব প্রিয় ছিল। ঘোড়দৌড়ের বিস্তর ছবি আঁকা হয়েছে আগে, কিন্তু সবই পাশ থেকে। মানের এই ছবিতে ঘোড়দৌড়ের দৃশ্যটি মুখোমুখি। দুরন্ত গতিতে ছুটে আসা একঝাঁক ঘোড়া আর তাদের পিঠের সঙ্গে লেপটে থাকা জকিদের উত্তেজনা ও মুখভঙ্গি ধরা পড়েছে এই ছবিটিতে। ক্লোদ মানেও ছিলেন শ্রীমতী পামারের প্রিয় শিল্পী। ১৮৯২ সালে তিনি শিল্পীর কাছ থেকে ২৫টি ছবি কিনে নিয়েছিলেন। পরের বছর শিল্পীর বিখ্যাত 'স্ট্যাকস অব হুইট' সিরিজের আটটি ছবি কিনে নেন।

ক্যামিলে পিসারো দিগন্তব্যাপী মাঠঘাট, গাছপালার ছবি আঁকতে ভালোবাসতেন। ১৮৮০ সাল নাগাদ ল্যান্ডস্কেপ-আঁকিয়ে শিল্পী নরনারীর ছবি আঁকার দিকে নজর ফিরিয়েছিলেন। নতুন পর্বের এইসব ছবির মধ্যে ছিল 'উওম্যান অ্যান্ড চাইল্ড' ছবিটি। এটিও কিনে নিয়েছিলেন শ্রীমতী পামার।

চিত্ররসিক এই মহিলার বিপুল সংগ্রহের মধ্যে গুটিকয়েকের কথা জানাতে পারলাম এখানে। এগুলি এবং আরও অনেক অমূল্য ছবি শ্রীমতী পামার ১৯২২ সালে শিকাগোর এই চিত্রশালাকে দান করে দেন।

বিখ্যাত ছবি ও স্থাপত্য শুধু শিল্পমূল্যে নয়, অর্থমূল্যেও বিরাট। বিখ্যাত ছবির দাম কোটি কোটি টাকা। কিছু কিছু ছবি আছে যা 'সপ্তম আশ্চর্যের' মধ্যে না পড়লেও বোধহয় অষ্টাদশ আশ্চর্যের মধ্যে জায়গা পেতে পারে। এই যেমন লিওনার্দোর 'মোনালিসা'। এটিকে চিরকালের শ্রেষ্ঠ পোর্ট্রেট বলা যেতে পারে। এটি আছে প্যারিসের লুভের মিউজিয়ামে। পৃথিবী বিখ্যাত এই ছবিটি নিয়ে আরও একদিন কথা বলার অবসর রইল।

জনমন জনমত

শুভমানের অধিনায়কত্বে ক্রিকেটে নবজাগরণ

টেস্ট ক্রিকেট থেকে রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলি একসঙ্গে অবসর নেওয়ায় ভারতীয় ক্রিকেট দলে বিরাট শূন্যতা তৈরি হয়েছে। তবে নবনির্বাচিত সহ অধিনায়ক

ঋষভ পন্থ এবং অধিনায়ক শুভমান গিলের নেতৃত্বে ভারতীয় ক্রিকেটাররা যে উজ্জীবিত ক্রিকেট খেলছেন তা অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে। লিডসে অনুষ্ঠিত হওয়া প্রথম টেস্ট ম্যাচটায় ভারত ভালো শুরু করেও টেলএন্ডারদের ব্যাটিং ব্যর্থতা এবং প্রচুর ক্যাচ ফসকানোর খেসারত দিয়ে পাঁচ উইকেটে পরাজিত হয়েছিল আয়োজক দেশ ইংল্যান্ডের কাছে।

তবে সদ্য সমাপ্ত এজবাস্টন টেস্ট ম্যাচটায় ভারতীয় দল শুরু থেকেই ছিল চালকের আসনে। ১৯৬৭ সাল থেকে ভারত এজবাস্টনে টেস্ট ম্যাচ খেললেও কখনও জয়ের মুখ দেখেনি। এবার ৫৮ বছর পরে সেই বদনামটাও ঘুচে গেল।

আশা রাখছি, চলতি টেস্ট সিরিজের বাকি তিনটি টেস্ট ম্যাচেও ভারতীয় ক্রিকেটাররা শুভমানের নেতৃত্বে এরকমই প্রাণবন্ত ক্রিকেট উপহার দেবেন। শেষ পর্যন্ত টিম ইন্ডিয়া টেস্ট সিরিজটা জিতে নিতে পারলে তো সোনায় সোহাগা। হে ঈশ্বর, এমন অপ্রত্যাশিত নবজাগরণটাই যেন হয়!

সঞ্জীবকুমার সাহা, মাথাভাঙ্গা।

এক নিঃশব্দ বিপ্লবের নাম নীরজ চোপড়া

৫ জুলাই ভারতের সোনার ছেলে নীরজ চোপড়ার হাত ধরে একটা নিঃশব্দ বিপ্লব ঘটে গেল, যা দেশবাসী হয়তো টেরই পাননি। সেদিন 'নীরজ চোপড়া ক্লাসিক' নামক একটি টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছিল। এহেন নামকরণের কারণ, নীরজই ২০২১ টোকিও অলিম্পিকে ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড বিভাগে ব্যক্তিগত বিভাগে সোনার পদক জিতে ভারতের ইতিহাসে প্রথম ট্র্যাক ও ফিল্ড অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন হন। তাঁর সম্মানে এবং তরুণ অ্যাথলিটদের অনুপ্রাণিত করতে এই প্রতিযোগিতার নামকরণ। যাইহোক, প্রতিযোগিতাটিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন বিশ্বের তাবড় জ্যাভলিন থ্রোয়ার জুলিয়ান ওয়েবার, জুলিয়াস ইয়ুগোর মতো সেরা ব্যক্তিরা। বেঙ্গালুরুর কান্তি রাভা স্টেডিয়ামে সেদিন ছিল উপচে পড়া ভিড়।

ভারতে আয়োজিত এই বিশ্বমানের অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতাটি ভারতকে বিশ্বের ক্রীড়া মানচিত্রে অভিজাত তালিকাভুক্ত করল। বিশ্ব ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক এই প্রতিযোগিতাটিকে গোল্ড লেভেল ইভেন্টের মর্যাদা দেওয়া হল, সেটাও ভারতের ক্রীড়া জগতের কাছে একটা বড় সম্মানজনক পাওনা। নিজের নামাঙ্কিত টুর্নামেন্টে বিজয়ী হলেন নীরজ চোপড়া স্বয়ং, যেমনটা হয়েছিলেন কার্লসেন তাঁর নিজের নামাঙ্কিত টুর্নামেন্টে।

বিশ্বনাথন আনন্দের হাত ধরে আজ ভারতের উঠতি তারকারা যেমন বিশ্ব মঞ্চে নিজেদের উপস্থিতি জোরালোভাবে জানান দিচ্ছে, আগামীতে নীরজের হাত ধরে ভারতের উঠতি তারকারা বিশ্ব মঞ্চে ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড বিভাগে ঝড় তুলুক। ঠিক যেমন ভারতের অন্যতম ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় অল ইংল্যান্ড টুর্নামেন্টজয়ী পুলেল্লা গোপীচাঁদের হাত ধরে উঠে এসেছিলেন প্রথম অলিম্পিক পদকজয়ী মহিলা ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় সাইনা নেহওয়াল, পরপর দুই অলিম্পিকে রৌপ্য পদক ও ব্রোঞ্জ পদকজয়ী পিভি সিন্ধুর মতো তারকারা।

আগামীতে নীরজের অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হোক ভারতের উঠতি তরুণ প্রজন্ম, ঝড় উঠুক ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড বিভাগে। পোডিয়ামে উড়ুক তেরঙা, বেজে উঠুক 'জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ...' একজন ভারতীয় হিসেবে, একজন ক্রীড়াপ্রেমী হিসেবে শুধু এটুকুই চাওয়া।

দীপু রায়
উত্তর রাঙ্গালিবাজনা, আলিপুরদুয়ার।

কমলানগরের বেহাল দশা

শালুগাড়ার কমলানগরে সবরকম দূষণ যেমন- জল দূষণ, বায়ু দূষণ, শব্দ দূষণ ও মৃত্তিকা দূষণ ভীষণভাবে বর্তমান। বাসিন্দারা জালি সহ দুটো করে জানলা ও দরজা ২৪ ঘণ্টা বন্ধ করে রাখেন ভীষণ শব্দ ও বায়ু দূষণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য।

কমলানগরে দুটো নামী মিষ্টির দোকানের কারখানা, একটা কাচের কারখানা, সয়াবিনের ফ্যাক্টরি এবং অনেকগুলো লৌহজাত গুদামঘর-মালগুদাম বর্তমান। তারপর গোদের ওপর বিষফোড়া। বলতে সারাদিন মালবাহী ভারী যানবাহন চলাচল। রাস্তার দুইপাশে যেখানে নর্দমা নেই, সেখানে পাইপের মাধ্যমে বাড়ির অপরিষ্কার জল রাস্তায় ফেলা হয়। আরও আছে। হাইওয়ের পাশে কমলানগর রাস্তার শুরুতেই রাস্তা ভেঙে গিয়েছে। পরিণতি ভয়ংকর ও ভয়াবহ। বর্ষার মরশুম চলছে। কখন যে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয় সেই আশঙ্কায় থাকি।

এদিকে, রোজ রাতে পাল্লা দিয়ে চলে গাড়ি ধোয়া। আমি প্রতিবাদও করেছি। কিন্তু ওই যে, 'রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী, আমি কি ডরাই সখী ভিখারী রাঘবে?'

অসীমকুমার ভদ্র
শালুগাড়া, শিলিগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

জনমত বিভাগে লেখা পাঠান। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার মতামত জানান। নিজের এলাকার ছবি বাঞ্ছনীয়। সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠাতে পারেন।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট,
সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ 9735739677

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৮৭

১	★	২		৩		★	৪
৫			★		★	★	
	★	★	৬		৭		
	★	৮		★		★	★
★	★		★	৯		★	১০
১১			১২		★	★	
	★	★		★	১৩		
	★	১৪				★	

পাশাপাশি : ২। ছিপছিপে গড়নের, কৃশ, রোগা ৫। বৃষ্টির সঙ্গে পতিত শিলা ৬। আকাশগঙ্গা, ছায়াপথ ৮। খরগোশ, চাঁদের কলা বা অংশ ৯। জাতি, খাজনা, শুল্ক বাঙালি হিন্দুর পদবিবিশেষ ১১। যে মালা দিয়ে পতিকে বরণ করা হয় ১৩। তানপুরা ১৪। পুরাণোক্ত সর্ব-অভীষ্ট দায়িনী গাভী।

উপর-নীচ : ১। এক দৌড়, এক প্রস্থ ২। একক, নিঃসঙ্গ, কেবল ৩। অন্তঃপুর, অন্দরমহল ৪। উপযুক্ত, লায়েক ৬। কীর্তি, খ্যাতি ৭। প্রকাশিত, প্রচারিত, প্রদর্শিত ৮। আশ্রয়দাতা, রক্ষক ৯। চাঁদের ষোড়শ ভাগের এক ভাগ ১০। ব্যায়ামের কৌশল, কায়দা, কৌশল ১১। মোটা পশমি কাপড়বিশেষ ১২। বোধ, উপলব্ধি ১৩। দেহ, মূর্তি, সুন্দর ও কৃশ, কমনীয়।

সমাধান ■ ৪১৮৬

পাশাপাশি : ১। উৎকোচ ৩। চাটিম ৫। আনন্দলহরি ৬। শারদা ৭। শতেক ৯। আদিঅকৃত্রিম ১২। মটকা ১৩। শনৈশ্চর।

উপর-নীচ : ১। উত্তরাশা ২। চয়ন ৩। চাতাল ৪। মঞ্জুরি ৫। আদা ৭। শম ৮। কলস্বর ৯। আদিম ১০। অলকা ১১। ত্রিংশ।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

চাকরিতে ৩৫ শতাংশ মহিলা সংরক্ষণ বিহারে

পাটনা, ৮ জুলাই : বিহারের ক্ষমতা ধরে রাখতে মহিলা ভোটব্যাংককেই পাখির চোখ করছেন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। এর আগে মদ নিষিদ্ধ করে বিহারে মহিলাদের সাধুবাদ কুড়িয়েছিলেন তিনি। এবার বিহারের সমস্ত রকমের সরকারি চাকরিতে মহিলাদের জন্য ৩৫ শতাংশ আসন সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন নীতীশ। তিনি বলেছেন, 'যে সমস্ত মহিলা বিহারের প্রকৃত বাসিন্দা, তাঁদের জন্য রাজ্য সরকারের সমস্ত দপ্তরের সর্বপ্রকার চাকরিতে ৩৫ শতাংশ সংরক্ষণ করা হবে।' সরকারি চাকরিতে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর উদ্দেশ্যেই এই সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছেন জেডিইউ সুপ্রিমো। মন্ত্রীসভার একটি বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

মহিলাদের ক্ষমতায়নের বিষয়টি নীতীশের হাত ধরে বিহারে সাফল্যের মুখ দেখেছে। সেই কারণে মহিলা ভোটারদের একটা বড় অংশ মুখ্যমন্ত্রীকে সমর্থন করেন। বস্তুত, মহিলা এবং নতুন ভোটারদের সমর্থন পেতে বিরোধী আরজেডি-কংগ্রেসও মরিয়া। কিন্তু রাজ্য সরকারি চাকরিতে মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে মহাজোটকে ধাক্কা দিতে সমর্থ হয়েছেন নীতীশ। তিনি সমাজমাধ্যমে জানিয়েছেন, বিহারের শাসন এবং প্রশাসনে মহিলারা যাতে বড় ভূমিকা নেন, সেই উদ্দেশ্যেই সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি তরুণদের কাছে পৌঁছোতে এদিন বিহার ইয়ুথ কমিশন গঠনের ঘোষণাও করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। ওই সংস্থা গঠনের কথা বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বিহারের তরুণদের আরও বেশি করে কাজের সুযোগ ও প্রশিক্ষণ দিতে এবং তাঁদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ওই কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'

ভারত বনধে আজ দুর্ভোগের আশঙ্কা

নয়াদিল্লি, ৮ জুলাই : বুধবার ১০টি শ্রমিক সংগঠনের ডাকে ভারত বনধে দেশজুড়ে প্রবল দুর্ভোগের শিকার হতে পারেন আমজনতা। ব্যাংক, বিমা, ডাক, কয়লা খনি সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে জড়িত ২৫ কোটিরও বেশি শ্রমিক-কর্মচারী ধর্মঘটে শামিল হবেন। কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিক শ্রমিকবিরোধী এবং জনবিরোধী পদক্ষেপের প্রতিবাদে ভারত বনধের ডাক বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের। এআইটিইউসির সাধারণ সম্পাদক অমরজিৎ কৌর বলেন, 'সংগঠিত এবং অসংগঠিত ক্ষেত্র মিলিয়ে ২৫ কোটিরও বেশি শ্রমিক যেমন এই বনধে যোগ দেবেন, তেমনই কৃষক এবং খেতমজুররাও এই কর্মসূচিতে শামিল হবেন।' অপরদিকে এইচএমএস নেতা হরভজন সিং সিধু বলেন, 'ব্যাংক, ডাক, কয়লা খনি, কারখানা এবং সরকারি পরিবহণের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিক-কর্মচারীরা এই বনধে যেহেতু যোগ দিচ্ছেন, এই পরিষেবাগুলির ওপর বুধবার তাই প্রভাব পড়বে।' ভারত বনধকে সমর্থন জানিয়েছে কংগ্রেস ও আরজেডি। মঙ্গলবার আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব জানিয়েছেন, বুধবার তিনি এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি পাটনায় চাক্কা জ্যাম কর্মসূচিতে শামিল হবেন।

অচল হতে পারে এটিএমগুলিও। শ্রম কোড বাতিল, রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের বেসরকারিকরণ বন্ধ, শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি, সামাজিক সুরক্ষা, কৃষকদের ন্যূনতম সহায়কমূল্য দেওয়া সহ মোট ১৭ দফা দাবিতে ভারত বনধ ডেকেছে ট্রেড ইউনিয়নগুলি। ১০টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের ডাকা ভারত বনধের বিরোধিতায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইতিমধ্যে একটি নির্দেশিকা জারি করেছে। তাতে বলা হয়েছে, রাজ্যের সমস্ত সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত অফিস খোলা থাকবে। কর্মীদের হাজিরা বাধ্যতামূলক। বিনা অনুমতিতে অনুপস্থিত থাকলে একদিনের বেতন কাটা হবে।

জলমগ্ন এলাকা। কলার ভেলায় নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে। মঙ্গলবার অসমের হোজাই জেলায়।

ট্রেনে গণধর্ষণের পর ছুড়ে ফেলা হল বধূকে

চণ্ডীগড়, ৮ জুলাই : ট্রেনের খালি কামরায় এক মহিলাকে তুলে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠল হরিয়ানায়।

অভিযোগ, পানিপত স্টেশনে একটি ফাঁকা ট্রেনের বগিতে ৩৫ বছরের ওই গৃহবধূকে গণধর্ষণ করার পর সোনিপত এলাকায় ট্রেন লাইনের ওপর ফেলে দেওয়া হয়। লাইনের ওপর অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকার সময় ট্রেনের চাকায় পা কাটা পড়ে তাঁর। এখন তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

পুলিশ জানিয়েছে, ওই মহিলা ২৪ জুন নিখোঁজ হন। ২৬ জুন তাঁর স্বামী থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তিনি জানান, পারিবারিক অশান্তির জেরে স্ত্রী মাঝেমধ্যেই বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যেতেন। তবে নিজের থেকেই ফিরেও আসতেন। এবার আর ফেরেননি।

ওই মহিলা পুলিশকে জানিয়েছেন, ঝগড়া করে তিনি বেরিয়ে পড়েছিলেন বাড়ি থেকে।

হরিয়ানার পানিপত স্টেশনে

তারপর ফাঁকা রেলস্টেশনে তিনি বসে ছিলেন। সেই সময় এক ব্যক্তি এসে তাঁর সঙ্গে ভাব জমান। বলেন, মহিলার স্বামীই নাকি পাঠিয়েছেন তাঁকে। সেই বিশ্বাসে তিনি ওই ব্যক্তির সঙ্গে যান। এরপর পানিপত স্টেশনে একটি ফাঁকা ট্রেনের বগিতে জোর করে তুলে নিয়ে গিয়ে মহিলাকে ধর্ষণ করা হয়। পরে আরও দুই ব্যক্তি এসে ধর্ষণ করে তাঁকে। এরপর তাঁকে সোনিপতে নিয়ে গিয়ে ট্রেন লাইনে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয়। সেখানেই একটি ট্রেন তাঁর পায়ের ওপর দিয়ে চলে যায়, ফলে পা কাটা পড়ে।

সোনিপতের কিছু দোকানদার ও প্রত্যক্ষদর্শী জানান, তাঁরা একজন মহিলার কান্নার আওয়াজ শুনে ছুটে যান এবং রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করেন। মহিলাকে প্রথমে সোনিপত জেনারেল হাসপাতালে এবং পরে রোহতক পিজিআই-তে স্থানান্তরিত করা হয়।

একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পানিপতের পুলিশ সুপার ভূপেন্দ্র সিং ঘটনাস্থল পরিদর্শন করলেও সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খুলতে চাননি। পুলিশ সূত্রে খবর, এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখার পাশাপাশি স্থানীয়দের জেরা করাও চলছে। তবে ধর্ষণের প্রমাণ এখনও মেলেনি। শনাক্ত করা যায়নি অভিযুক্তদেরও।

'তোমরা আগামী দিনের নভশ্চর'

মহাকাশ থেকে পড়ুয়াদের বার্তা শুভাংশুর

নয়াদিল্লি, ৮ জুলাই : আন্তর্জাতিক মহাকাশকেন্দ্রে নয় নয় করে ১২ দিন থাকা হয়ে গেল ভারতীয় নভশ্চর শুভাংশু শুক্লার। মহাকাশ সফরের দ্বাদশ দিনে তাঁর সঙ্গে সরাসরি কথা হল অসম ও মেঘালয়ের সাতটি স্কুলের কয়েকজন পড়ুয়ার।

মঙ্গলবার এই বিশেষ কথোপকথনের আয়োজন হয় শিলঙের উত্তর-পূর্ব মহাকাশ ব্যবহার কেন্দ্র (নেস্যাক)-এ। হ্যাম রেডিওর মাধ্যমে শুভাংশু ছাত্রছাত্রীদের নানা প্রশ্নের উত্তর দেন।

ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশে শুভাংশু বলেন, 'তোমাদের অনেকেই একদিন মহাকাশে যাবে, এমনকি চাঁদে হাঁটতেও পারো।' মহাকাশ জীবনের মুহূর্ত, প্রশিক্ষণের গুরুত্ব এবং কীভাবে ওজনহীন অবস্থায় সুস্থ থাকা যায়, তা নিয়ে পড়ুয়াদের সঙ্গে নিজের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেন শুভাংশু। তিনি বলেন, 'আমরা সূর্যকে অনুসরণ করি না। আইএসএস প্রতি ৯০ মিনিটে একবার ঘোরে পৃথিবীকে। তাই দিনে ১৬ বার সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখি আমরা। তবে আমাদের সময়সূচি চলে গ্রিনউইচ মিন টাইম অনুসারে।'

মহাকাশে শরীরের পরিবর্তন প্রশ্নে শুভাংশু বলেন, 'পৃথিবীতে আমরা অভিকর্ষে বড় হই। কিন্তু মহাকাশে সেটা থাকে না। তাই পেশি ও হাড় দুর্বল হয়ে পড়ে। নিজেকে সুস্থ রাখার জন্য আমরা রোজ ট্রেড মিল, সাইক্লিং ও স্ট্রেংথ ট্রেনিং করি।' প্রশিক্ষণ সম্পর্কে শুভাংশু বলেন, 'জরুরি পরিস্থিতির জন্য দীর্ঘ প্রস্তুতি নিতে হয়। সেটা ভারতে হোক বা রাশিয়া ও অন্যান্য দেশে। দলগত কাজ ও সহানুভূতি খুব

গুরুত্বপূর্ণ। এটা নভশ্চরদের মনোবল বাড়াতে সাহায্য করে।' তিনি আরও বলেন, রোবোটিক্স ও কৃত্রিম মেধা মহাকাশে অনেক কাজ সহজ করে দেয়। তাঁর কথায়, 'রোবোটিক আর্মের মাধ্যমে আমরা ভিতরে ও বাইরে— দু'ধরনের কাজেই সাহায্য পাই।' সাকুল্যে ২০টি প্রশ্ন পাঠিয়েছিলেন পড়ুয়ারা। সাক্ষাৎকারের মেয়াদ ছিল মাত্র ১০ মিনিট। যতটা সম্ভব সব প্রশ্নের উত্তর দেন শুভাংশু।

এনকাউন্টারে হত দুষ্কৃতী

পাটনা, ৮ জুলাই : গুলির লড়াইয়ে প্রাণ গেল বিহারের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী গোপাল খেমকা খুনের মূল অভিযুক্তের। তার নাম বিকাশ ওরফে রাজা (২৯)। সোমবার রাত ২টো ২৫ মিনিটে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বিকাশের খোঁজে পাটনার দামারিয়া ঘাট এলাকায় আসে পুলিশের বিশাল বাহিনী। পুলিশ দেখে পালানোর চেষ্টা করে বিকাশ। সেই সময় গুলি ছোড়ে সে। পালটা জবাব দেয় পুলিশ। ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পরে বিকাশ। কোনও পুলিশ আধিকারিক অবশ্য হতাহত হননি।

বিতর্কে খাড়গে

নয়াদিল্লি, ৮ জুলাই : রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এবং প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের ভুল নাম উচ্চারণ করে বিতর্কে জড়ালেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। খাড়গে বলেন, 'আমাদের জল, জঙ্গল এবং জমি সুরক্ষিত হওয়া উচিত। তাই আমাদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। বিজেপি বলে ওরা মুর্মাকে এবং কোভিডকে রাষ্ট্রপতি করেছে। কিন্তু কেন? যাতে আমাদের সম্পদ, আমাদের জঙ্গল এবং জমি কেড়ে নেওয়া যায়। আম্বানি, আদানিরা এখন সবকিছুর দখলে রাখছে।' বিজেপির মুখপাত্র গৌরব ভাটিয়া বলেন, 'দ্রৌপদী মুর্মুর বিরুদ্ধে অবমাননাকর শব্দ প্রয়োগ করেছেন কংগ্রেস সভাপতি। উনি মহিলা, দলিত এবং আদিবাসী বিরোধী।'

বিমান দুর্ঘটনার তদন্ত রিপোর্ট পেশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৮ জুলাই : অবশেষে কেন্দ্রের হাতে জমা পড়ল আহমেদাবাদে এয়ার ইন্ডিয়ার ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনার প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্ট। মঙ্গলবার এয়ারক্রাফট অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো (এএআইবি) কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রকের কাছে ওই রিপোর্টটি জমা দেয়। বিমান দুর্ঘটনার কারণ এখনও স্পষ্টভাবে কিছু জানা যায়নি। কীভাবে এআই-১৭১ উড়ানটি আকাশে ওড়ার কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ভেঙে পড়ল, সেই ব্যাপারে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রয়েছে প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্টে। চলতি সপ্তাহের শেষদিকে রিপোর্টটি প্রকাশ্যে আনা হবে বলে খবর।

এদিকে সংসদের পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি (পিএসি)-র একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ডাকা হয়েছিল মঙ্গলবার। সেখানে অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রক, ডিজিসিএ, এএআই, বিসিএএস, এইআরএ-র শীর্ষ আধিকারিকদের পাশাপাশি এয়ার ইন্ডিয়ার সিইও

ড্রিমলাইনারকে সার্টিফিকেট এয়ার ইন্ডিয়ার

উইলসন ক্যাম্পবেল ও অন্যান্য বেসরকারি বিমান পরিবহণ সংস্থার প্রতিনিধিদেরও ডাকা হয়েছিল। আহমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনার প্রসঙ্গ ওঠে। বোয়িংয়ের ড্রিমলাইনার বিমানের মান নিয়েও প্রশ্ন করা হয়। বৈঠকে টাটাদের মালিকানাধীন সংস্থার তরফে সাফ জানানো হয়, বোয়িংয়ের ড্রিমলাইনার বিমান নিরাপদতম যাত্রীবিমানগুলির মধ্যে একটি। সারাবিশ্বে ১ হাজারেরও বেশি ড্রিমলাইনার বর্তমানে ব্যবহার করা হচ্ছে।

বৈঠকটি বিমানবন্দরে লেভি চার্জ নিয়ে ডাকা হয়েছিল। কিন্তু সেটি অচিরেই বিমান দুর্ঘটনা ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সূত্র জানিয়েছে, বৈঠকে উপস্থিত সাংসদরা সুরক্ষা প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। অডিটের দাবিও তোলেন। বৈঠক শেষে এনসিপি সাংসদ প্রফুল পটেল সাংবাদিকদের জানান, 'ভারতীয় বিমান পরিষেবা নিরাপদ। যাত্রীদের আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। তবে ডিজিসিএ -তে শীর্ষ পর্যায়ে দক্ষ জনবলের অভাব রয়েছে। অবসরপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞদের সাময়িকভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে।' অন্যদিকে পহলগামে জঙ্গি হামলার পর শ্রীনগর থেকে অন্যান্য শহরে বিমানের ভাড়া হঠাৎ বেড়ে যায়। পর্যটকরা বিপুল পরিমাণ অতিরিক্ত টাকা গুনে ঘরে ফিরতে বাধ্য হন। সেই প্রসঙ্গে পিএসি চেয়ারম্যান কেসি বেনুগোপাল বলেন, 'পহলগাম হামলার পরে এবং কুম্ভমেলার সময় বিমান ভাড়া যে হঠাৎ বেড়ে গিয়েছিল, তা নিয়ে আমরা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছি। বিমান পরিবহণ সংস্থাগুলিকে পরিষ্কার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ভাড়াবৃদ্ধি রুখতে একটি স্বচ্ছ ও নিয়ন্ত্রিত নীতি মানতে হবে।'

ভারতীয় বায়ুসেনা, হ্যাল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ট্রান্সপোর্টেশন সেফটি বোর্ডের প্রযুক্তি বিশারদরা এই তদন্তে শামিল হয়েছিলেন।

কসবা কাণ্ড

নাড্ডাকে তথ্যানুসন্ধানী টিমের রিপোর্ট

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৮ জুলাই : কসবা-কাণ্ডে গোটা পশ্চিমবঙ্গেই রাজনৈতিক বিতর্ক তুঙ্গে। ঘটনাস্থলে তদন্তে গিয়ে রাজ্যে 'আইনশৃঙ্খলা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়া'র অভিযোগ তুলেছে বিজেপির তথ্যানুসন্ধানী দল। মঙ্গলবার দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার হাতে তদন্ত রিপোর্ট তুলে দিলেন দলের নেতারা। তাঁরা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগ দাবি করেছেন।

বিজেপি প্রতিনিধিদলের সদস্য ও প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার ড. সত্য পাল সিং সাংবাদিক বৈঠকে জানান, 'পশ্চিমবঙ্গ ক্রমশ অরাজকতার দিকে এগোচ্ছে। যেখানে আইনজীবীদের তৈরি হওয়ার কথা, সেই প্রতিষ্ঠানে এক ছাত্রী ধর্ষণের শিকার হয়েছেন, এই ঘটনা গোটা দেশের জন্য লজ্জার।' তিনি বলেন, 'সবচেয়ে দুঃখজনক বিষয় হল, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একজন মহিলা। অথচ এই রাজ্যে নারী নির্যাতনের অধিকাংশ অভিযোগেই এফআইআর হয় না। যদি হয়ও, তা ঠিকমতো তদন্ত হয় না।

এমনকি এই মামলায় আমরা দেখেছি, অভিযুক্তদের নাম এফআইআর থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। শুধু নামের প্রথম অক্ষর রাখা হয়েছে। মূল অভিযুক্ত ও সহ অভিযুক্তের নামের আদ্যক্ষরও ইচ্ছাকৃতভাবে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ৪৫ বছরের পুলিশি জীবনে এমন উদাহরণ আমি দেখিনি।'

তিনি আরও দাবি করেন, মূল অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আগে একাধিক অভিযোগ থাকলেও প্রশাসন তা উপেক্ষা করেছে। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কলেজ পরিচালন সমিতির চেয়ারম্যান তথা স্থানীয় তৃণমূল বিধায়কের সুপারিশে নিয়োগ করা হয়েছিল বলেও তিনি দাবি করেন।

বিজেপি সাংসদ ও প্রতিনিধিদলের সদস্য বিপ্লব দেব বলেন, 'সরকারি আইন কলেজের নিরাপত্তার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল একটি বেসরকারি সংস্থাকে, যা স্থানীয় তৃণমূল নেতার সুপারিশেই হয়েছিল। এই নিরাপত্তাহীনতাই এমন ভয়াবহ ঘটনার জন্ম দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর উচিত অবিলম্বে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা, না হলে তাঁকে পদত্যাগ করতে হবে।'

এদিন বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা বলেন, 'এই রিপোর্ট স্পষ্ট করে দিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে এখন আর আইনের শাসন নেই। সন্দেশখালি, আরজি কর হাসপাতালের ঘটনা কিংবা আইন কলেজের ধর্ষণ, প্রতিটি ক্ষেত্রেই রাজ্য সরকারের নীরবতা, নিষ্ক্রিয়তা ও অপরাধীদের রক্ষা করার প্রবণতা একই রকম। মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে সরকার সম্পূর্ণ উদাসীন।'

পরিবারকে বাঁচাতে গিয়ে মৃত্যু তরুণের

টেক্সাস, ৮ জুলাই : চারিদিকে শুধু জল আর জল। বন্যা-ভূমিধসে টেক্সাসে পরিস্থিতির ক্রমশ অবনতি হচ্ছে। ইতিমধ্যে মৃতের সংখ্যা পেরিয়েছে ১০৪। নিখোঁজ বহু। এই পরিস্থিতিতে পরিবারকে বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ হারালেন বছর ২৭-এর জুলিয়ান আয়ান। ঘরে ক্রমাগত জল ঢুকছে দেখে স্ত্রী, সন্তান ও মাকে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দিতে ঝুঁকি নিয়ে জানলার কাচ ভেঙে ছাদে উঠতে চেয়েছিলেন আয়ান। কিন্তু কাচের টুকরোয় হাতের ধমনী কেটে যায় তরুণের। নিজের আঘাতকে উপেক্ষা করে পরিবারকে সুরক্ষিত করলেও অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে মৃত্যু হয় আয়ানের।

প্রবল বন্যায় মাথার ছাদ হারিয়ে দিশাহারা টেক্সাসবাসী। ইতিউতি ভাসছে কম্বল, টেডিবিয়ার, খেলনা। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রশাসনের। সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত কের কাউন্টি। দুর্যোগ থামার কোনও লক্ষণ নেই। আগামী দু-দিন জারি রয়েছে ভারী বৃষ্টি-বন্যার সতর্কতা। পাঁচদিন পেরোলেও খোঁজ মেলেনি সামার ক্যাম্পের ২৭ পড়ুয়ার। উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই বিপর্যয়কে ১০০ বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ পরিস্থিতি বলে ঘোষণা করেছেন তিনি।

ভারতের সঙ্গে চুক্তি শীঘ্রই : ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ৮ জুলাই : একসঙ্গে ১৪টি দেশের ওপর নতুন করে শুল্ক বসানোর ঘোষণা করার মাঝেই প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি প্রায় সম্পন্ন হওয়ার পথে।

ট্রাম্প বলেন, 'আমরা ইতিমধ্যে ব্রিটেন ও চিনের সঙ্গে চুক্তি করেছি। ভারতের সঙ্গে চুক্তি সংক্রান্ত আলোচনা প্রায় শেষ ধাপে পৌঁছে গিয়েছে।' তিনি জানান, যেসব দেশের সঙ্গে সমঝোতা সম্ভব হচ্ছে না, তাদের যুক্তরাষ্ট্র কেবল 'চিঠি পাঠিয়ে'ই বাড়তি শুল্ক বসানোর কথা জানিয়ে দিচ্ছে। তাঁর কথায়, 'আমরা অবিচার করব না। কোনও দেশ তাদের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে পারলে আমরা কিছুটা ছাড়ও দিতে পারি। আলোচনার দরজা খোলাই রয়েছে।'

১ অগাস্ট থেকে নতুন শুল্ক কার্যকর হতে চলেছে। এর ফলে বাংলাদেশ, থাইল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানের মতো দেশগুলি সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা।

ট্রাম্প হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, কোনও দেশ মার্কিন পণ্যের ওপর পালটা শুল্ক বসালে সেটাও আমেরিকার শুল্কে যোগ হবে। যেমন, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়াকে পাঠানো চিঠিতে তিনি লিখেছেন, 'আপনারা যদি আমাদের পণ্যে বাড়তি শুল্ক বসান, তাহলে তার পরিমাণটুকু আমরা আমাদের ২৫ শতাংশ শুল্কে যোগ করব।'

ভারত ও আমেরিকার মধ্যে চলতি আলোচনার মূল বিতর্ক কৃষি ও দুগ্ধজাত পণ্যের বাজার খোলা নিয়ে। যুক্তরাষ্ট্র চায়, ভারত যেন তাদের জেনেটিক্যালি পরিবর্তিত (জিএম) শস্য ও দুগ্ধজাত পণ্যের বাজারে প্রবেশের সুযোগ দেয়। এই দাবিকে 'কৃষকের জীবিকা ও খাদ্য নিরাপত্তার জন্য হুমকি' মনে করে ভারত।

ভারতের অর্থনীতির মাত্র ১৬ শতাংশ কৃষি-খাত থেকে আসে। দেশের প্রায় অর্ধেক মানুষ কৃষিনির্ভর। তাই বিদেশি সস্তা কৃষিপণ্য এলে দেশের বাজারে দামে ধস নামার আশঙ্কা। ভারত সাধারণত কৃষিকে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির বাইরে রাখে। আমেরিকাকে বাজারে ঢোকার ছাড় দিলে একই সুবিধা অন্য দেশগুলিকেও দিতে হতে পারে।

ভারত চাইছে, দেশীয় রপ্তানির ওপর আমেরিকা যেন শুল্ক কমায়। বিশেষ করে চর্মশিল্প, পোশাক ও জুতো-র মতো ক্ষেত্রগুলিতে। এই খাতগুলি বহু মানুষের কর্মসংস্থানের সঙ্গে জড়িত। ভারতের দাবি, দুই দেশের রপ্তানিতে ভারসাম্য না এলে ২০৩০ সালের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ৫০,০০০ কোটি ডলারে পৌঁছোনো সম্ভব নয়। দু'দেশই আপাতত একে অপরের রপ্তানি পণ্যের ওপর কিছু শুল্ক কমাতে বা তুলে নিতে রাজি হয়েছে। এর মূল লক্ষ্য — রেসিপ্রোক্যাল ট্যারিফ কাট বা একে অপরকে সমান সুযোগ দেওয়া। এখন দেখার, কৃষি ও দুধের মতো স্পর্শকাতর ক্ষেত্রগুলিকে এড়িয়ে ভারত-আমেরিকা 'মিনি ট্রেড ডিল' কতদূর এগোয়।

কুকুরের ডাকে প্রাণ বাঁচল ৬৭ জনের

সিমলা, ৮ জুলাই : কুকুর শুধু প্রভুভক্তই নয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্বাভাসও দিতে পারে। তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আছে কি না তার প্রমাণ নেই বটে, কিন্তু পরিবেশগত পরিবর্তনের প্রতি তার সংবেদনশীলতা তাকে ভূমিকম্প, ঝড় কিংবা প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে আগাম বুঝতে সাহায্য করে। অতিরিক্ত ঘেউ ঘেউ করে সে সতর্ক করে দেয় পরিবারকে, বুঝিয়ে দেয় বিপদ আসছে। হিমাচলপ্রদেশের মান্ডি জেলার অতি সম্প্রতি একটি গ্রামের ২০টি পরিবারের ৬৭ জনকে রাক্ষুসে হড়পা আর ধসের হাত থেকে বাঁচিয়ে দিল এক সারমেয়।

রাত নিঝুম। ঘড়ির কাঁটা একটার ঘরে। মুষলধারায় বৃষ্টি হয়েই চলেছে হিমাচলপ্রদেশের মান্ডি জেলার ধরমপুরের সিয়াথি গ্রামে। গ্রামবাসী ঘুমের কোলে। নরেন্দ্র নামে এক বাসিন্দার বাড়ির তিন তলায় চিৎকার শুরু করল বাড়ির পোষা কুকুর। ঘুমের ব্যাঘাত না ঘটাতে কুকুরকে চুপ করাতে গিয়ে দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে তাঁর চক্ষু চড়কগাছ। সেখানে ফাটল। নরেন্দ্র দুড়দাড় করে নেমে পরিজনদের জাগিয়ে বাইরে এসে গ্রামের অন্যদের জাগান। তাঁর চিৎকারে গ্রামের সব পরিবার বাইরে এসে দেখেন, পাহাড় থেকে ভয়ংকর কিছু নেমে আসছে। দুর্ধর্ষ গতিতে ছুটতে ছুটতে তাঁরা আশ্রয় নেন গ্রামের সবচেয়ে উঁচু জায়গা নয়নাদেবীর মন্দিরে। তাঁদের আশ্রয় নেওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যে পাহাড় থেকে নেমে আসা হড়পা বান আর ধসে তলিয়ে গেল আস্ত বাড়িগুলি। তিল তিল করে গড়ে তোলা বেশিরভাগ বাড়ি চোখের

বন্যায় বিপর্যস্ত হিমাচলপ্রদেশ

নিমেষে নিশ্চিহ্ন। গ্রামবাসীদের দু'চোখে তখন বাঁধভাঙা বন্যা। সব শেষ। কিছুই বাঁচল না। সেই কৃতিত্ব কিন্তু এক সারমেয়র।

হিমাচলে এবারের দুর্যোগে ৭৮ জনের মৃত্যু হয়েছে।

ট্রাম্পকে শান্তির নোবেল, সুপারিশ নেতানিয়াহুর

ওয়াশিংটন, ৮ জুলাই : পাকিস্তানের পর এবার ইজরায়েলও চাইছে নোবেল শান্তি পুরস্কার উঠুক আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের হাতে। ভারত-পাক সংঘর্ষ বিরতির জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্টকে নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়া উচিত বলে জানিয়েছিল পাকিস্তান। নোবেল কমিটিকে সেই প্রস্তাবও জানিয়েছিল তারা। এবার বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ট্রাম্পকে নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত করার কথা জানিয়ে দিয়েছেন ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু।

সোমবার হোয়াইট হাউসে এক বৈঠকে নেতানিয়াহু ট্রাম্পের হাতে এই মনোনয়নের চিঠি তুলে দেন।

নেতানিয়াহু বলেন, 'আমি শান্তি পুরস্কারের জন্য আপনার নাম মনোনীত করে নোবেল কমিটিকে যে চিঠি লিখেছি, সেটি আজ আপনার হাতে তুলে দিচ্ছি। আপনি এই সম্মান পাওয়ার যোগ্য এবং আপনারই পাওয়া উচিত।'

এই মনোনয়ন পেয়ে কিছুটা বিস্মিত হলেও নেতানিয়াহুর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ট্রাম্প বলেন, 'আমার কাছে এটা অভাবনীয় সম্মান। বিশেষ করে আপনার কাছ থেকে এ সম্মান পাওয়াটা আমার কাছে খুব অর্থবহ ও আনন্দের। অনেক অনেক ধন্যবাদ।' এরপরই তিনি বলেন, 'আমি যুদ্ধ থামাচ্ছি। কারণ, মানুষের মৃত্যু আমার ভালো লাগে না।'

'বিশ্বব্যাপী শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা'য় ট্রাম্পের ধারাবাহিক ভূমিকার প্রশংসা করে নেতানিয়াহু বলেন, 'বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে তাঁর নেতৃত্ব প্রশংসনীয়। আমাদের দুই দেশের যৌথ প্রয়াস এক অসাধারণ জুটি তৈরি করেছে।' তিনি আরও বলেন, 'ট্রাম্প এখন একের পর এক দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করছেন।'

সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা

উদ্বিগ্ন এক্স

নয়াদিল্লি, ৮ জুলাই : ভারতে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে এবার একরাশ উদ্বেগ প্রকাশ করল ধনকুবের এলন মাস্কের জনপ্রিয় সামাজিক মাধ্যম 'এক্স'। যদিও কেন্দ্রীয় সরকার ওই উদ্বেগ অমূলক বলে সরাসরি খারিজ করে দিয়েছে। সম্প্রতি রয়টার্স ও রয়টার্স ওয়ার্ল্ডের এক্স অ্যাকাউন্টটি ব্লক করা হয়েছিল। পরে অবশ্য সেটি আনব্লক করা হয়। রয়টার্সকে রুদ্ধ করার ঘটনায় মঙ্গলবার মাস্কের সংস্থার তরফে বলা হয়, গত সপ্তাহে ৩ জুলাই ভারত সরকার এদেশে ২৩৫৫টি অ্যাকাউন্ট ব্লক করার নির্দেশ দিয়েছিল এক্সকে। সেগুলির মধ্যে রয়টার্সের অ্যাকাউন্টও ছিল। তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৬৯এ ধারায় ওই অ্যাকাউন্টগুলি ব্লক করতে বলা হয়েছিল। না করলে অপরাধমূলক দায়িত্ব তাদের কাঁধে বর্তাবে বলে সতর্কও করে দেওয়া হয়।

এক্সের বক্তব্য, 'কেন্দ্রীয় তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রক কোনওরকম কারণ না দেখিয়েই একঘণ্টার মধ্যে নির্দেশ মানতে বলেছিল। রয়টার্সের অ্যাকাউন্ট ব্লক করার বিষয়টি নিয়ে শোরগোল শুরু হওয়ার পরই সেটি আনব্লক করার অনুরোধ করে কেন্দ্র। এক্স বলেছে, 'এইভাবে ব্লক করার নির্দেশের মাধ্যমে ভারতে যেভাবে সংবাদমাধ্যমের ওপর সেন্সরশিপ জারি করা হচ্ছে তাতে আমরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। এক্স সমস্ত আইনি দিক খতিয়ে দেখছে। ব্যবহারকারীদের মতো এক্সও ভারতীয় আইন মেনে চলে। আমরা ব্যবহারকারীদের আইনি সমাধান খোঁজার আর্জি জানাচ্ছি।'

এক্সের বক্তব্যের বিরোধিতা করে কেন্দ্র বলেছে, 'সরকার ৩ জুলাই নতুন করে ব্লক করার নির্দেশ দেয়নি। রয়টার্স, রয়টার্স ওয়ার্ল্ডের মতো বিখ্যাত সংবাদ চ্যানেলগুলি ব্লক করার কোনও অভিপ্রায়ও সরকারের নেই। যে মুহূর্তে রয়টার্স ও রয়টার্স ওয়ার্ল্ডের এক্স হ্যান্ডেল ব্লক করা হয়, তখনই পত্রপাঠ এক্সকে চিঠি লিখে সেগুলি আনব্লক করতে বলেছিল সরকার।' কেন্দ্রের দাবি, এলন মাস্কের সংস্থা অহেতুক এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত প্রযুক্তিগত বিষয়গুলিকে নিয়ে জলঘোলা করছে। সরকার লাগাতার ৫ জুলাই রাত থেকে এক্সের অ্যাকাউন্ট আনব্লক করার চেষ্টা করেছে।

টেক্সাসে দুর্ঘটনা, মৃত ৪ ভারতীয়

অস্টিন, ৮ জুলাই : মুহূর্তে আনন্দ পরিণত হল বিষাদে। ছুটি কাটাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে এক ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল চার ভারতীয়র। তাঁরা হায়দরাবাদের বাসিন্দা। আটলান্টায় আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করে ফেরার পথে দুর্ঘটনায় পড়ে তাঁদের গাড়ি। হঠাৎ একটি ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি ধাক্কা লাগে গাড়িটির। সঙ্গে সঙ্গে আগুন ধরে যায় এসইউভিটিতে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় চারজনের। রবিবার টেক্সাসের ডালাসের কাছে গ্রিন কাউন্টি হাইওয়েতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। তদন্ত চলছে। তাঁদের দেহ হায়দরাবাদে আনার তোড়জোড় চলছে। মৃত চারজন হলেন ভেঙ্কট বেজুগাম ওরফে শ্রী ভেঙ্কট, তাঁর স্ত্রী তেজস্বিনী ছোলেতি, তাঁদের দুই সন্তান সিদ্ধার্থ ও মৃদা। এর আগে ২০২৪-এর সেপ্টেম্বরে টেক্সাসে পথ দুর্ঘটনায় এভাবেই মৃত্যু হয়েছিল চার ভারতীয়র।

কেরলে 'বান্টি-বাবলি'র খোঁজে পুলিশ

তিরুবনন্তপুরম, ৮ জুলাই : রুপোলি পর্দার প্রতারক জুটি বান্টি আউর বাবলির দেখা মিলল বাস্তবের মাটিতে।

বছরের পর বছর 'ভরসা' আর বিপুল 'মুনাফা'র মিষ্টি গল্প শুনিয়ে সরলমতি আমানতকারীদের মাথা মুড়িয়েছেন কেরলের এক দম্পতি টমি আর শাইনি। তাঁদের স্বপ্নের সাম্রাজ্যের নাম ছিল এ অ্যান্ড এ চিটস অ্যান্ড ফিন্যান্স। ঝাঁ চকচকে অফিস ছিল বেঙ্গালুরুর রামামূর্তি নগরে। আর আমানতকারীদের কাছে তাঁরা ছিলেন প্রায় 'দেবদূত'।

সিকি শতকেরও বেশি সময় ধরে এই দম্পতি এমনভাবে কাজ চালিয়ে গিয়েছেন যে, কেউ ভাবতেই পারেননি, এতদিনে তাঁরা আসলে চিটফান্ডের 'মাস্টারশেফ'। প্রতি মাসে ১৫-২০ শতাংশ রিটার্ন! শুনলেই মনে হয়, ব্যাংকগুলি বুঝি লালবাতি জ্বেলেছে! লোকজন ভরসা করে জীবনের সঞ্চয়, এমনকি জমিজমাও বিক্রি করে লগ্নি করেছিলেন কেরলীয় বান্টি-বাবলির কোম্পানিতে।

কিন্তু হঠাৎ করেই সেই মাসিক মুনাফার ট্রেন থেমে গেল। টাকা আসা বন্ধ। আর টমি-শাইনি? দু'জনেই গায়েব! অফিসেও তালা। অভিযুক্ত দম্পতি ফোন তো ধরেনই না, মনে হয়

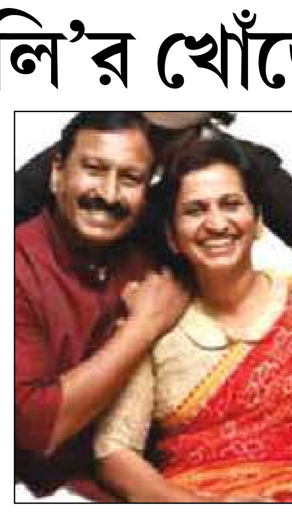

তাঁদের মোবাইল ফোন তাঁদের উপর রাগ করে বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

অভিযোগ পাওয়ার পর দেরিতে হলেও তদন্তে নেমেছে পুলিশ। মামলা দায়ের হয়েছে ফেরেব্বাজ দম্পতির বিরুদ্ধে। উদ্ধারের চেষ্টা চলছে হারানো টাকার। একটা সময় যাঁরা টমি-শাইনির অফিসে চা খেতে খেতে ভবিষ্যতের প্ল্যান করতেন, এখন তাঁরা হত্যে দিয়ে পড়েছেন থানার বারান্দায়।

এবার থেকে কেউ ব্যাংকের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি সুদ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি সহ বিনিয়োগের টোপ দিলে বুঝবেন, এটা গ্যারান্টেড ঘাপলা ছাড়া কিছু নয়।

কিশোর নিয়ে আশা জোরদার, তাহলে আমির? চুপ অনুরাগ

ঠোঁটে কুলুপ দিয়ে বসে আছেন অনুরাগ বসু। অবশ্য স্বভাবে তিনি বরাবরই শান্ত। তাই 'মেট্রো ইন দিনো'র সাফল্যের পরও একদম চুপ। সেভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাননি, কারণ এখন তাঁর পরের চিন্তাভাবনা শুরু হয়ে গেছে।

সেটা অবশ্য অনেক আগের চিন্তা। এখনো করে যাচ্ছেন। ছবিটা আর করে উঠতে পারছেন না। আজ প্রায় ১২ বছর ধরে চেষ্টা করে যাচ্ছেন। কথার পর কথা চলছে, কিন্তু প্রতিবারই কোনও না কোনও আপত্তিতে সেটা আর হয়ে উঠছে না। বুঝতে পারছেন কী সেই ছবি? কিশোরকুমারের বায়োপিক। আমির খানের সঙ্গে ২০২৪ সালেও শেষবার এই নিয়ে কথা বলেছেন অনুরাগ। তার আগে আরও বার তিনেক কথা হয়েছে। কিন্তু কিশোরের পরিবার থেকে কপিরাইট ইস্যুর বিষয়টি তোলা হয়েছে বলে এতদিন কাজ এগোয়নি। এখন কি মিটেছে? বলা মুশকিল। কারণ কিছুই বলতে চাইছেন না অনুরাগ বসু। যতক্ষণ না সমস্ত চূড়ান্ত হয়ে চুক্তি সই হচ্ছে, ততক্ষণ কিছুই বলতে পারছেন না তিনি। বলতে চাইছেনও না। তাই আমির

খান এই বায়োপিকে কাজ করবেন কি না, সরকারিভাবে কিছুই জানানো হয়নি। এর আগে একবার রণবীর কাপুর আর আমির খানকে নিয়ে কাজ করতে চেয়েছিলেন অনুরাগ। সে কাজটাও হয়নি। তাই এখন আর কিশোরকুমারকে নিয়ে একটাও কথা খসাচ্ছেন না অনুরাগ বসু। কিন্তু আভাস বলছে, এবছর, নয়তো আগামী বছরের শুরুতে কিশোরকুমার হয়ে শুটিং শুরু করবেন আমির খান।

প্রিয়াংকার মেয়ের বন্ধু কে?

প্রিয়াংকা চোপড়ার মেয়ে মালতী মেরি। তার বেস্ট ফ্রেন্ডের নাম জানেন? আয়াত খান শর্মা। বলুন তো সে কে? সলমন খানের ভাগ্নি। অবাক হচ্ছেন তো? একজন মুম্বইয়ে, আরেকজন আমেরিকায়। তাদের বন্ধুত্ব কীভাবে হল? হয়েছে হয়েছে। এমনিতে সলমন আর প্রিয়াংকার মধ্যে সম্পর্ক খুবই ভালো। একসঙ্গে অনেক কাজই করেছেন দুজনে। সেই সূত্রে সলমনের পরিবারের সঙ্গে, বিশেষ করে সলমনের বোন অর্পিতার সঙ্গেও প্রিয়াংকার বন্ধুর মতো সম্পর্ক।

অর্পিতা এবার তাঁর মেয়ে আয়াতকে নিয়ে আমেরিকা গিয়েছিলেন। সেখানে লস অ্যাঞ্জেলেসে প্রিয়াংকার বাড়িতে দেখা করতে যান তাঁরা। ব্যস, সেখানেই মালতী আর আয়াতের মধ্যে তুমুল ভাব হয়ে গেল। একে অন্যকে ছাড়তেই চায় না। হাত ধরে আয়াতকে নিয়ে সারা বাড়ি ঘুরে বেড়াল মালতী। আর কত গল্প, কত গল্প!

প্রিয়াংকা তাদের ছবি তুলেছেন। ভিডিও করেছেন। ইন্সটাগ্রামে শেয়ার করেছেন তিনি। সেই মিষ্টি ছবি দেখে তাঁর অনুরাগীরা তো আহ্লাদে আটখানা।

ওয়ার ২, শেষ হল শুটিং

২০১৯ সালের ছবি ওয়ার। তারই সিক্যুয়েল ওয়ার ২ ছবির শুটিং শেষ হল। হৃতিক রোশন ছবিতে নায়ক, তিনি র-এজেন্ট মেজর কবীর ধালিওয়াল। ছবির অন্যতম আকর্ষণ জুনিয়ার এন টিআর, তিনিই ভিলেন। নায়িকা কিয়ারা আডবানি। পরিচালনায় অয়ন মুখোপাধ্যায়। শুটিং শেষের খবর দিয়ে বেশ আবেগতাড়িত পোস্ট করেছেন হৃতিক। তিনি লিখছেন, 'একটা মিশ্র অনুভূতি হচ্ছে। ১৪৯ দিনের শুটিং শিডিউল, অ্যাকশন ড্রামা, গাড়ির চেজিং, রক্ত, ঘাম-- আদি ও অয়নের এই সিনেমাটিক অভিজ্ঞতা উপভোগ করার জন্য আর অপেক্ষা করতে পারছি না।' তিনি ছবির সঙ্গে যুক্ত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। জুনিয়ার এন টি আরও লিখেছেন, 'ওয়ার ২ ছবির শুটিং শেষ হল। হৃতিক রোশন স্যারের এনার্জি অন্য মাত্রার। আমি অনেক কিছু শিখেছি। পরিচালক অয়ন মুখোপাধ্যায় তো বিস্ময়কর। তিনি একটি সারপ্রাইজ প্যাকেজ তুলে দিচ্ছেন দর্শকদের।'

ছবির মুক্তি ১৪ অগাস্ট হিন্দি, তামিল, তেলুগু ভাষায়।

নেপোকিডদেরই বিরুদ্ধে আহান পান্ডে

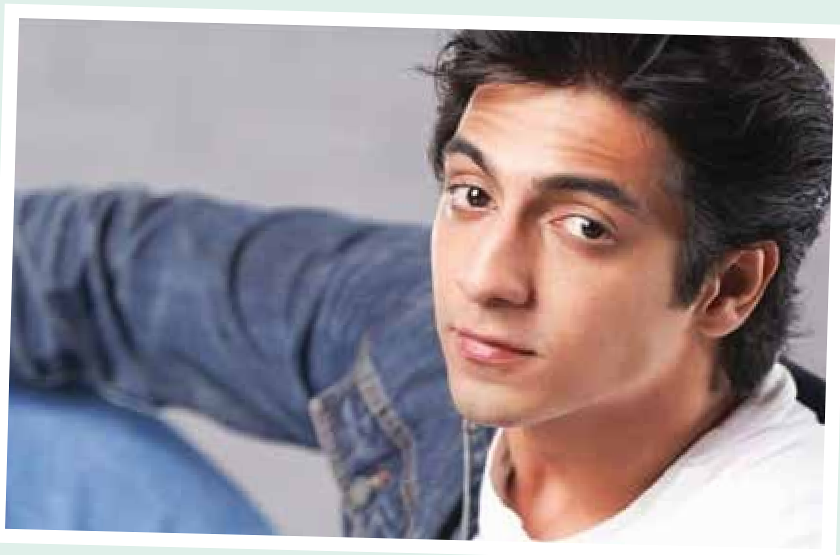

যশ রাজ ফিল্মের ছবি সাইয়ারার ট্রেলার প্রকাশ্যে এল। ছবির নায়ক-নায়িকা নবাগত আহান পান্ডে ও অনীত পাড্ডা। আহান অনন্যা পান্ডের তুতোভাই। ইউটিউব ইনফ্লুয়েন্সার আলানা পান্ডের ভাই। ফলে নেপোকিডের তকমা আহানের আছে, তাই নিয়ে বেশ কথাবার্তাও হচ্ছে। ছবির ট্রেলারে দেখা গেল নেপোটিজমের বিরোধিতা করেই কথা বলেছেন আহান। তাঁর চরিত্রের নাম কৃশ কাপুর।

ট্রেলারে দেখা যায়, সংগীত জগতের কোনও বিশেষ ব্যক্তিকে তিনি বলেন, 'তোমার কাজ সংগীতের সঠিক লোকের পর্যালোচনা করা। ওই ব্লু টিক সেলেবরা হাঁচলেও তোমরা বলো, ওদের হাঁচিতে মেলোডি আছে, কিন্তু যখন আসল শিল্পীরা তাদের কাজে আত্মাটাও দিয়ে দেয়, তখন কি পায় তারা?' বাস্তবিকই নেপোটিজমের বিরোধিতা করেছেন তিনি। ট্রেলারে দেখা যাচ্ছে তিনি নিজের পরিচয় দিয়ে বলছেন, 'কৃশ কাপুর। নামটা কখনও ভুলবে না। নামটা বলো একবার।'

মোহিত সুরি পরিচালিত ছবি আশিকি ২-এর সঙ্গে এই ছবির মিল-- ছবির টিজার বেরোতেই নেটমহলের তা চোখে পড়ে। এখন কৃশ কাপুর সংগীত জগতে যেভাবে নিজেকে প্রমাণ করার যুদ্ধে নেমেছে, তাতে সেই তুলনা আরও বেড়ে গেল, নিঃসন্দেহে। অনীত এখানে বাণী, তিনি গীতিকার। কৃশের জন্য গান লেখার পরিসরেই দুজনের প্রেম। তারপর তাদের প্রেম দানা বাঁধে। ট্রেলারের শেষে হাতে ছুরি নিয়ে বাণী কৃশকে চলে যেতে বলে। কৃশের চোখে জল...মোহিত নতুনদের নিয়ে কাজ করতে চাইছিলেন না কারণ তাদের অভিনয় দক্ষতা তাঁকে খুশি করে না। তবে আহান ও অনীত তাঁকে সন্তুষ্ট করেছে বলে মোহিত জানিয়েছেন।

মুক্তির আগেই রামায়ণের ১০০০ কোটির ব্যবসা

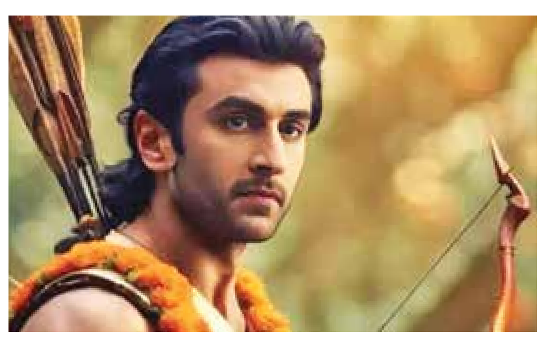

নীতেশ তিওয়ারি পরিচালিত রামায়ণের প্রথম ঝলক বেরোল ৪ জুলাই। তার মধ্যেই বড় অঙ্কের অর্থ চলে এল ছবির প্রযোজক নমিত মালহোত্রার সংস্থা প্রাইম ফোকাস স্টুডিওর ঝুলিতে। বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ জানিয়েছে জুনের শেষ থেকে ১ জুলাইয়ের মধ্যে সংস্থার শেয়ার মূল্য ১১৩ থেকে ১৪৯ হয়েছে। টিজার বেরোনোর পর এক ধাক্কায় এর শেয়ার মূল্য হয়েছে ১৭৫। মার্কেট ক্যাপ হয়েছে ৫,৬৪১ কোটি। ফলে ছবির মার্কেট হোল্ডিং লাফিয়ে হয়েছে ১,০০০ কোটি, মাত্র ৪৮ ঘণ্টায়। শোনা গিয়েছে, প্রায় ১,৬০০ কোটি বাজেটের ছবিতে প্রতি পর্বের জন্য রণবীর কাপুর নিয়েছেন ৭৫ কোটি। ছবিতে সীতা হয়েছেন সাই পল্লবী, রাবণ হয়েছেন যশ, রবি দুবে হয়েছেন লক্ষ্মণ। ছবির ভিএফএক্স এবং তার জমকালো মেকিং দর্শকদের দারুণ আকর্ষণ করেছে।

একনজরে সেরা ৫

মধুর ছবি

মধুর ভান্ডারকর তাঁর ১৬তম ছবি দ্য ওয়াইভস-এর কথা ঘোষণা করলেন। এতে বলিউডের তারকা-ঘরণীদের জীবন, তাঁদের স্ক্যান্ডাল, গসিপ, বিলাস ইত্যাদি উঠে আসবে, যে বিষয়ে আমরা জানি কিন্তু গুরুত্ব দিই না। মধুরের নিজের স্টাইলেই গল্প এগোবে, নিঃসন্দেহে। অভিনয়ে মৌনী রায়, সোনালি কুলকার্নি, রেজিনা কেসান্ড্রা, রাহুল ভাট প্রমুখ।

অজয়ের আগ্রহ

তেলেঙ্গানায় বিশ্বমানের স্টুডিও করার উদ্দেশে অজয় দেবগণ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রেবন্থ রেড্ডির সঙ্গে বৈঠক করেছেন, দিল্লিতে। এই স্টুডিওতে অ্যানিমেশন, ভিস্যুয়াল এফেক্টস ও এআই-পাওয়ার্ড স্মার্ট স্টুডিওর সুবিধা থাকবে। এছাড়া একটি স্কিল ডেভেলপমেন্ট ইন্সটিটিউট হবে নতুন প্রতিভাদের তুলে আনতে। তিনি সরকারি সহযোগিতা চেয়েছেন এ ব্যাপারে, মুখ্যমন্ত্রী তাঁর পরিকল্পনা পছন্দও করেছেন।

১৭ বছর পর

আমির খান ও মনসুর খান ১৭ বছর পর আবার একসঙ্গে কাজ করেছেন। জুনেইদ খান ও সাই পল্লবী অভিনীত একদিন-এর প্রযোজক এই দুজন। শেষ ওঁরা কাজ করছেন জানে তু ইয়া জানে না-তে। একদিন-এর পরিচালক সুনীল পান্ডে। নভেম্বরের ৭ তারিখে এই নতুন জুটির ছবি মুক্তি পাবে, অন্তত তাই ঠিক আছে।

স্মিথ থাকবেন?

আল্লু অর্জুন ও দীপিকা পাড়ুকোন অভিনীত সাই-ফাই ফিল্ম এএটুটুxএ৬ (ওয়ার্কিং টাইটেল)-এ হলিউড অভিনেতা উইল স্মিথকে দেখা যেতে পারে বলে শোনা যাচ্ছে। তা যদি হয় তাহলে এই ৮০০ কোটির ছবিই হবে উইলের প্রথম ভারতীয় ছবি এবং প্রমাণ হবে ভারতীয় ছবি দ্রুত বিশ্বমানে পৌঁছোচ্ছে। স্মিথ হবেন প্রধান ভিলেন।

অনাগতর জন্য

আমস্টারডমে ট্যুর চলছে শ্রেয়া ঘোষালের। সেখানে এক অন্তঃস্বত্ত্বা অনুরাগিনী তাঁর কাছে এসেছিলেন। তাঁর সামনে হাঁটুমুড়ে বসে শ্রেয়া গেয়ে ওঠেন পরিণীতা ছবির গান, পিউ বোলে। বিস্মিত গায়িকা টের পান, গর্ভের সন্তানের নড়াচড়া! এই ভিডিও ভাইরাল হতে নেটমহলে সাড়া পড়ে যায়। শ্রেয়া ও অনাগত সন্তানের জন্য শুভেচ্ছার বন্যা।

মনে মনে গৌরীর সঙ্গে বিয়ে হয়ে গিয়ে

এ কথা বলেছেন আমির খান। সিতারে জমিন পর ছবির সাফল্য উপভোগ করছেন তিনি। তার মধ্যে নানা অনুষ্ঠানে যাচ্ছেন এবং সেখানে পেশার সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন যেমন আমির ও তাঁর বর্তমান প্রেমিকা গৌরী প্রাটের সম্পর্ক ও বিয়ে নিয়ে প্রশ্ন হচ্ছে। তখনই তিনি এ কথা বলেন। গৌরীর সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কের কথা আমির প্রকাশ্যে আনেন তাঁর ৬০তম জন্মদিনে। এবার তাঁদের আনুষ্ঠানিক বিয়ের কথা উঠলে তিনি বলেন, 'আমরা দুজনেই ভীষণ সিরিয়াস আমাদের সম্পর্কে ব্যাপারে। আমাদের দুজনের একে অপরের প্রতি দায়বদ্ধতাও শক্তপোক্ত। আমরা একে অপরের সঙ্গী, মানে আমরা তো একসঙ্গেই আছি। তবে বিয়েটা, আলাদা ব্যাপার। আনুষ্ঠানিক বিয়ের বিষয়ে আমরা আরও কিছুদিন পরে ভাবব। প্রসঙ্গত, গৌরী বেঙ্গালুরুতে থাকেন এবং সিনেমার সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক নেই। তিনি দিল চাহাতা হ্যায় ও লগান—এই দুটি ছবি কেবল দেখেছেন।

রাহা আমার ডাল, চাল

মেয়ে রাহা কাপুরকে নিয়ে এরকম মন্তব্য করেছেন রণবীর কাপুর। সংবাদমাধ্যমে নয়, এই কথা তিনি বলেছেন তাঁর সহকর্মী ইন্দিরা কৃষ্ণনকে। তাঁরা দুজন রামায়ণে কাজ করেছেন। ইন্দিরা হয়েছেন কৌশল্যা, রণবীর রাম। রণবীরের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে ইন্দিরা বলেছেন, 'রণবীর যেভাবে সহকর্মীদের সঙ্গে ব্যবহার করে, ওর মতো তারকার কাছ থেকে তা অপ্রত্যাশিত। ওর চরিত্রের যে দিকটা আমার সবথেকে ভালো লেগেছে তা হল রাহার প্রতি দায়বদ্ধতা, রাহার জন্য ও সব করতে পারে। ও আমাকে বলেছে, রাহা আমার ডাল-চাল। যে সরলতা, যে স্নেহ নিয়ে ও মেয়ের সম্পর্কে কথা বলত, তা আমি ভুলতে পারি না। সবথেকে বেশি মনে আছে, একদিন শুটিংয়ে এসে বলল, রাহার সঙ্গে দৌড়োতে গিয়ে মাসল পুল হয়েছে।' তিনি এর সঙ্গে যোগ করেছেন তাঁর সঙ্গে রণবীরের ব্যবহারের কথা। তিনি বলেছেন, 'ও আমার চেয়ার এগিয়ে দিত, আমার সম্পর্কে খোঁজখবর নিত। এরকম আমি কাউকে করতে দেখিনি।'

ছোট্ট তারা

গঙ্গারামপুরের টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ পাবলিক স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র সোমক চৌধুরী। ছবি আঁকার প্রতি তার ভীষণ আগ্রহ। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে পুরস্কার পেয়েছে।

ক্রেতার অপেক্ষায়। রায়গঞ্জের ঘড়ি মোড়ে ছবিটি তুলেছেন দিবাকর সাহা।

স্মৃতির পাতায় সিনেমা হল

একটা সময় ছিল যখন গঙ্গারামপুর শহরের বিকেল মানেই সিনেমা হলে উপচে পড়া ভিড়, সন্ধ্যার শো মানেই হাউসফুল বোর্ড, আর ছুটির দিনে টিকিট না পেয়ে হতাশ মুখে ফিরে যাওয়া। দুপুর ১টা, বিকেল ৪টা, সন্ধে ৭টা- এই তিনটি শো। আজ সেসব স্মৃতি। শহরে একসময়কার পাঁচটি সিনেমা হলের মধ্যে চারটি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। টিকে রয়েছে রূপকথা সিনেমা হল। সেটিও অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে জর্জরিত। লিখলেন জয়ন্ত সরকার।

ভগ্নপ্রায় মিতা সিনেমা হল। ছবি : চয়ন হোড়

শহরের প্রথম প্রেম

গঙ্গারামপুরের সিনেমা হল সংস্কৃতির সূচনা হয় ১৯৫৪ সালে। হাইরোডে স্বর্ণকমল মিত্রের হাত ধরে জন্ম নেয় 'মন্দিরা সিনেমা হাউস', যা পরে 'কল্যাণী সিনেমা' হলেও শহরবাসীর কাছে পরিচিত ছিল 'মিত্র সিনেমা' নামে। এটি ছিল শহরের প্রথম সিনেমা হল। যদিও এই সিনেমা হলটি 'ওপেন এয়ার সিনেমা' হিসেবে অস্থায়ী লাইসেন্সপ্রাপ্ত ছিল। স্থায়ী লাইসেন্স পায়নি। তখনকার দিনে ৬ মাস কিংবা ৯ মাস সময় করে অস্থায়ী লাইসেন্স দেওয়া হত। এরপর একে একে আসে আরও চারটি হল। 'রূপশ্রী টকিজ' যা পরে নাম পালটে হয় 'মিতা সিনেমা', 'গণেশ টকিজ', 'রূপকথা সিনেমা' এবং 'অপ্সরা সিনেমা'। তৎকালীন শ্রমজীবী শ্রেণি- তাঁতশিল্পী, রিকশাচালক, হাটে আসা সাধারণ মানুষ ছিলেন সিনেমার প্রধান দর্শক। ধলদিঘির মেলা, শিববাড়ির হাট, বড়বাজার হাট এবং ভিকাহার হাটে জমায়েত হওয়া মানুষেরা সন্ধ্যায় ঢুঁ মারতেন সিনেমা হলে। সাত থেকে নয়ের দশক ছিল এই শহরের সিনেমা সংস্কৃতির স্বর্ণযুগ।

কেন হারিয়ে গেল সিনেমা হল?

২০০০ সালের পর থেকে শহরের অর্থনৈতিক চিত্র পালটাতে থাকে। তাঁতশিল্পে মন্দা নামে, রিকশা কমে যায়, ঐতিহ্যবাহী হাটগুলোর কদর কমে। ধলদিঘির ঐতিহ্যবাহী এক মাসের মেলা এখন এক সপ্তাহে সীমাবদ্ধ। শহরের আর্থসামাজিক পরিবর্তনের পাশাপাশি বিনোদনের অভ্যাসেও আসে আমূল পরিবর্তন। তার সঙ্গে সঙ্গে সিনেমা দেখার আধুনিক অনেক মাধ্যম এসে যায়। টিভি, মোবাইল, ওটিটি, অনলাইন বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে মানুষ বাড়িতে বসেই উন্নত প্রযুক্তির ভালো ছবি দেখতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন। যে সংখ্যক মানুষ এখন সিনেমা হলে যেতে চান তাঁদের বেশিরভাগ এখন মাল্টিপ্লেক্সে সিনেমা দেখতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। তবে গঙ্গারামপুরের আর্থসামাজিক অবস্থা এখনও মাল্টিপ্লেক্সে সিনেমা দেখার মতো অবস্থায় নেই বলেই মনে করছেন 'গণেশ টকিজ' সিনেমা হলের প্রয়াত মালিকের ছেলে সঞ্জয় মুন্দ্রা। তাঁর কথায়, 'বাবার স্মৃতিতে আমরা আবার সিনেমা হল নতুন করে চালু করতে চেয়েছিলাম। তবে এখানে বেশি টাকায় সিনেমা দেখার লোক নেই। তাই আর নতুন করে চালু করিনি।' রূপকথা সিনেমা হলের মালিক দীপককুমার গুণ বলেন, 'এখন সিঙ্গল স্ক্রিনের বাজার নেই।' একই মতামত রূপশ্রী হল তথা মিতা সিনেমা হলের প্রথম মালিকের নাতি অমিতাভ সাহা ও বর্তমান মালিক ঈশ্বর সরকারেরও। তাঁরাও বলছেন, এখন আর মানুষ হলে গিয়ে সিনেমা দেখতে চান না।

প্রযুক্তির বিপ্লব

গঙ্গারামপুরের বিশিষ্ট অধ্যাপক ও সাংস্কৃতিক গবেষক রাজীব সাহা বলেন, 'গত এক দশক বা তার বেশি সময়ে মানুষের বিনোদনের বিকেন্দ্রীকরণ ঘটেছে। তাঁদের সামনে অনেক বিকল্প যেমন এসেছে, তেমনি একটা নির্দিষ্ট সময় বের করে সিনেমা হলে যাওয়ার প্রবণতাও কমেছে। সিনেমা বা নাটক দেখার দর্শক কমেনি। তাঁরা শুধুমাত্র নিজেদেরকে অন্য মাধ্যমে সরিয়ে নিয়েছেন।' কলেজ পড়ুয়া শুভজিৎ মণ্ডলের কথায়, 'বর্তমানে মোবাইল ফোন আর ওটিটি প্ল্যাটফর্মে ওয়েব সিরিজ দেখার প্রবণতা বেড়ে গিয়েছে।'

ফিরে আসবে দিনগুলি?

রূপকথা হলের মালিক দীপকবাবু বলেন, 'এই অবস্থার পরিবর্তন করতে গেলে সিনেমা হলগুলির রি-মডেলিং প্রয়োজন। উন্নত মেশিন, উন্নত সাউন্ড সিস্টেম সহ পরিকাঠামোর পরিবর্তন করতে হবে। যার জন্য প্রচুর টাকার দরকার। প্রতিদিন ৪০-৫০ হাজার টাকা কালেকশন হলে আমি ২-৩ কোটি টাকা খরচ করে হলে নতুন প্রযুক্তি আনতে রাজি। কিন্তু এই শহরে ৩০০ টাকার টিকিটে সিনেমা দেখতে লোক পাওয়া যায় না।'

ধারণা ছিল না

বিশিষ্ট সাহিত্যিক প্রলয় মিত্র বলেন, 'আগে এখানকার মানুষের সিনেমা সম্পর্কে তেমন ধারণা ছিল না। অনেকেই মনে করতেন, পর্দার বেশি সামনে থাকলে হয়তো বেশি ভালো দেখা যায়। তাই বেশি টাকার টিকিট কেটে তখন অনেকে পর্দার সামনে বসতেন।'

নিরাপত্তায় আরও সিসিটিভি

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ৮ জুলাই : ইভটিজিং, শ্লীলতাহানির মতো ঘটনা রুখতে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয়েছে বালুরঘাট পুরসভার বিভিন্ন জায়গায়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত অনেক জায়গাতেই ক্যামেরা লাগানো হয়নি। আরও ৭৫টি সিসিটিভি ক্যামেরা লাগাতে হবে বলে পুর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। আগামী তিন মাসের মধ্যে এই কাজ শেষ হয়ে যাবে বলে বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র জানিয়েছেন।

বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান বলেন, 'শহরের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে পুলিশ-প্রশাসনের তরফে আমাদের কাছে আহ্বান জানানো হয়েছিল। আমরা শহরজুড়ে ১৪৫টি সিসিটিভি ক্যামেরা লাগিয়েছিলাম। নতুন করে নিরাপত্তা জোরদার করতে ৭৫টি সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। ইতিমধ্যেই কাজ শুরু হয়েছে। যার মধ্যে ট্রাক টার্মিনাস সহ বিভিন্ন জনবহুল ও ফাঁকা এলাকা, উদ্যানে ক্যামেরা বসানো হবে। কাজ শেষ হলে পুলিশকে তা হস্তান্তর করা হবে।'

অন্যদিকে, বালুরঘাট থানার আইসি সুমন্ত বিশ্বাস বলেন, 'থানা চত্বরে আলাদা করে কন্ট্রোল রুম তৈরি করা হয়েছে, যেখানে সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে নজরদারি চলে। কোথাও কিছু অস্বাভাবিক নজরে পড়লে কুইক রেসপন্স টিম সেখানে পৌঁছে যাবে। মহিলা থানার অধীনে পিঙ্ক পেট্রল ও উইনার্স টিম শহরজুড়ে অভিযান চালায়। আরও সিসিটিভি ক্যামেরা বসলে শহরের নিরাপত্তা আরও আঁটোসাঁটো হবে।'

বালুরঘাটের এখনও ট্রাক টার্মিনাস, বাসস্ট্যান্ড, বিভিন্ন উদ্যান সহ একাধিক এলাকা নজরদারির আওতায় আসেনি। বিভিন্ন উদ্যানে বিভিন্ন সময়ে অশালীন কাজের অভিযোগ ওঠে।

এবার বালুরঘাট শহরের বিভিন্ন পার্ক, মঙ্গলপুর ট্রাক টার্মিনাস সহ বিভিন্ন জায়গায় এই সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হবে। ইতিমধ্যে বালুরঘাট থানার চত্বরে কন্ট্রোল রুম তৈরি করা হয়েছে, যেখানে সিসিটিভি ক্যামেরা বসিয়ে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে নজরদারি চালাচ্ছে পুলিশ।

এই কন্ট্রোল রুমেই ২৪ ঘণ্টার জন্য মোতায়েন করা হয়েছে কর্মী। কোথাও কোনও দুর্ঘটনা বা অপ্রীতিকর অবস্থা নজরে পড়লেই সক্রিয় ভূমিকা নেবে কুইক রেসপন্স টিম। এমন উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন বালুরঘাটের বাসিন্দারা।

এলাকার দশম শ্রেণির ছাত্রী অনসূয়া সরকার বলে, 'অনেক বান্ধবীর কাছেই শুনি স্কুল আসতে ও যেতে কিছু ছেলে পিছু নেয়। তাদের উদ্দেশ্যে কটূক্তি পর্যন্ত করা হয়। কিন্তু লোকলজ্জার ভয়ে সবসময় অভিযোগ জানানো হয় না।'

গোটা বালুরঘাট শহর এলাকাকে সিসিটিভি ক্যামেরায় মুড়ে ফেললে মহিলাদের নিরাপত্তা আরও জোরদার হবে বলে অভিমত দশম শ্রেণির এই ছাত্রী অনুসূয়ার। এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান সকলে।

বালুরঘাটে নজর

- শহরে বসবে ৭৫টি সিসিটিভি ক্যামেরা
- বিভিন্ন স্পর্শকাতর এলাকায় থাকবে ক্যামেরাগুলি
- ট্রাক টার্মিনাস, বিভিন্ন উদ্যানে বসবে সিসিটিভি ক্যামেরা
- প্রস্তুত কুইক রেসপন্স টিম, থাকছে ২৪ ঘণ্টা নজরদারি

অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে নির্যাতনে ধৃত

পুরাতন মালদা, ৮ জুলাই : অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীর ওপর নির্যাতন এবং গর্ভস্থ ভ্রূণকে নষ্ট করে দেওয়ার অভিযোগে সোমবার এক তরুণকে গ্রেপ্তার করে মালদা থানার পুলিশ। ছয় বছর আগে ওই তরুণের সঙ্গে ওই নির্যাতিতার বিয়ে হয়। তাঁদের দুই সন্তান আছে। নির্যাতিতা দেড় মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। অমানবিক এই ঘটনায় এলাকাজুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্যর সৃষ্টি হয়েছে। কান্নাভেজা গলায় নির্যাতিতার বাবা বলেন, 'জামাই আমার মেয়েকে সবসময় সন্দেহ করত। আর সেই সন্দেহের বশে চলত মারধর। সোমবার সকালে চিকিৎসকের রিপোর্ট হাতে পেয়ে জানলাম, আমার মেয়ের গর্ভস্থ ভ্রূণ নষ্ট হয়ে গিয়েছে।'

ওই দম্পতির মধ্যে ঝগড়া-ঝামেলা প্রায় রোজকার ঘটনা ছিল। সম্প্রতি অশান্তি চরমে পৌঁছালে নির্যাতিতা বাপের বাড়িতে চলে যান। ধৃত তরুণ সেখানেও পৌঁছে যান। চলে পাশবিক অত্যাচার। যার ফলে গর্ভস্থ ভ্রূণটি নষ্ট হয়ে যায়। সোমবার বিকেলে থানায় অভিযোগ করা হলে পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে।

পুকুর ভরাটে বাধা

রায়গঞ্জ, ৮ জুলাই : রায়গঞ্জ শহরের ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের উকিলপাড়ায় শতবর্ষ পুরোনো একটি পুকুর ভরাট করার সময় বাধা দেন এলাকার স্থানীয়রা। তাঁরা জানান, পুকুর যাতে ভরাট করা না হয় সেজন্য গত ৪ জুলাই তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন। তারপর সোমবার মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর থেকে স্থানীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। পুকুরটির অতীত ও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়। এই ঘটনার পরেই সোমবার গভীর রাতে মাটি ভর্তি ডাম্পার হাজির হয় এলাকায়। জমির মালিকের সঙ্গে স্থানীয়দের বচসা বেধে যায়। এলাকার মহিলারা পুকুর ভরাটের কাজ আটকে দেন। স্থানীয় বাসিন্দা কল্যাণী রজক বলেন, 'মালিকপক্ষ পুকুর ভরাট করতে এলে পাড়ার মহিলারা আর্থমুভার এবং ডাম্পার গাড়ি আটকে প্রতিরোধ করেন।' যদিও মহকুমা শাসক কিংশুক মাইতি বলেন, 'বিষয়টি ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের। মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর থেকে কেউ কিছু শোনেননি।'

নারকেল চুরি

রায়গঞ্জ, ৮ জুলাই : রায়গঞ্জের সুদর্শনপুর এলাকায় নারকেল চুরি যাওয়া রোজকার ঘটনা। এই এলাকায় সোমবার রাত ৯টা নাগাদ নারকেল চুরি করতে গিয়ে দুই তরুণ ধরা পড়ে। এলাকাবাসী তাদের পুলিশের হাতে তুলে দেন।

টুকরো খবর

স্মারকলিপি

রায়গঞ্জ, ৮ জুলাই : মঙ্গলবার রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার দুর্লভ সরকারকে স্মারকলিপি দিলেন তৃণমূল শিক্ষাবন্ধু সমিতির সদস্যরা। সংগঠনের বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শক বিজয় দাস বলেন, '৩ জুলাই অধ্যাপক দেবাশিস বিশ্বাস গ্রন্থাগারে ঢুকে তদন্ত কমিটির পিওন অজয় মিশ্রকে হেনস্তা করেছেন। তদন্ত কমিটির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রশ্ন তুলে সংবাদমাধ্যমের কাছে বিবৃতি দিয়েছেন। একজন সাক্ষী কীভাবে তদন্ত কমিটির পিওনকে ভয় দেখান? অবিলম্বে তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে। নাহলে বৃহত্তর আন্দোলন নামব আমরা।' অন্যদিকে, অধ্যাপক বিশ্বাস জানান, উপাচার্য তাঁকে সংবাদমাধ্যমে মুখ খুলতে নিষেধ করেছেন, তাই তিনি কিছু বলতে পারবেন না। রেজিস্ট্রার বলেন, 'স্মারকলিপির কপি উপাচার্যের কাছে পাঠানো হবে। তাঁর নির্দেশমতো যা যা করার করা হবে।'

রক্তদান

বালুরঘাট, ৮ জুলাই : জেলায় রক্তের সংকট দূর করতে এগিয়ে এল জেলার পুলিশ ও প্রশাসন। মঙ্গলবার বালুরঘাট থানায় জেলা পুলিশ সুপার, জেলা শাসক সহ একাধিক আধিকারিকদের উপস্থিতিতে আয়োজিত হল রক্তদান শিবির। দক্ষিণ দিনাজপুর ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স ফোরামের সহযোগিতায় এই শিবিরে ৪৩ জন রক্তদান করেন। তাঁদের মধ্যে ১২ জন প্রথমবার রক্তদান করেন। পাশাপাশি, এদিন ট্রাফিক পুলিশের তরফে পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ পালিত হয়েছে। শহরজুড়ে পদযাত্রা করে হেলমেট বিলি করা হয়েছে।

শরবত বিতরণ

রায়গঞ্জ, ৮ জুলাই : জৈনধর্মের শ্বেতাম্বর তেরাপন্থী গুরু আচার্য বিচ্ছু মহারাজের ৩০০তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার দুপুরে মোহনবাটিতে মাড়োয়ারি ভবনের সামনে সাধারণ মানুষের মধ্যে শরবত বিতরণ করা হয়। ৮০০ জন পথচলতি মানুষের হাতে শরবত তুলে দেন উদ্যোক্তারা। সারাদিন নানান ধর্মীয় অনুষ্ঠান চলে।

উদ্বোধন

বালুরঘাট, ৮ জুলাই : অন্ধকার নামলে এখনও বালুরঘাটের বিভিন্ন এলাকা অন্ধকারে ডুবে থাকে। আলোর সমস্যা দূর করতে বালুরঘাটের বিভিন্ন এলাকায় সৌরবাতি উদ্বোধন করলেন বালুরঘাটের বিধায়ক অশোক লাহিড়ি। মঙ্গলবার শহরের চকভবানী কালীবাড়িতে পুজো দিয়ে মন্দির চত্বরে ও অমৃতখণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের কামারপাড়া হাট এলাকায় বিধায়ক তহবিলের অর্থবরাদ্দে সৌরবাতি বসানো হয়েছে।

বালুরঘাটে পালিত সৌরভের জন্মদিন

বালুরঘাট, ৮ জুলাই : মঙ্গলবার বালুরঘাটে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে পালিত হল ভারতের ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের ৫৩তম জন্মদিন। এদিন ইংল্যান্ডে থাকলেও ভার্চুয়াল মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন 'দাদা' সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার বালুরঘাট স্টেডিয়ামের অপু শিশির সভাকক্ষে অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলা থেকে বাংলার রনজি দলে সুযোগ পাওয়া ক্রিকেটার সুমিত মহন্ত। অনুষ্ঠানে কচিকাঁচাদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। ভার্চুয়ালি হলেও সৌরভের দেখা পেয়ে খুশি খুদেরা। তাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ বার্তালাপ করেন সৌরভ।

বালুরঘাটের খুদে ক্রিকেটার শুভাকাশ ঘোষের বক্তব্য, 'সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় মানে সকল ক্রিকেটারের কাছে একটি আবেগ। তাঁর সঙ্গে অল্প সময়ের জন্য হলেও, ভাববিনিময় করতে পেরে আমি আপ্লুত। আজকের দিনটি ভোলার নয়।'

জেলার ক্রীড়া সংগঠক গৌতম গোস্বামী বলেন, 'সৌরভকে দেখতে পেয়ে আমরা সবাই আনন্দিত। নতুন প্রজন্ম সৌরভের কাছে পরামর্শ চাইছে। তিনি দক্ষিণ দিনাজপুরের ক্রীড়াবিদদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন।'

সমস্যায় গঙ্গারামপুরবাসী

ছবি : এআই

সময়ে টাকা মেলে না এটিএমে

রাজু হালদার

গঙ্গারামপুর, ৮ জুলাই : গঙ্গারামপুর চৌপথি শহরের প্রাণকেন্দ্র। যে কারণেই এখানে রয়েছে একাধিক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি ৮টি ব্যাংক। রয়েছে হাফ ডজন এটিএম। কিন্তু এটিএমগুলি থেকে কখন টাকা পাওয়া যায়, সে ব্যাপারে নিশ্চিত নন তেমন কেউই। সাধারণের অভিযোগ, দিনের অধিকাংশ সময়ে এটিএমগুলিতে হয় টাকা থাকে না, নতুবা মেশিন থাকে খারাপ। ফলে চৌপথি এলাকায় প্রয়োজনীয় কেনাকাটার ক্ষেত্রে টাকা তুলতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে প্রচুর মানুষকে। শহরের অন্য প্রান্তে থাকা এটিএমগুলির দশাও একইরকম বলে বলছেন শহরবাসী।

ফি-বছর অ্যাকাউন্ট থেকে নির্দিষ্ট অর্থ কেটে নেওয়ার পরেও ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কেন এটিএম পরিষেবা প্রতিদিন স্বাভাবিক রাখতে পারছে না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন গ্রাহকরা। গঙ্গারামপুরের বাসিন্দা সমীরণ সরকারের বক্তব্য, 'একাধিক মার্কেট থাকায় চৌপথি এলাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। ফলে এখানে সাধারণ মানুষ বেশি আসেন এবং তাঁদের টাকার প্রয়োজন বেশি হয়। যে কারণে এখানে এটিএম রয়েছে বেশি। তবে দুর্ভাগ্যের বিষয়, এটিএমগুলিতে প্রায়শই টাকা থাকে না, অথবা বিকল হয়ে পড়ে থাকে মেশিনগুলি।' এটিএম পরিষেবা যখন স্বাভাবিক থাকে না, তখন কেন প্রত্যেক বছর টাকা নিচ্ছে ব্যাংকগুলি, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অসিত রায়। তিনি বলেন, 'টাকা যখন নিচ্ছে, তখন পরিষেবা স্বাভাবিক রাখার ক্ষেত্রে দায়বদ্ধ হওয়া উচিত ব্যাংকগুলির। কিন্তু প্রায় সময়ই এটিএম থেকে টাকা না মেলায় আমাদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।' গৃহবধূ মোনালি রায় বলছেন, 'ছোটখাটো লেনদেন ব্যাংকে গেলে হয় না। এটিএম থেকে টাকা তুলতে বলে ব্যাংক। অনেক সময় বিভিন্ন জরুরি কাজে রাতে টাকার প্রয়োজন হয়। কিন্তু চৌপথির এটিএমগুলিতে ঠিকমতো টাকা থাকে না। চরম ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে। বিষয়টি ব্যাংক এবং প্রশাসনের দেখা উচিত।'

> অনেক সময় বিভিন্ন জরুরি কাজে রাতে টাকার প্রয়োজন হয়। কিন্তু চৌপথির এটিএমগুলিতে ঠিকমতো টাকা থাকে না। চরম ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে।
>
> **মোনালি রায়,** *গৃহবধূ*

গঙ্গারামপুরের পুর চেয়ারম্যান প্রশান্ত মিত্রের বক্তব্য, 'গুরুত্বপূর্ণ এই পরিষেবা ব্যাংক কর্তৃপক্ষের সব সময় সচল রাখা উচিত। সমস্ত ব্যাংক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পুরসভার পক্ষ থেকে কথা বলে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হবে।'

বাবা-মাকে 'অসুস্থ' সাজিয়ে ভিক্ষা ব্যবসা

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ৮ জুলাই : 'ভাড়াটে' সন্তান দিয়ে রায়গঞ্জ শহরে চলছে ভিক্ষা ব্যবসা। শহরের বিভিন্ন এলাকায় প্রায়শই চোখে পড়ে, ছেলেপুলে নিয়ে হাজির 'দুঃখী' মা, বাবা, ভাই অথবা বোন। কখনও বাবা-মা অসুস্থ, কখনও আবার বাবা-মা দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন- এমন সব দুঃখের গল্প শুনিয়ে মানুষের সহানুভূতি পাওয়ার চেষ্টা করে। এদের বাড়ি আসলে কোথায় সেটাও স্পষ্টভাবে বলে না। কখনও মালদা, আবার কখনও বালুরঘাট। মঙ্গলবার দুপুরে রায়গঞ্জ রেলস্টেশন লাগোয়া এলাকায় একটি চায়ের দোকানে দুই খুদে ভিক্ষে চাইতে আসে। চায়ের দোকানে তখন অনেকেই ছিলেন। তাঁদের সন্দেহ হওয়ায়, দুজনকেই আটকান তাঁরা। ওরা জানায়, বাড়ি বর্ধমানে। বাবা, মা দুজনেই অসুস্থ তাই ভিক্ষে করতে হচ্ছে। সেখানেই ছিলেন উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের কর্মী কৌশিক দে। ওদের কথাবার্তায় অসংলগ্নতা দেখে সোজা ফোন করেন চাইল্ডলাইনে। এরপর পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এরই মধ্যে দুজন পালিয়ে যায়।

ছবি : এআই

কৌশিকবাবু বলেন, 'রায়গঞ্জ শহরে এমন বাচ্চাদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। বিভিন্ন অছিলায় এরা ভিক্ষা করে। এদের পেছনে বড় গ্যাং রয়েছে তা নিশ্চিত। কারণ এরা একেকবার একেক রকম কথা বলছে। আজ চাইল্ডলাইনকে ফোন করতেই পালিয়ে যায়।'

সমাজকর্মী কৌশিক ভট্টাচার্যর বক্তব্য, 'অন্য পেশার চেয়ে ভিক্ষাবৃত্তি বেশি লাভজনক। সাধারণ মানুষকে বোকা বানিয়ে দালালচক্রের লোকজন এই কাজ করেন। আমরা বিভিন্ন এলাকায় কাজ করতে গিয়ে হাতেনাতে প্রমাণ পেয়েছি। শহরে প্রতিদিন প্রায় শতাধিক বাচ্চা বিভিন্ন অছিলায় ভিক্ষা করে। সাধারণ মানুষ এদের ৫ টাকা বা ১০ টাকা দিয়ে সাহায্য করেন। অনেকে আবার বেশি টাকা দিয়ে সাহায্য করেন।'

স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা চাইল্ড ইন নিড ইনস্টিটিউটের (সিনি) সদস্য সুব্রত সাহা বলেন, 'চাইল্ডলাইনে কাজ করার সময় দেখেছি বাচ্চাগুলির বাবা-মা আশপাশের এলাকায় থাকে, আমরা বিভিন্ন এলাকায় ইনস্পেকশন করতে গিয়ে হাতেনাতে প্রমাণ পেয়েছি। তাই এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।'

বাচ্চাগুলোকে দেখে মনে হবে মা-বাবাহীন কোনও পরিবারের এরা। কিন্তু ওরা আসলে সবাই 'ভাড়াটে।' ওদের ওটাই কাজ। ভিক্ষা করা। ভিক্ষাবৃত্তির জগতে শিশু 'ভাড়া' পাওয়া যায়। রায়গঞ্জ শহরের বিভিন্ন এলাকায় শতাধিক বাচ্চাদের ভিক্ষা করতে দেখা যায় প্রায় রোজ। জেলা চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির চেয়ারপার্সন দীপান্বিতা দে আগরওয়ালা বলেন, 'মাঝেমধ্যে আমরা রেলস্টেশন চত্বর এলাকায় অভিযান চালাই। আজ বাচ্চা দুটিকে উদ্ধার করে রায়গঞ্জ থানায় নিয়ে গেলে আমরা তাদের কাউন্সেলিং করে যাবতীয় তথ্য পেতাম। কিন্তু পালিয়ে যায়। এদের পিছনে কোনও গ্যাং কাজ করছে কি না তা অবশ্যই জানা দরকার।'

জেলা শিশুকল্যাণ আধিকারিক অসিত বিশ্বাসের কথায়, 'মাঝেমধ্যে পুলিশ ঝাড়খণ্ড থেকে আসা বাচ্চাদের উদ্ধার করা হয়। এরা পিক পকেট বা চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে। এদের চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির মাধ্যমে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। গ্যাংয়ের বিষয় নিয়ে এখনও অভিযোগ আসেনি।'

পরকীয়ার জের

বালিশ চাপা দিয়ে খুন

সৌম্যজ্যোতি মণ্ডল

চাঁচল, ৮ জুলাই : তৃণমূলের প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্যাকে বালিশচাপা দিয়ে শ্বাসরোধ করে খুনের অভিযোগ উঠল স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির লোকেদের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, শ্যালিকার সঙ্গে পরকীয়া সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন বিলকিস বিবি নামে ওই প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী মোস্তাফিজুর রহমান। স্ত্রীর অজান্তে আড়াই মাস আগে ভিনরাজ্যে নিয়ে গিয়ে বিয়েও করে নেন শ্যালিকাকে। তবে বাড়ি ফিরে পথের কাঁটা সরাতে শেষপর্যন্ত স্ত্রীকে খুন করে গ্রেপ্তার হলেন মোস্তাফিজুর। এই অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে চাঁচল থানার ভগবানপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চারালু গ্রামে।

প্রায় ২০ বছর আগে বিলকিসের সঙ্গে বিয়ে হয় চারালু গ্রামের বাসিন্দা মোস্তাফিজুর রহমানের। তাঁদের দুটি কন্যাসন্তান রয়েছে। বিলকিসের বাবার বাড়ির লোকের অভিযোগ, বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকেরা নির্যাতন চালাতেন বিলকিসের উপর। সংসার বাঁচাতে সব মুখ বুজে সহ্য করতেন বিলকিস। বিভিন্ন সময় পারিবারিকভাবে মীমাংসাও হয়েছিল। অভিযোগ, এরই মধ্যে প্রায় আড়াই বছর আগে বিলকিসের পিসির মেয়ের সঙ্গে পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়েন মোস্তাফিজুর।

অভিযোগ, শ্যালিকার সঙ্গে পরকীয়াতে জড়িয়ে পড়ার পর সাংসারিক অশান্তি বেড়ে যায়। বিলকিসের ওপর চলতে থাকে শারীরিক নির্যাতন। আড়াই মাস আগে মোস্তাফিজুর ভিনরাজ্যে কাজের জন্য যান। অভিযোগকারীদের দাবি, সেই সময় মোস্তাফিজুর তাঁর শ্যালিকা শাহানাজকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও শাহানাজকে সেখানে বিয়ে করেন মোস্তাফিজুর। কিছুদিন আগে ভিনরাজ্য থেকে এলাকায় ফেরেন। তবে দ্বিতীয় স্ত্রীকে অন্যত্র রেখে আসেন।

মৃতার পরিবারের অভিযোগ, শ্যালিকার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে সোমবার রাতে বালিশচাপা দিয়ে শ্বাসরোধ করে বিলকিসকে খুন করেন মোস্তাফিজুর। খুন করতে তাঁর বাবা-মাও সহযোগিতা করেন। রাতেই মৃতার পরিবারের লোকেরা জানতে পারেন, তাঁদের মেয়ে অসুস্থ। তবে সেখানে গিয়ে দেখেন, মেয়ে অচেতন হয়ে পড়ে রয়েছে। মুখ এবং গলা কালো হয়ে গিয়েছে। তারপরই চাঁচল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। মঙ্গলবার মৃতার বাবা চাঁচল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেলে পাঠানো হয়। অভিযুক্ত স্বামীকে গ্রেপ্তার করেছে চাঁচল থানার পুলিশ। মৃতার বাবা সাহাবুদ্দিন বলেন, 'পরকীয়ার সম্পর্কে জড়িয়েছিল জামাই। কিছুদিন আগে বাইরে নিয়ে গিয়ে বিয়েও করেছে শুনেছি। ষড়যন্ত্র করে আমার মেয়েকে ওরা মারল।' মা নাজিমা খাতুনের অভিযোগ, 'দীর্ঘদিন ধরে অত্যাচার করছিল। প্রত্যেকের কঠোর শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।' চাঁচল থানার এক পুলিশ আধিকারিক জানান, 'অভিযোগের ভিত্তিতে সমগ্র ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।'

অভিযোগ

- স্ত্রীর অজান্তেই আড়াই মাস আগে ভিনরাজ্যে নিয়ে গিয়ে শ্যালিকাকে বিয়ে করে নেন মোস্তাফিজুর
- তবে বাড়ি ফিরে এলে পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়ান স্ত্রী
- শ্যালিকার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে সোমবার রাতে বালিশ চাপা দিয়ে শ্বাসরোধ করে বিলকিসকে খুন করেন মোস্তাফিজুর

গ্র্যানাইট বিস্ফোরণে বিপদ পাহাড়ে

নামছে ধস, রাস্তা চালু হলেও শঙ্কা

রণজিৎ ঘোষ

সেবক, ৮ জুলাই : ধস সরিয়ে রাস্তা খুলে দেওয়া হল ঠিকই, তবে কতক্ষণ পরিস্থিতি ঠিক থাকবে- তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। কারণ, সেবক থেকে তিস্তাবাজার পর্যন্ত একাধিক জায়গায় মাটি, বালির পাশাপাশি বোল্ডার আলগা হয়ে রয়েছে। যে কোনও সময় সেসব ধসে পড়তে পারে রাস্তার ওপর। সেক্ষেত্রে ফের সড়ক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, নয়া রেলপ্রকল্পের জন্য টানেল তৈরি করতে গিয়ে গ্র্যানাইট বিস্ফোরণ করা হয়েছিল। এর জেরে পাহাড়ে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে। অধিকাংশ পাথর আলগা হয়ে গিয়েছে। হালকা বৃষ্টি হলেই সেগুলো নেমে আসছে নীচে। ট্রেন চলাচল শুরু হলে পাহাড় আরও কাঁপবে। তখন ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। পরিবেশবিদ সুভাষ দত্তর বক্তব্য, 'রেলের টানেল তৈরির জন্য পাহাড় ভাঙতে গিয়ে গ্র্যানাইট বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে। ওই কম্পনে আলগা হয়েছে বোল্ডার। এখন একটু বৃষ্টি হলে সেগুলো নীচের দিকে নেমে আসছে, যা জাতীয় সড়ক দিয়ে চলাচলের ক্ষেত্রে মারাত্মক ভয়ের কারণ হয়ে উঠেছে। আগামীতে আরও বিপর্যয় অপেক্ষা করছে।'

ধস সরিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করা হচ্ছে। মঙ্গলবার সেবকে সূত্রধরের ক্যামেরায়।

সেবক-রংপো প্রকল্প রূপায়ণের দায়িত্বপ্রাপ্ত 'ইরকন'-এর তরফে এক আধিকারিক অবশ্য দাবি করলেন, 'অত্যাধুনিক প্রযুক্তির স্লিপার তৈরি করা হচ্ছে। এতে রাবারের প্রলেপ থাকবে। তাই ট্রেন যাতায়াতে পাহাড়ে অতিরিক্ত কম্পনের কোনও সম্ভাবনা নেই।'

প্রতিবছর বর্ষায় তো বটে, অন্য সময়ও ধস নেমে কালিম্পং আর সিকিমের লাইফলাইন ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে পড়ছে। অভিযোগ, সেবক-রংপো রেলপ্রকল্পের কাজ শুরু হওয়ার পর থেকে এই পথে ধসের প্রবণতা আরও বেড়েছে। কয়েক বছর আগে পূর্ত দপ্তরের জাতীয় সড়ক বিভাগ অন্তত ১০টি এলাকা ধসপ্রবণ হিসেবে চিহ্নিত করে সেখানে পাহাড়ের গা ঘেঁষে গার্ডওয়াল নির্মাণ শুরু করেছিল। তারপরেও জাতীয় সড়কের ক্ষতি এড়ানো যাচ্ছে না। ইদানীং আবার বোল্ডার পড়তে শুরু করেছে। স্থানীয়দের দাবি, মাটি ও বালির সঙ্গে গাছপালা এবং ছোট পাথর নামত, কিন্তু অতীতে কখনও এই সড়কে বোল্ডার পড়েনি। একাধিক জায়গায় এমন ঘটনা ঘটছে।

> রেলের টানেল তৈরির জন্য পাহাড় ভাঙতে গিয়ে গ্র্যানাইট বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে। ওই কম্পনে আলগা হয়েছে বোল্ডার। এখন একটু বৃষ্টি হলে সেগুলো নীচের দিকে নেমে আসছে, যা জাতীয় সড়ক দিয়ে চলাচলের ক্ষেত্রে মারাত্মক ভয়ের কারণ হয়ে উঠেছে। আগামীতে আরও বিপর্যয় অপেক্ষা করছে।
>
> **সুভাষ দত্ত**
> পরিবেশবিদ

সোমবার সকালে সেবক এবং কালিঝোরার মাঝে ভাসায়োয় একের পর এক বোল্ডার পাহাড় থেকে গড়িয়ে রাস্তায় পড়েছে। একটি যাত্রীবাহী গাড়ি বোল্ডারের আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আরও কিছু বোল্ডার এমনভাবে রয়েছে, যে কোনও সময় পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়তে পারে। এরপরই জাতীয় সড়ক বন্ধ করে দেওয়া হয়। সড়কের দায়িত্বপ্রাপ্ত ন্যাশনাল হাইওয়ে অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (এনএইচআইডিসিএল) মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টার জন্য রাস্তা বন্ধ রেখেছিল। সমস্ত ধরনের যানবাহন চলাচল বন্ধ ছিল। কিছু যাত্রীবাহী বাস ঘুরপথে সেবকের করোনেশন সেতু দিয়ে ডুয়ার্স হয়ে কালিম্পং ও সিকিম রুটে চলেছে।

মঙ্গলবার সকাল থেকেই আর্থমুভার এনে ড্রিল করে বোল্ডারগুলো ভেঙে সরানো শুরু হয়। তিনটি আর্থমুভার প্রায় ন'ঘণ্টার চেষ্টায় কাজটি সম্পন্ন করে। তারপর সন্ধ্যায় রাস্তাটি যানবাহন চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। তবে, এখানে কর্মরত এনএইচআইডিসিএল-এর কর্মীরাই একে অপরকে বলছিলেন, যেভাবে পাহাড় থেকে অনবরত বোল্ডার নামছে, তাতে এই সড়ক যে কোনও সময় ফের বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

আশঙ্কার সুর শোনা গেল সেবক বাজারের বাসিন্দা সুমেধা তামাং, পেশায় ব্যবসায়ী হরি ছেত্রীর গলাতেও। তাঁদের কথায়, 'রেলের কাজ করতে গিয়ে যখন গ্র্যানাইট বিস্ফোরণ করা হয়েছিল, তখন আমাদের বাড়িও কেঁপেছিল। স্বাভাবিকভাবে টানেলের আশপাশের পাহাড় কেঁপেছে। এতেই পাথর আলগা হয়ে যায়। এই সড়ক আর কতদিন টিকবে, তা বলা মুশকিল।'

উদ্ধার ২ শিশু

পতিরাম, ৮ জুলাই : নিখোঁজ দুই শিশু সহ চারজনকে ভিনরাজ্য থেকে উদ্ধার করল পতিরাম থানার পুলিশ। মে মাসের শুরুতে দুই সন্তান সহ এক মহিলা নিখোঁজ হন। তাঁর সঙ্গে ২০২৪ থেকে নিখোঁজ আরেক নাবালিকাকে উদ্ধার করে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। তাকে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির তত্ত্বাবধানে পাঠানো হয়েছে। একই সঙ্গে ২ শিশু সহ মহিলাকে প্রথমে কমিটিতে পাঠানো হলেও, ব্যক্তিগত আবেদনের ভিত্তিতে ছেড়ে দেওয়া হয়। দুই শিশু সহ নিখোঁজ মহিলা হরিয়ানার গুরগাঁওয়ে এবং নাবালিকা উত্তরপ্রদেশের মুরাদাবাদে আছেন বলে সন্ধান পায় পুলিশ। বারবার অবস্থান বদলের জন্য তাঁদের হদিস পেতে বেশ অসুবিধা হচ্ছিল। পতিরাম থানার এসআই অমিতাভ বসাক ও এএসআই দেবাশিস আচার্যের নেতৃত্বে জেলা পুলিশের সহযোগিতায় ফোনের টাওয়ার লোকেশন ট্র্যাক করে অভিযান চালানো হয়। গভীর রাতে চারজনকে উদ্ধার করা হয়। নিখোঁজেরা ফিরে আসায় দুই পরিবার খুশি।

ডাক্তারদের ভূমিকায় ক্ষোভ

বিশ্বজিৎ সরকার ও অনির্বাণ চক্রবর্তী

রায়গঞ্জ ও কালিয়াগঞ্জ, ৮ জুলাই : রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসকদের একাংশের অনুপস্থিতি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সংক্রান্ত স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান ডাঃ নির্মল মাঝি। সোমবার সকালে মেডিকেল কলেজ পরিদর্শনে এসে তিনি অভিযোগ করেন, নিয়মিতভাবে হাসপাতালে আসছেন না প্রিন্সিপাল সহ একাংশ প্রফেসর ও অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর। সরকারি বেতন নেওয়া সত্ত্বেও তাঁরা কলকাতায় ব্যক্তিগত প্র্যাকটিসে বেশি ব্যস্ত থাকছেন বলেও তোপ দাগেন তিনি। এই ব্যাপারে কর্তৃপক্ষকে আরও কড়া হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। ডাঃ নির্মল মাঝি বলেন, 'আসি যাই, মাইনে পাই– এভাবে চলবে না। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী সপ্তাহে ৬ দিন ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ওই চিকিৎসিকদের মেডিকেলে উপস্থিত থেকে পরিষেবা দিতে হবে।'

মঙ্গলবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ চত্বরে পৌঁছেই তিনি প্রথমে যান হাসপাতালের ক্যান্টিনে। রান্নাঘর ও খাদ্য প্রস্তুতির পরিবেশ খতিয়ে দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন। জরুরি বিভাগ, এসএনসিইউ, শিশু বিভাগ ও সিসিইউ সহ একাধিক বিভাগ পরিদর্শনের পর চিকিৎসক, নার্স ও প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে একটি বৈঠক করেন তিনি। কর্ণজোড়ায় জেলা প্রশাসনের সঙ্গেও প্রায় এক ঘণ্টা বৈঠকে অংশ নেন।

নিদান

- মেডিকেলে চিকিৎসকদের সপ্তাহে ৬ দিন ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত চিকিৎসা পরিষেবা দিতে হবে
- রায়গঞ্জ বিডিও অফিসকে স্থানান্তর করে ওই জায়গায় মেডিকেলের ট্রমা কেয়ার খোলা হবে
- রায়গঞ্জ মেডিকেলে দুই সপ্তাহের মধ্যে আরও ৫টি ডায়ালিসিস মেশিন বসানো হবে

পরিদর্শন সেরে ডাঃ নির্মল মাঝি বলেন, 'প্রফেসর ও অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসরদের একাংশ, যাঁরা বিভিন্ন ফ্যাকাল্টিতে রয়েছেন, তাঁরা মেডিকেলে নিয়মিত আসছেন না। সপ্তাহে তিনদিন আসছেন। বাকি দিন কলকাতায় প্রাইভেট প্র্যাকটিস করছেন। এই প্রবণতা দূর করতে হবে।'

মেডিকেলে দালালচক্র নিয়ে তাঁর মন্তব্য, 'মেডিকেল কলেজে দালালচক্র সক্রিয়। কিছু অ্যাম্বুল্যান্সচালক ও অস্থায়ী কর্মী রোগীদের প্রাইভেট নার্সিংহোমে পাঠানোর চেষ্টা করছে।' এই চক্র বন্ধের ব্যাপারে স্থানীয় প্রশাসনকে সক্রিয় হওয়ার নির্দেশ দেন তিনি। স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান জানান, আগামী ১৫ দিনের মধ্যে রায়গঞ্জ মেডিকেলে আরও পাঁচটি ডায়ালিসিস মেশিন বসানো হবে। এছাড়া এমআরআই, ইকো মেশিন বসানোর প্রস্তাবও বিবেচনায় রয়েছে বলে জানান তিনি। রায়গঞ্জের বিডিও অফিস স্থানান্তর করে সেখানে একটি আধুনিক ট্রমা কেয়ার ইউনিট স্থাপনের পরিকল্পনাও ঘোষণা করেন তিনি।

রায়গঞ্জ মেডিকেল পরিদর্শনের আগে স্ট্যান্ডিং কমিটির প্রতিনিধিরা এদিন কাকিয়াগঞ্জ স্টেট জেনারেল হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। স্ট্যান্ডিং কমিটি আসার খবরে গত দু'দিন ধরে কালিয়াগঞ্জ হাসপাতাল চত্বরকে ঝাঁ চকচকে করে তোলা হয়েছিল। কিন্তু আপাতভাবে ঝকঝকে দৃশ্য দেখানো হলেও হাসপাতালের পেছনেই জমে ছিল নিকাশিনালার নোংরা জল, যা ডেঙ্গির মশার আঁতুড়। সেদিকে অবশ্য চোখ যায়নি কমিটির সদস্যদের। কালিয়াগঞ্জ স্টেট জেনারেল হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রসঙ্গে ডাঃ নির্মল মাঝি বলেন, 'এখন এই হাসপাতালে ৬০টি শয্যা রয়েছে। ২৫০ শয্যার নতুন বিল্ডিংয়ের কাজ চলছে। রোগীর পরিজনদের জন্য উন্নত শৌচাগার, পরিস্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।' ব্লাড ব্যাংক, সিটি স্ক্যান, ২০ বেডের এসএনসিইউ, ১০ বেডের আইসিইউ, ডিজিটাল এক্স-রে'র প্রয়োজনীয়তার বিষয়েও বিধানসভার অধ্যক্ষ এবং মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

এদিন পরিদর্শনের সময় নির্মল মাঝির সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য তথা ঝাড়গ্রামের বিধায়ক খগেন্দ্রনাথ মাহাতো, কালিয়াগঞ্জের বিধায়ক সৌমেন রায়, মুর্শিদাবাদের বিধায়ক গৌরীশংকর ঘোষ, রায়গঞ্জের বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী, জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুকান্ত বিশ্বাস প্রমুখ।

জ্যোতি বসুর জন্মদিন পালিত

দক্ষিণ দিনাজপুর ব্যুরো

৮ জুলাই : বালুরঘাটে অবস্থিত সিপিএমের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কার্যালয়ে ও এরিয়া কমিটির দপ্তরে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর ১১১তম জন্মদিন পালিত হল মঙ্গলবার। কুশমণ্ডি ব্লকের এরিয়া কমিটির দলীয় কার্যালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা কমিটির সদস্য আবদুল জলিল। গঙ্গারামপুর এরিয়া কমিটির কার্যালয়ের সামনে জ্যোতি বসুর ছবিতে মালা ও ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান এরিয়া কমিটির সম্পাদক জীবনকুমার সরকার সহ অন্যরা। পতিরামে সিপিএম অফিসেও দিনটি পালিত হয়েছে।

বিজয় মিছিল

গঙ্গারামপুর, ৮ জুলাই : সম্প্রতি গঙ্গারামপুরে মৎস্য সমবায় সমিতিতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেন তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থিত প্রার্থীরা। সেই জয় উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার গঙ্গারামপুর শহরে বিজয় মিছিল করে তৃণমূল। এই বিজয় মিছিলে উপস্থিত ছিলেন গঙ্গারামপুর ব্লক তৃণমূল সভাপতি শংকর সরকার সহ মৎস্য সমিতির সদস্যরা।

অসুস্থ বিধায়ক

বহরমপুর, ৮ জুলাই : কলকাতায় তৃণমূল ভবনে বৈঠকে যোগ দিতে যাওয়ার আগে মঙ্গলবার গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন জঙ্গিপুর তৃণমূলের সাংগঠনিক চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক জাকির হোসেন। পিঠ ও শিরদাঁড়ায় যন্ত্রণা অনুভব করার তড়িঘড়ি তাঁকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

অসাংবিধানিক

প্রথম পাতার পর

সীমানার বাইরে বাংলার এক বাসিন্দাকে এনআরসি নোটিশ পাঠানোকে মুখ্যমন্ত্রী যে অস্ত্র করতে চাইছেন, তা স্পষ্ট।

মুখ্যমন্ত্রী এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'এটা প্রমাণ করে যে, অসমে ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকার এই রাজ্যে এনআরসি চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। যে ক্ষমতা বা অধিকার তাদের নেই।' দিনহাটার যাঁকে নোটিশ পাঠিয়েছে অসম সরকার, তিনি রাজবংশী জনগোষ্ঠীভুক্ত। মমতার কথায় সেই ইঙ্গিতও আছে। তিনি বলেন, 'প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে ভয় দেখানো, ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া এবং নিশানা করার পরিকল্পিত নোংরা চক্রান্ত চলছে। এর বিরুদ্ধে প্রতিটি বিরোধী দলকে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করতে হবে। বাংলা লড়াইয়ে পিছিয়ে থাকবে না।' মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে না বললেও তৃণমূল প্রচার শুরু করে দিয়েছে যে, অসম সরকারের উদ্দেশ্য বাংলার রাজবংশী জনগোষ্ঠীকে নিশানা করা।

রাজবংশী ভোট ধরে রাখতে বিজেপি অসম সরকারকে দিয়ে এই নোটিশ পাঠিয়ে গোটা উত্তরবঙ্গে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করতে চাইছে বলে তৃণমূলের অভিযোগ। রাজবংশী সমর্থন সরে গেলে উত্তরবঙ্গে এত আসন ধরে রাখা বিজেপির পক্ষে কঠিন হবে। সেজন্যই এই নোটিশ বলে তৃণমূল প্রচার শুরু করেছে।

নোটিশে প্রশ্ন

প্রথম পাতার পর

উত্তমের বাড়ি দিনহাটা বিধানসভা এলাকাতে। স্থানীয় বিধায়ক তথা উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহর কথা, 'সব জেনেও কেন পুলিশ এতদিন রাজ্যকে জানাল না সেটা পুলিশই ভালো বলতে পারবে। আমরা যখন থেকে জেনেছি তখন থেকেই প্রতিবাদে নেমেছি।' উদয়ন বলছেন ঠিকই, তবে তৃণমূল পরিচালিত চৌধুরীহাট গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রাধারানি বর্মন স্বীকার করে নিয়েছেন, তিনি শুরু থেকেই বিষয়টি জানতেন। তাঁর কথায়, 'উত্তম বাসিন্দা শংসাপত্র চেয়েছিলেন। বলেছিলেন, ওই শংসাপত্র হলেই তাঁর সমস্যা মিটে যাবে। আমি সেটা দিয়েওছিলাম। তারপর আর যোগাযোগ না করায় পরবর্তীতে বিষয়টি সম্পর্কে জানা যায়নি।' উদয়নের যুক্তি, 'পঞ্চায়েত প্রধান গ্রামীণ এলাকার সাদাসিধে মানুষ। তাই হয়তো ওই নোটিশের গুরুত্ব বোঝেননি।' জেলার পুলিশ বা প্রশাসনের কর্তারা অবশ্য নোটিশের বিষয়ে মুখ খুলতে চাইছেন না। পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য, এসডিপিও ধীমান মিত্র কেউই ফোন ধরেননি।

মঙ্গলবার বিষয়টি নিয়ে খোদ মুখ্যমন্ত্রী সরব হতেই মুখ খুলেছেন বিরোধীরা। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য খারিজ করেছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর কথা, 'অনুপ্রবেশকারীদের ঘাঁটি হয়ে গিয়েছে গোটা বাংলা। দিনহাটার ঘটনাটি একটি আইনি প্রক্রিয়া। সেটাকে পরিকল্পনা করে রাজনৈতিক হাতিয়ার করতে চাইছে তৃণমূল। তাই ওরা সময় ও সুযোগ খুঁজছিল। সেইমতো মানুষকে ভয় দেখাতে রাজনৈতিক তাস খেলতে চাইছে। তবে ওরা মনুষকে বোকা বানাতে পারবে না।' ছ'মাস চুপচাপ থাকলেও মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপের পরই মঙ্গলবার উত্তমকে নিজের দপ্তরে ডেকে পাঠান দিনহাটা -২'এর বিডিও নীতীশ তামাং। উত্তমকে তাঁর শংসাপত্র বিষয়ক কাগজপত্র দ্রুত তৈরি করে দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়। কেন আগে বিষয়টি নিয়ে পদক্ষেপ করা হল না? বিডিও অবশ্য সেই প্রশ্নের কোনও উত্তর দেননি।

শমীক-দিলীপ কাছাকাছি

প্রথম পাতার পর

তিনি বুধবার দিল্লি যাচ্ছেন। সেখানে দু'-তিনদিন থাকবেন। নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলবেন।

শমীকের মুখেও একসঙ্গে কাজ করার বার্তা। তিনি বলেন, 'আমাদের কোনও ভেদাভেদ নেই। কোনও বেঙ্গল লাইন, দিল্লি লাইন নেই। আমরা কোনও নেতার অনুগামী নেই, আমরা সবাই প্রতীকের অনুগামী। আমাদের প্রতীক পদ্মফুল। ক্ষণিকের ভুল বোঝাবুঝি তৈরি হতে পারে, তার মানে দূরত্ব নয়। নতুন-পুরোনো বলে কিছু নেই। যাঁর হাতে বিজেপির পতাকা সেই বিজেপি। যে বিজেপিতে সক্রিয়, সেই বিজেপি নেতা। যিনি আর একটু সক্রিয়, তিনি আর একটু বড় নেতা। কিন্তু দিনের শেষে আমরা সবাই বিজেপি।'

এমনকি '১৫ দিনের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ নতুন বিজেপিকে দেখা যাবে' বলেও মন্তব্য করেন বিজেপির নবনিযুক্ত রাজ্য সভাপতি। শমীক-দিলীপের এই নতুন রসায়ন তৈরির সময় শুভেন্দু ব্যস্ত থাকলেন সল্টলেকেই আরেক প্রান্তে সাংবাদিক বৈঠকে। সোমবার রাতে শমীককে ফোন করেছিলেন দিলীপ। সঙ্গে সঙ্গেই মঙ্গলবার দপ্তরে তাঁকে আসতে বলেছিলেন শমীক। নির্ধারিত সময়ে দিলীপ পৌঁছোলেন যখন, তখন সেখানে তাঁর অনুগামীদের ভিড়। স্লোগান আর ভিড় ঠেলে দিলীপ পৌঁছে যান রাজ্য সভাপতির ঘরে। শমীককে উত্তরীয় পরিয়ে সংবর্ধনা জানান। পদ্মস্মারক ও জগন্নাথের মূর্তি উপহার দেন। এরকম দিনে কিন্তু শমীক ও দলের রাজ্য শাখার অন্যতম সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় ছাড়া আর তেমন উল্লেখযোগ্য কোনও নেতাকে দেখা যায়নি। দপ্তরে থাকলেও দিলীপকে এড়িয়ে গিয়েছেন জগন্নাথ। দিলীপ অবশ্য বললেন, 'দূরত্ব তৈরি হওয়ার প্রশ্ন নেই। যেখানেই থাকি, বিজেপিরই কাজ করছি। তবে আজকের পরে দলের কর্মীদের কাছে আশঙ্কার মেঘ কেটে যাবে।'

ফের সংঘর্ষ

গঙ্গারামপুর, ৮ জুলাই : সোমবারের ঘটনার রেশ না কাটতেই মঙ্গলবার ফের নিউ মার্কেট এলাকায় দুই তরুণের মারপিটকে কেন্দ্র করে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে উত্তেজনা ছড়ায়। খবর পেয়ে গঙ্গারামপুর থানা থেকে বিশাল পুলিশবাহিনী তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। সোমবারের সংঘর্ষে দুই গোষ্ঠীর বিরুদ্ধেই পরস্পরের বিরুদ্ধে অস্ত্র নিয়ে হামলার অভিযোগ উঠেছিল। এর জেরে গঙ্গারামপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়।

দেহ উদ্ধার

কানকি, ৮ জুলাই : মঙ্গলবার ডালখোলা রেল থানার অন্তর্গত হাটোয়ার স্টেশনের কাছে এক ব্যক্তির দেহ উদ্ধার করল রেল পুলিশ। শিলিগুড়িগামী একটি মালগাড়িতে কাটা পড়েন ওই ব্যক্তি। তাঁর পরিচয় জানতে পারেনি পুলিশ।

ছাত্রীর শ্লীলতাহানি

প্রথম পাতার পর

এই বিষয়ে বলতে গেলে অভিযুক্তর সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন অভিভাবকরা। তখনকার মতো উত্তেজনা থেমে গেলেও মঙ্গলবার সকালে উত্তেজিত গ্রামবাসীরা অভিযুক্তের দোকানে আগুন লাগিয়ে দেন। পাশাপাশি তাঁরা স্কুলে গিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। ফলে স্কুল চত্বরে চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। আগুন লাগার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে ডালখোলা দমকলকেন্দ্রের একটি ইঞ্জিন। অভিভাবকদের দাবি, অভিযুক্ত পিওনের বিরুদ্ধে এর আগেও স্কুলের ছাত্রীদের যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে। তা সত্ত্বেও স্কুল কর্তৃপক্ষ তার বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি।

স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দাবি, 'গতকাল বিষয়টি স্কুলেরই এক দিদিমণির মুখে জানতে পেরে অভিযুক্তকে কাজ থেকে বরখাস্ত করে দেওয়া হয়েছিল। এদিন ওই অস্থায়ী পিওনের বিরুদ্ধে ডালখোলা থানায় লিখিত অভিযোগও দায়ের করা হয়েছে।'

নির্যাতিতার মা বলেন, 'আমার স্বামী কর্মসূত্রে রাজ্যের বাইরে থাকে। আমার একমাত্র মেয়ের বয়স ১১ বছর। এইটুকু বাচ্চা মেয়ের সঙ্গে অমানবিক ঘটনা ঘটিয়েছে স্কুলেরই এক অস্থায়ী কর্মী।' মায়ের দাবি, 'মেয়ে স্কুল থেকে বাড়ি এসে প্রথমে ভয়ে আমাকে কিছু জানায়নি। রাতে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলে সে আমাকে পুরো ঘটনা জানায়। রাতে আমার মেয়ে যন্ত্রণায় ঘুমোতে পারেনি। আমি অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি, যাতে এই ধরনের ঘটনা আগামীতে কেউ ঘটানোর সাহস না পায়।'

ঘটনা প্রসঙ্গে ইসলামপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত সুপার থেন্ডুপ শেরপা বলেন, 'অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে।' কিছুদিন আগে কসবার ল' কলেজে তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগে উত্তাল হয়ে ওঠে রাজ্য রাজনীতি। এরই মধ্যে উত্তর দিনাজপুরে পরপর দুটি স্কুলে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ ওঠায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও ছাত্রীদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন গোটা শিক্ষা মহল।

বিয়ে রুখল পুলিশ

ডোমকল, ৮ জুলাই : নাবালিকার বিয়ে রুখল পুলিশ। মঙ্গলবার মুর্শিদাবাদের ডোমকলের জলঙ্গিতে ঘটনাটি ঘটেছে। পাত্র সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, জলঙ্গির ১৬ বছরের নাবালিকার সঙ্গে বিহারের কাটিহারের বাসিন্দা এক তরুণের বিয়ে ঠিক হয়েছিল। নাবালিকা নবম শ্রেণির পড়ুয়া। আর ৩৫ বছরের ওই তরুণ বিহারের একটি স্কুলের শিক্ষক। দুই পরিবারের সম্মতিতে এদিন তাঁদের বিয়ের কথা ছিল। স্থানীয় একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্যরা বিষয়টি প্রশাসনকে জানান। এরপর সেখানে আসেন পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিকরা। রুখে দেওয়া হয় নাবালিকার বিয়ে। পাত্র এবং পাত্রী উভয়ের বাবাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। প্রথমে পরিবারের সদস্যরা দাবি করেছিলেন, মেয়েটি প্রাপ্তবয়স্ক। যদিও পরে পুলিশের জেরায় তাঁরা স্বীকার করে নেন, পাত্রী আদতে নাবালিকা।

বন্দিদশা থেকে মুক্ত তিন শ্রমিক

পরাগ মজুমদার

বহরমপুর, ৮ জুলাই : বাংলা বলাটাই কাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল রুজিরুটির টানে ভিনরাজ্যে পাড়ি দেওয়া তিন পরিযায়ী শ্রমিকের জন্য। অনুপ্রবেশকারী সন্দেহে তাঁদের গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। বন্দিদশা কাটিয়ে মুক্ত হয়ে বাড়ি ফিরে আসলেও তাঁদের প্রত্যেকের চোখেমুখে আতঙ্কের ছাপ এখনও স্পষ্ট।

সপ্তাহ দুয়েক আগে মুর্শিদাবাদের ডোমকল লাগোয়া ঘাসিপুর এলাকা থেকে পরিযায়ী শ্রমিকের একটি দল কাজের খোঁজে ভিনরাজ্যের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল। তাঁদের মধ্যে কেউ কেরল, কেউ মুম্বই, কেউবা ওড়িশায় গিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ইনাজুল শেখ, হামিদুল শেখ ও রাব্বুল ইসলাম প্রতিবেশী রাজ্য ওড়িশার জগৎসিংপুর এলাকায় কাজে যোগ দিয়েছিলেন। প্রথম দু'একদিন দিব্যি কেটে যায়। তারপর ঘটে সেই বিপত্তি। একদিন পুলিশ এই তিন শ্রমিককে বাংলায় কথা বলতে শোনে। তারপর অনুপ্রবেশকারী সন্দেহে তাঁদের পাকড়াও করে। অভিযোগ, এই তিন পরিযায়ী শ্রমিক তাঁদের সব তথ্য পুলিশকে জমা দেওয়া সত্ত্বেও সেখানকার পুলিশ তাঁদের বিশ্বাস করেনি।

কী ঘটেছে

- সপ্তাহ দুয়েক আগে ওড়িশায় পাড়ি দিয়েছিলেন মুর্শিদাবাদের ৩ পরিযায়ী শ্রমিক
- বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী সন্দেহে গ্রেপ্তার
- নথিপত্র দেখানো সত্ত্বেও কোনও লাভ হয়নি বলে অভিযোগ
- পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ ও প্রশাসনের হস্তক্ষেপের পর তাঁরা মুক্তি পান

এদিকে, ওই তিন শ্রমিকের গ্রেপ্তার হওয়ার খবর তাঁদের পরিবারের সদস্যদের কাছে পৌঁছায়। বাংলা ভাষায় কথা বলার অপরাধে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে জেনে পরিবারের সদস্যরা তড়িঘড়ি স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বাড়ির মানুষগুলোকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনার অনুরোধ জানান তাঁরা। বিষয়টি জানতে পেরে মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশের ডেপুটি সুপার (সদর) তমালকুমার বিশ্বাস, সদর সার্কেলের সিআই প্রসেনজিৎ দত্ত সহ অন্যান্য আধিকারিক ওড়িশা পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এরপর যাবতীয় নথিপত্র প্রমাণ হিসেবে পেশ করার পর ওই পরিযায়ী শ্রমিকদের মুক্ত করা হয়। অবশেষে মঙ্গলবার তাঁরা নিজেদের গ্রামে এসে পৌঁছান। মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশের ডেপুটি সুপার (সদর) বলেন, 'সমস্ত নথি খতিয়ে দেখার পর ওঁদের যে ফিরিয়ে আনতে পেরেছি এটাই সবচেয়ে আনন্দের বিষয়।'

নিজেদের গ্রামে ফিরেও অজানা আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তা তাঁদের পিছু ছাড়ছে না। বাড়ি ফেরত ইনাজুলের কথায়, 'আমরা বিভিন্ন সময়ে কাজের খোঁজে একাধিক রাজ্যে ঘুরে বেড়াই। মাতৃভাষা বাংলা, তাই বাইরের রাজ্যে গেলেও নিজেদের মধ্যে এই ভাষাতেই কথা বলি। কিন্তু এবার কাজের জন্য ভিনরাজ্যে গিয়ে যেরকম অভিজ্ঞতা হল তা সারাজীবন মনে থাকবে। কেবল বাংলাতে কথা বলার জন্য আমরা সেখানে মুহূর্তের মধ্যে অনুপ্রবেশকারী হয়ে গেলাম।'

তিনি জানান, কয়েকদিন ধরে একটা বড় ঘরের মধ্যে তাঁদের আটকে রাখা হয়েছিল। তাঁদের সঙ্গে আরও অনেকে ছিলেন। এই মুহূর্তে বাইরের রাজ্যে গিয়ে কাজ করার কথা আর ভাবছেন না বলে তিনি জানান। অপর পরিযায়ী শ্রমিক রাব্বুলের মতে, 'মুর্শিদাবাদের পুলিশ পাশে ছিল বলে হয়তো এই যাত্রায় মুক্তি পেলাম।' অন্যদিকে হামিদুল বলেন, 'বন্দি অবস্থায় আমাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয়েছে। ঠিক করে খেতে দিত না।' তাঁরা বাড়ি ফিরে আসায় পুলিশ ও প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন পরিবার পরিজনরা।

পূরণ করা যাবে না

প্রথম পাতার পর

আর নাটক শেষে সটান হাজির নির্দেশকের কাছে। তিনি মালদা মালঞ্চের কর্ণধার পরিমল ত্রিবেদী। তখন সদ্য এসেছি মালদায়। ধীরে ধীরে কাছে টেনে নিলেন পরিমলদা। তাঁর বাসস্থানে, মহড়ার ফাঁকে, দুর্গাকিঙ্কর সদনের অলিন্দে, একটু একটু করে শুনতে থাকলাম তাঁর থিয়েটারি লড়াইয়ের গল্প, আর আমাদের থিয়েটারের কাহিনী। প্রান্তিক জায়গায় প্রতিবাদের থিয়েটার, নানান বাধাবিপত্তি কাটিয়ে ধীরে ধীরে মালদা মালঞ্চের হয়ে ওঠা, পরিমলদার সাংগঠনিক মুনশিয়ানা ছাড়া সম্ভব হত না। দোসর ছিল তাঁর নিজস্ব থিয়েটার বোধ। থিয়েটার করতে হলে যে মাটি আঁকড়ে, মাটি ছুঁয়েই করতে হয়, সে কথা পরিমলদা দেখিয়ে গিয়েছেন। অনুকরণ ছেড়ে নিজের কথা, নিজের সংস্কৃতির কথা তেজের সঙ্গে বলতে পারাই থিয়েটার, শিখিয়েছেন পরিমল ত্রিবেদী। এই দর্শন থেকে একে একে উঠে এসেছে 'রানীর ঘাটের বৃত্তান্ত', 'গম্ভীরা গম্ভীরা', 'আলকাপ মায়া'র মতো নাটক। আপামর বাংলা তথা ভারতের সামনে মালদা জেলার সংস্কৃতি, ভাষা ও যাপন আর কখনও এমনভাবে নিরন্তর মঞ্চের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেনি। মালদা জেলার গম্ভীরা গান নিয়ে বাঁধা তাঁর নাটক 'গম্ভীরা গম্ভীরা' কি শুধুই গম্ভীরা গানের প্রকাশ? গম্ভীরার কাঠামো নিয়ে তাঁর নানান ওঠানামা, সংকট কীভাবে প্রসেনিয়াম মঞ্চে আধুনিক নাট্যের মোড়কে নিয়ে আসা যায়, পরিমলদা দেখিয়েছিলেন। নাট্য পরিভাষায় 'আরবান ফোক' থিয়েটারের এমন নজির পাওয়া দুষ্কর। অথবা পরবর্তী সময়ে মালদা মালঞ্চের 'চাঁদ মনসা কথা' নাটকটিকেও সেই পর্যায়ে রাখা যায়। আমাদের লোকায়ত সংস্কৃতি বারবার মঞ্চে জীবন্ত হয়ে উঠেছে পরিমলদার হাত ধরে। মনে পড়ে যাচ্ছে এই নাটকের পরে চাঁদ সওদাগর চরিত্র নিয়ে পরিমলদার সঙ্গে আমার দীর্ঘ আলোচনা হয়। একটু অন্য ধাঁচের 'এবং বিদ্যাসাগর' নাটকটিও সময়োপযোগী। পরিমলদার ভাবনায় জীবন্ত হয়ে ওঠে বাংলায় সেই সময়ের সমাজ সংস্কারের চেহারাটা। আরও অনেক এমন নাটক কড়া নেড়ে যাচ্ছে মনে।

নাটকগুলি যত হানা দিচ্ছে স্মৃতি জুড়ে, পরিমলদা আর নেই এই বাস্তবটা বিশ্বাস হচ্ছে না যেন আরও বেশি করে। মালদা জেলার নানান নাট্যদলের মধ্যে এখন তরুণদের অনেকেই ভালো কাজ করছেন। তাঁদের সবার কাছে তিনি কখনও পরিমলকাকু, কখনও পরিমল জ্যেঠু। যে দলেরই নাটক হোক, ঠিক হাজির হবেন পরিমলদা, এই বিশ্বাস আমাদের ছিল। তাঁদের নাট্য নির্মাণে সাধ্যমতো সাহায্য করেছেন পরিমলদা। আমাদের গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ড্রামা ক্লাবের 'স্ত্রীর পত্র' নাটকের মহড়ার সময় সোজা দলবেঁধে হাজির হই ওঁর দক্ষিণ কৃষ্ণপল্লির বাড়িতে। সেদিন যত্ন করে, অথচ কড়াভাবে ভুলগুলো ধরিয়ে দিয়েছিলেন ওদের পরিমলকাকু। কাল থেকে মালদা জেলায় নাটকের অভিনয় হলে একটা আসন খালি থেকে যাবে। সেই বিরাট শূন্যতা আর কখনও পূরণ করা যাবে না।

নতুন করে

প্রথম পাতার পর

এই জেলায় পুলিশও যথেষ্ট সক্রিয়।'

অন্যদিকে, ওই ঘটনার প্রতিবাদে মঙ্গলবার বিকেলে মালদা শহরের পোস্ট অফিস মোড়ে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মূর্তির পাদদেশে অবস্থানে বসেছেন ইংরেজবাজারের বিজেপি বিধায়ক শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী। তাঁর দাবি, তিনি পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা এবং এলাকায় শান্তিশৃঙ্খলা ফেরাতে অবস্থানে বসেছেন। ঘটনা নিয়ে এখনও পর্যন্ত জেলা প্রশাসনের তরফে কোনও কিছু জানানো হয়নি। পুলিশ সুপারকে বারবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি।

ক্রিকেট-তালিম নিয়েই ভারতে যাবেন জকোভিচ!

উইম্বলডন জিতুক বন্ধু নোভাক, চান কোহলি

লন্ডন, ৮ জুলাই : হট ফেভারিট কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া নয়।

উইম্বলডন ট্রফি এবার নোভাক জকোভিচের হাতে দেখতে চান বিরাট কোহলি। শুধু মুখে নয়, বন্ধু টেনিস তারকার সমর্থনে প্রায় এক দশক পর গতকাল সেন্টার কোর্টেও হাজির হয়েছিলেন বিরুষ্কা।

জকোভিচকে সমর্থন জানিয়ে যে ছবিও পোস্ট করেছেন বিরাট। পালটা প্রতিক্রিয়ায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ জকোভিচের। ২৪টি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের মালিক নোভাক

> আমাদের মধ্যে গত কয়েক বছর ধরে অল্পবিস্তর বার্তা দেওয়া নেওয়া চলছে। সামনাসামনি আলাপের সুযোগ হয়নি। তবে বিরাটের মুখে নিজের প্রশংসা শোনাটা আমার কাছে প্রাপ্তি, সম্মানেরও। কেরিয়ারে ও যা অর্জন করেছে তা নিয়ে আমিও সমান শ্রদ্ধাশীল।
>
> **নোভাক জকোভিচ**

জানান, দুজনে ভালো বন্ধু। নিয়মিত বার্তা আদানপ্রদানও হয়।

অস্ট্রেলিয়ার আলেক্স ডি মিনাউরের বিরুদ্ধে পিছিয়ে থেকে ম্যাচ জিতে (১-৬, ৬-৪, ৬-৪, ৬-৪ গেমে) শেষ আটে পা রাখেন জকোভিচ। প্রাক্তন এক নম্বরের যে লড়াইয়ের সাক্ষী বিরাট-অনুষ্কা। পরে বলেছেন, 'দীর্ঘদিন ধরে নোভাকের সঙ্গে আমার যোগাযোগ। নিয়মিত বার্তালাপ হয়। চাইব ফাইনাল কার্লোস-নোভাকের মধ্যে হোক এবং নোভাকই জিতুক।

টিভি সঞ্চালক সিড কোহলির সঙ্গে উইম্বলডনে বিরাট কোহলি।

কেরিয়ারের যে পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে, জয়টা ওর জন্য স্পেশাল হবে।'

অতীতে বিভিন্ন সময়ে শচীন তেন্ডুলকার সহ ভারতীয় ক্রিকেটারদের গ্র্যান্ড স্ল্যাম টেনিস টুর্নামেন্টে দেখা গিয়েছে। বিশেষত, উইম্বলডনের সেন্টার কোর্টে। উইম্বলডনের ভক্ত বিরাটও। জানিয়েও দিয়েছেন, একমাত্র ভারত-পাকিস্তান বিশ্বকাপ ম্যাচের চাপ উইম্বলডনের সঙ্গে একসারিতে বসতে পারে।

জকোভিচের জয় উপভোগ করার পর ভারতের প্রাক্তন টেনিস তারকা বর্তমানে টেনিস ভাষ্যকার বিজয় অমৃতরাজকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এই কথা বলেন। বিরাটের কথায়, 'উইম্বলডন মানে চাপ। প্রচুর মানুষ স্টেডিয়ামে উপস্থিত থাকে। বিশেষত সেন্টার কোর্টে খেলা হলে একদম ঘাড়ের ওপর সমর্থকরা থাকে। ক্রিকেটে ব্যাটিংয়ের সময় দর্শকরা থাকে অনেক দূরে। গ্যালারিতে থেকে কী বলছে কানে আসে না। উইম্বলডনে কিন্তু তা নয়। ফলে দর্শকদের চাপ সবসময় থাকে। আর চাপটা দারুণভাবে সামলায় টেনিস খেলোয়াড়রা। এর জন্য ওদের সম্মান করি।'

বিরাটের মতে, ফিটনেস, মানসিক শক্তির পাশাপাশি মনঃসংযোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ টেনিসে। অসম্ভব চাপ থাকে উইম্বলডনে। কাছাকাছি থাকবে ক্রিকেট বিশ্বকাপের ম্যাচ। বিশেষত, ভারত-পাকিস্তান বিশ্বকাপ দ্বৈরথ বা সেমিফাইনাল, ফাইনালের মতো নক আউট পর্বের চ্যালেঞ্জ। যেখানে ভিতর থেকে চাপ অনুভূত হয়।'

বিরাটের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে জকোভিচও বলেছেন, 'আমাদের মধ্যে গত কয়েক বছর ধরে অল্পবিস্তর বার্তা দেওয়া নেওয়া চলছে। সামনাসামনি আলাপের সুযোগ হয়নি। তবে বিরাটের মুখে নিজের প্রশংসা শোনাটা আমার কাছে প্রাপ্তি, সম্মানেরও। কেরিয়ারে ও যা অর্জন করেছে তা নিয়ে আমিও সমান শ্রদ্ধাশীল।'

ক্রিকেট নিয়ে প্রশ্নের জবাবে জকো মজার সুরে জানান, চেষ্টা করেছিলেন ক্রিকেট খেলার। কিন্তু চেষ্টা সফল হয়নি। অস্ট্রেলিয়া, ভারতে ক্রিকেটের গুরুত্ব অসম্ভব। কখনও যদি ভারতে যাওয়ার সুযোগ ঘটে, তার আগে ক্রিকেট স্কিল ঘষেমেজে উন্নত করার চেষ্টা করবেন, যাতে ক্রিকেটপাগল ভারতে গিয়ে কোনও অস্বস্তির মুখে পড়তে না হয় তাঁকে!

আজ এমবাপে বনাম পিএসজি

নিউ জার্সি, ৮ জুলাই : বুধবার ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে মুখোমুখি রিয়াল মাদ্রিদ-প্যারিস সাঁ জাঁ। পুরোনো ক্লাবের বিরুদ্ধে শুরু থেকে কি খেলবেন কিলিয়ান এমবাপে? উত্তরটা সম্ভাবত না। তবুও আকর্ষণের কেন্দ্রে তিনিই। টানা সাতটা বছর পিএসজি-তে কাটিয়েছেন। সেই এমবাপেই এখন রিয়াল মাদ্রিদের তুরুপের তাস। অসুস্থ থাকায় ক্লাব বিশ্বকাপের শুরুর দিকটায় তাঁকে পাননি রিয়াল কোচ জাভি অলন্সো। কোয়ার্টার ফাইনালে বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের বিরুদ্ধে পরিবর্ত হিসাবে নেমেছিলেন। রিয়ালের জয়সূচক গোলটিও আসে তাঁর পা থেকেই। হাইভোল্টেজ সেমির লড়াইয়ের আগে অলন্সো বলেছেন, 'একশো শতাংশ সুস্থ না হলেও এমবাপে মাঠে নামবে। আমি ওঁকে নিয়ে আশাবাদী।' এদিকে, ফরাসি তারকার অনুপস্থিতিতে ভরসা জুগিয়েছেন গঞ্জালো গার্সিয়া। পিএসজি ম্যাচেও সম্ভবত

পুরোনো ক্লাবের চ্যালেঞ্জ নিতে তৈরি হচ্ছেন কিলিয়ান এমবাপে।

তিনিই শুরু করবেন। উলটোদিকে হার না মানা মানসিকতাই লুইস এনরিকের দলের শক্তি। এনরিকে স্পষ্ট বলেছেন, 'প্রতিপক্ষ কে তা নিয়ে ভাবছি না। ফাইনালে খেলাই আপাতত আমাদের এক এবং একমাত্র লক্ষ্য।'

এদিকে, পিএসজি-র সঙ্গে বিচ্ছেদের পর তাদের বিরুদ্ধে হয়রানির মামলা দায়ের করেছিলেন এমবাপে। জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই নাকি তা প্রত্যাহার করেছেন ফরাসি তারকা। তবে বকেয়া বেতনের দাবিতে এখনও তিনি অনড়।

> **ক্লাব বিশ্বকাপে আজ**
>
> প্যারিস সাঁ জাঁ বনাম রিয়াল মাদ্রিদ
>
> **দ্বিতীয় সেমিফাইনাল**
>
> **সময় :** রাত ১২টা ৩০ মিনিট
>
> **স্থান :** নিউ জার্সি
>
> **স্থান :** ডিএজেডএন অ্যাপে

টি২০ দলে ফের উপেক্ষিত বাবররা

লাহোর, ৮ জুলাই : বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আসন্ন টি২০ সিরিজে ডাক পেলেন না পাকিস্তানের তিন তারকা বাবর আজম, মহম্মদ রিজওয়ান ও শাহিন শা আফ্রিদি।

চলতি মাসের শেষেই বাংলাদেশের মাটিতে তিন ম্যাচের টি২০ সিরিজ খেলবে পাকিস্তান। তার জন্য মঙ্গলবারই ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। এবারেও দলে জায়গা হয়নি বাবর, শাহিনদের। বাংলাদেশ সফরে পাকিস্তান দলকে নেতৃত্ব দেবেন সলমন আলি আঘা।

সীমিত ওভারের ফরম্যাটে পাকিস্তান দলের কোচ মাইক হেসন আগেই দলের তিন সিনিয়ার বাবর, রিজওয়ান ও শাহিনকে জানিয়ে দিয়েছেন, আসন্ন টি২০ সিরিজে তাদেরকে দলে রাখা হচ্ছে না। বাবর ও রিজওয়ান শেষবার টি২০ খেলেছিলেন গত বছর দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে। গত মার্চে নিউজিল্যান্ড সফরে শেষবার শাহিনকে টি২০ দলে দেখা গিয়েছিল। এরপর মে মাসে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজে তিন তারকাকে দলে দেখা যায়নি। এদিকে, বাবররা ছাড়াও দলে চোটের কারণে দলে ডাক পাননি হ্যারিস রউফ ও শাদাব খান। তবে মহম্মদ নওয়াজ, সুফিয়ান মোকিম ও তরুণ পেসার সলমন মির্জা দলে এসেছেন। পাকিস্তানের বাংলাদেশ সফর শুরু হচ্ছে ২০ জুলাই থেকে।

পাকিস্তানের স্কোয়াড ঃ সলমন আলি আঘা (অধিনায়ক), আবরার আহমেদ, আহমেদ দানিয়াল, ফাহিম আশরাফ, ফখর জামান, হাসান নওয়াজ, হুসেন তালাত, খুশদিল শা, মহম্মদ আব্বাস আফ্রিদি, মহম্মদ হ্যারিস, মহম্মদ নওয়াজ, শাহিবজাদা ফারহান, সাইম আয়ুব, সলমন মির্জা ও সুফিয়ান মোকিম।

লর্ডসে সবুজ পিচ হলে এগিয়ে ভারত : সৌরভ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৮ জুলাই : গতরাতে দুবাইয়ে। আজ সকালে বেহালার বীরেন রায় রোডের বাড়িতে। আর সব শেষে সন্ধ্যায় বাংলা ক্রিকেট সংস্থার অন্দরে।

৫৩ বছরে পা দিয়ে মোট তিন দফায় কেক কাটলেন। শেষ কয়েক ঘণ্টায় এত কেক খেতে হয়েছে যে, এখন আর কেউ শুভেচ্ছা জানিয়ে কেক খাওয়াতে গেলে কার্যত পালিয়ে যাচ্ছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। বলছেন, 'আর কেক খাব না। প্লিজ এবার ছেড়ে দিন আমায়।'

কিন্তু মহারাজকে ছাড়তে কে আর চায়। তিনি বাংলার আইকন। বাঙালির নিঃশ্বাস। এহেন সৌরভ আজ সন্ধ্যায় সিএবি-তে কেক কেটে জন্মদিন পালনের পর কিছুটা আবেগে ভাসলেন। আবেগ, কারণ, অনেকদিন পর এমন একটা জন্মদিন তিনি নিজের শহরে কাটালেন, যখন কন্যা সানা সঙ্গে নেই। বলছিলেন, 'সানা এখন ইংল্যান্ডে থাকে। সেখানে ওর কাজ রয়েছে। সবসময় চাইলেই তো আর সবকিছু হয় না।'

লন্ডন থেকে দুবাই হয়ে আজ সকালেই কলকাতায় ফিরেছেন। বাড়িতে সাময়িক বিশ্রামের পর থেকেই মহারাজ তাঁর জন্মদিন পালনে ব্যস্ত। আজ মঙ্গলবার। মা মঙ্গলচণ্ডীর দিন। বেহালায় সৌরভের বাড়িতে বহু বছর ধরে মঙ্গলবার নিরামিষ খাওয়া হয়। আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি। সৌরভের কথায়, 'মঙ্গলবার তো নিরামিষ হয় বাড়িতে। আজও তাই হয়েছিল। জন্মদিনের জন্য স্পেশাল কিছু পদ হয়নি বাড়িতে।'

এজবাস্টনে স্বপ্নের কামব্যাক করেছে টিম ইন্ডিয়া। ভারত বনাম ইংল্যান্ড সিরিজের ফল এখন ১-১। বৃহস্পতিবার থেকে লর্ডসে শুরু হতে চলেছে সিরিজের তিন নম্বর টেস্ট। যেখানে প্রাণবন্ত পিচ চাইছেন বেন স্টোকস, ব্রেন্ডন ম্যাককুলামরা। ভারতীয় দলের অনুশীলনের সময় আজ লর্ডসের সবুজ পিচের ছবিও ভাইরাল হয়েছে। শেষ পর্যন্ত লর্ডসে সবুজ পিচ হলে কী হবে? প্রশ্ন শেষ হওয়া মাত্র মহারাজকীয় পূর্বাভাস, 'লর্ডসে প্রাণবন্ত পিচ হলে অ্যাডভান্টেজ ভারত। মনে রাখবেন, বুমরাহ ফিরছে লর্ডসে। তাছাড়া আকাশ দীপ, মহম্মদ সিরাজরা তো রয়েইছে ভারতীয় দলে।' লর্ডসে টিম ইন্ডিয়ার অ্যাডভান্টেজ হলেও এখন বাকি

৫৩ বছরের জন্মদিনে দাদা স্নেহাশিসের থেকে কেক খাচ্ছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। কলকাতায় মঙ্গলবার ডি মণ্ডলের তোলা ছবি।

থাকা তিন টেস্টেই জিতে ভারত ২০০৭ সালের পর ফের বিলেতের মাটিতে সিরিজ জিতবে, এখনই এমন মন্তব্য করছেন না প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক। জন্মদিনের সন্ধ্যায় আবেগে ভেসে সৌরভ বলছিলেন, 'তিনটি টেস্ট এখন ও বাকি। অনেক লম্বা খেলা বাকি রয়েছে। তাই ভারত সমতা ফেরালেও সিরিজ জিতে যাবে, এখনই একথা বলা কঠিন। তবে মনে রাখবেন, হেডিংলেতে প্রথম টেস্টে জিততে না পারলেও টিম ইন্ডিয়া ভালো খেলেছিল।

তিন দফায় জন্মদিন পালন

এজবাস্টনে দুর্দান্ত জয় এসেছে। তাই ইংল্যান্ডের জন্য বাকি সিরিজ একেবারেই সহজ হবে না।'

ইডেন গার্ডেন্সে খেলে, বাংলার মাটি থেকেই ভারতীয় ক্রিকেটের মূল স্রোতে যোগ দিয়েছিলেন সৌরভ। বাকিটা এখন ইতিহাস। বাংলার রনজি ট্রফি দলের পেসার আকাশও এজবাস্টন টেস্টে দশ উইকেট নিয়ে হইচই ফেলে দিয়েছেন। আকাশের পারফরমেন্সে দারুণ খুশি সৌরভ বলছিলেন, 'আকাশের বোলিং দেখে আমি মুগ্ধ। এই ইডেন থেকেই ভারতীয় ক্রিকেটের অন্দরে ঢুকেছে ও। যেভাবে এজবাস্টনে আকাশ বোলিং করল, সেই ছন্দ ধরে রাখতে পারলে অনেকদূর যাবে ও।' অধিনায়ক শুভমান গিলও বিলেতে ইংল্যান্ডের জন্য ত্রাস হয়ে উঠেছেন। দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার পাশে দুর্দান্ত ব্যাটিংও করছেন। সৌরভের কথায়, 'ভারতীয় দল ইংল্যান্ড যাওয়ার আগেই শুভমানকে নিয়ে আমি বলেছিলাম, ওর মধ্যে সম্ভাবনা রয়েছে। বাস্তবে সেটাই প্রমাণিত হচ্ছে। এক টেস্টে প্রথমে ২৬৯ ও পরে ১৬১ রান করে সহজ কাজ নয়। যদিও অধিনায়ক হওয়ার পর এখন শুভমানের কেরিয়ারে হনিমুন চলছে। তবে আমার বিশ্বাস, সময়ের সঙ্গে আরও পরিণত হবে ও।' হেডিংলে ও এজবাস্টনে ফ্ল্যাট পিচে খেলা হয়েছে। বিলেতে এমন বাইশ গজ বিরল ঘটনা। সৌরভ নিজেও জানেন সেটা। আপনি কি এমন পিচ দেখে অবাক? একটু সময় নিয়ে সৌরভ বলে দিলেন, 'বিলেতে এবার খুব গরম পড়েছে। সেই কারণে হয়তো উইকেট এমন ফ্ল্যাট হয়েছে। তবে বাকি টেস্টেও এমন হবে, মনে হয় না। লর্ডসে পুরো সবুজ উইকেট হলে ভারত চার পেসারও খেলাতে পারে। আর যদি পিচে বাদামি আভা থাকে, তাহলে কলুদীপ খেলুক।'

ব্র্যান্ড ভ্যালুতে শীর্ষে আরসিবি

নয়াদিল্লি, ৮ জুলাই : ব্র্যান্ড ভ্যালুতে চেন্নাই সুপার কিংসকে পিছনে ফেলে দিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। ১৭ বছরের খরা কাটিয়ে এবারই প্রথম মেগা লিগের খেতাব জেতেন বিরাট কোহলিরা। প্রথম সাফল্যের হাত ধরে চেন্নাইকে টেক্কা। নতুন তথ্য অনুযায়ী আরসিবি-র ব্র্যান্ড ভ্যালু পৌঁছে গিয়েছে ২৬৯ মিলিয়ন ডলারে। চেন্নাইয়ের যেখানে ১৮৫ মিলিয়ন ডলার।

মহেন্দ্র সিং ধোনির সুপার কিংসকে পিছনে ফেলে দিয়েছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সও। আরসিবি-র ঠিক পিছনে থাকা পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন মুম্বইয়ের ব্র্যান্ড ভ্যালুয়েশন ২৪২ মিলিয়ন ডলার। শাহরুখ খানের কলকাতা নাইট রাইডার্সের সেখানে ২২৭ মিলিয়ন ডলার। পঞ্চম স্থানে থাকা সানরাইজার্স হায়দরাবাদের ১৫৪ মিলিয়ন ডলার।

২০২৫ সালে সর্বাধিক বৃদ্ধির হার শ্রেয়স আইয়ারের নেতৃত্বাধীন পাঞ্জাব কিংসের। ৩৯.৬ শতাংশ উন্নতি ঘটিয়ে বর্তমান ব্র্যান্ড ভ্যালু ১৪১ মিলিয়ন ডলার। উন্নতি ঘটেছে আইপিএলের সার্বিক আর্থিক মূল্যায়নেও। গতবারের তুলনায় ১৩.৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ভ্যালুয়েশনের অঙ্কটা ৩.৯ বিলিয়ন ডলার। ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক হাউলিহান লকি-র রিপোর্টেই এমনই চমকপ্রদ তথ্য উঠে এসেছে।

জাতীয় লিগ নিয়ে আক্ষেপ সংগীতার

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৮ জুলাই : শুধুই কি আক্ষেপ? না বোধহয়।

'ইন্ডিয়ান ওমেন্স লিগ' ভারতের মহিলা ফুটবলে নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। বলা যায় মেয়েদের এশিয়ান কাপে যোগ্যতা অর্জন তারই ফসল। এই সাফল্যের অন্যতম কারিগর সংগীতা বাসফোর। তবে দলের মধ্যে তিনিই সম্ভবত একমাত্র খেলোয়াড় যিনি নিয়মিত আইডব্লিউএলে খেলেননি।

মা ফুলঝুরি বাসফোর একার রোজগারেই মেয়েদের বড় করেছেন। চার বোনের মধ্যে সবার ছোট সংগীতা বুঝতে পেরেছিলেন একটা স্থায়ী চাকরি দরকার। সংসারের হাল ধরতে খুব অল্প বয়সেই 'এসএসবি'-র চাকরিতে যোগ দেন। না, সেই নিয়ে তাঁর কোনও অভিযোগ নেই। শুধু একটা আর্তি রয়েছে, ইন্ডিয়ান ওমেন্স লিগে খেলার জন্য অফিসের অনুমতি।

গত মরশুমে ইস্টবেঙ্গলে সই করেছিলেন সংগীতা বাসফোর। তবে অফিসের অনুমতি না মেলায় আর মাঠে নামা হয়নি। দিল্লি থেকে ফোনে উত্তরবঙ্গ সংবাদকে সংগীতা বলছিলেন, 'ইন্ডিয়ান ওমেন্স লিগ দেশের মহিলা ফুটবলকে আমূল বদলে দিয়েছে। শুধু যে এক্সপোজার দিয়েছে তা নয়। এর ফলে সারা বছর মহিলা ফুটবলাররাও খেলার মধ্যেই থাকছে। আগে প্রস্তুতির জন্য মেয়েদের আলাদা করে ভাবতে হত। সেখানে এখন ক্লাবের হয়ে খেলার সুবাদে জাতীয় শিবিরের জন্য অপেক্ষা করতে হয় না।' অফিসের হয়ে একবারই জাতীয় লিগে খেলার সুযোগ হয়েছিল সংগীতার। আক্ষেপের সুরেই বলেছেন, 'অফিস থেকে একমাত্র জাতীয় দলে প্রতিনিধিত্ব করার ক্ষেত্রে অনুমতি দেওয়া হয়। তাই ইচ্ছে থাকলেও আইডব্লিউএল খেলা হয় না।'

ফুরফুরে মেজাজে সংগীতা বাসফোর।

লিগ না খেলায় জাতীয় দলে জায়গা ধরে রাখাটাও তাঁর জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাড়তি পরিশ্রম করতে হয়। সংগীতা বলেছেন, 'বাকিদের সঙ্গে মানিয়ে নিতে সমস্যা তো হয়ই। অন্যরা যেখানে ফিট হয়েই জাতীয় শিবিরে যোগ দেয়, আমাকে তার জন্য আলাদা করে প্রস্তুতি নিতে হয়।' জানালেন এবারেও ওমেন্স লিগে খেলার জন্য নতুন করে আবেদন করবেন। একই সঙ্গে তিনি বলেছেন, 'কেরিয়ারে এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জনই এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে স্মরণীয় মুহূর্ত। তবে আমাদের লক্ষ্য বিশ্বকাপ।'

কোচ গম্ভীরের সমর্থনে যোগরাজ

চণ্ডীগড়, ৮ জুলাই : একটা জয়। আর তাতেই পরিস্থিতি পুরোদস্তুর বদলে গিয়েছে। ভারতীয় দলের হেডকোচ গৌতম গম্ভীরের নড়বড়ে চেয়ার ফের শক্ত। তাঁকে ঘিরে ওঠা প্রশ্নগুলি আপাতত কিছুদিনের জন্য ঠান্ডা ঘরে।

বার্মিংহাম টেস্টের আগে যদিও পরিস্থিতি অন্যরকম ছিল। ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের পর অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে টেস্টে মুখ থুবড়ে পড়ার চাপ ভালোমতো টের পাচ্ছিলেন গম্ভীর। হেডিংলেতে জেতা ম্যাচ হাতছাড়ার পর প্রবল সমালোচনার মুখে পড়েন। যোগরাজ সিংয়ের দাবি, বার্মিংহামে ঐতিহাসিক জয়ের পর এবার গম্ভীরকে নিয়ে প্রশ্ন তোলা বন্ধ হোক।

দ্বিতীয় টেস্টে গম্ভীরের ভারত যে ক্রিকেট উপহার দিয়েছে, তারপর আঙুল তোলা উচিত নয়। যুবরাজ সিংয়ের বাবা যোগরাজ বলেছেন, 'গম্ভীরকে নিয়ে আর কথা বলা উচিত নয়। ও দুর্দান্ত কাজ করছে।' চলতি ইংল্যান্ড সফরে তরুণ, অনভিজ্ঞ ভারতীয় দল আশঙ্কার মেঘ সরিয়ে প্রত্যাশার পারদ চড়িয়ে দিয়েছে।

প্রাক্তন টেস্ট ক্রিকেটার যোগরাজ বলেছেন, 'ভারতীয় খেলোয়াড়রা ক্রমশ উন্নতি করছে। সাফল্যের গ্রাফ ঊর্ধ্বমুখী। আমাদের উচিত সর্বদা ওদের পাশে থাকা। অযথা গৌতম গম্ভীরের দিকে আঙুল তোলা ঠিক নয়। ও ভালো কাজ করছে। গম্ভীর, যুবরাজ সিং, রাহুল দ্রাবিড়রা তাদের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার ফিরিয়ে দিচ্ছে ক্রিকেটকে। আমাদের উচিত, ওদের যে পদক্ষেপকে সম্মান জানানো।'

যোগরাজের বিশ্বাস, শুভমান গিলের নেতৃত্বে ভারত সিরিজ জিতেই ফিরবে। তবে তাঁর পূর্বাভাস যদি উলটেও যায়, তাহলেও গম্ভীরদের যেন কাঠগড়ায় না তোলা হয়, সেই আবেদন করলেন। যুবরাজ সিংয়ের বাবার কথায়, হারজিত ভুলে দলের পাশে থাকা উচিত সবার। সমালোচনার তীক্ষ্ণবাণে মনোবল যেন ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা না হয়।

মূলপর্বের আগে শিবির চান ক্রিসপিন

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

ট্রফি নয়, বাংলার ক্লাবগুলিকে ফুটবলার তোলার পরামর্শ

কলকাতা, ৮ জুলাই : না, দেশকে তৃতীয়বারের জন্য এএফসি এশিয়ান কাপের মূলপর্বে পৌঁছে দেওয়ার নেপথ্যের কারিগর বদলে যাননি একেবারেই।

নিজের দুই ছেলে এখনও খুদেই। বহুদিন বাদে বাবাকে কাছে পেয়ে তাই শুধুই খেলার আবদার। তাদের সামলানোর মধ্যেই ফোনটা ধরে এপ্রান্তে চেনা গলা পেতেই সেই ইউনাইটেড স্পোর্টসের চেনা ক্রিসপিন ছেত্রী। কে বলবে সদ্যই দেশের জন্য একটা বড় কাজ করে এসেছেন! ২০০৩ সালের পর এই প্রথমবার সরাসরি এশিয়ান কাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে ভারতের মহিলা ফুটবল দল। ২০২২ সালে অবশ্য আয়োজক দেশ হিসাবেও একবার খেলার সুযোগ পায়। সোমবার থাইল্যান্ড থেকে লম্বা সফর করে কার্সিয়াংয়ের সেন্ট মেরিজ হিল গ্রামের বাড়িতে ফিরেই অবশ্য পুরোপুরি 'পারিবারিক' ক্রিসপিন। বহুদিন পর বাবাকে পেয়ে দুই ছেলে জিভাংশ ও আয়াংশ তাঁকে আর কারও সঙ্গে কথা বলতে দিতে নারাজ। হাসতে হাসতে বলছিলেন ক্রিসপিন, 'একটু বুঝিয়ে এলাম। ওদের মায়ের সঙ্গেও কথা বলতে দিতে চাইছে না।' স্ত্রী নিজে ডাক্তার হয়েও শুধুমাত্র তাঁর জন্যই যে সবকিছু ছেড়ে ঘরসংসার করছেন সেই কথা বলতে গিয়ে খানিক উদাস লাগে তাঁকে। ফুটবলে এখন বাংলার প্রতিনিধিত্ব কম বলে এক বিতর্ক শুরু হয়েছে। ক্রিসপিনের মন্তব্য, 'আমি, সংগীতা বাসফোর, রিম্পা হালদার, অঞ্জু তামাং, মৌসুমি মুর্মুরা কি বাংলার নয়? আগে সুযোগ তো দিক। আমরা ওড়িশাতে সব ওড়িয়া মেয়েদের নিয়ে

> এবার আন্তর্জাতিক আঙিনায় পৌঁছে গেলাম। জিততে গেলে পরিকল্পনামাফিক এগোতে হবে। এ তো ম্যাজিক নয় যে মাঠে নামলাম আর জিতে গেলাম।
>
> **ক্রিসপিন ছেত্রী**

শুরু করার পর চার বছর লেগেছিল সাফল্য আসতে। এই ধৈর্যটা দরকার। শুধুই জিততে হবে, এটা ভুল ভাবনা। আমাদের বাংলার দলগুলি এখন এই ভুল ভাবনাতেই চলছে। এতে ছেলে-মেয়ে উঠে আসবে না।' আলাদা করে রিম্পার প্রশংসায় পঞ্চমুখ তাঁর কোচ।

আপাতত দিন কয়েকের বিশ্রাম। তারপরেই পরবর্তী পরিকল্পনা

শুরু করে দিতে চান। বলছিলেন, 'এবার আন্তর্জাতিক আঙিনায় পৌঁছে গেলাম। জিততে গেলে পরিকল্পনামাফিক এগোতে হবে। এ তো ম্যাজিক নয় যে মাঠে নামলাম আর জিতে গেলাম।' মোটামুটিভাবে তিনি নিজে যে পরিকল্পনা করেছেন তাতে ২৩ জনের এই কোর গ্রুপটাই ধরে রাখতে চান। কারণটা ব্যাখ্যা করলেন, 'আসলে এরা অনেকদিন ধরে একসঙ্গে আছে। সবাই সবার খেলার ধরন জানে। একটা পরিবারের মতো হয়ে গিয়েছি আমরা। তবে হ্যাঁ, হয়তো ৩-৪ জন জুনিয়ার ফুটবলার নেব। আইডব্লিউএল দেখব। তাছাড়া অনূর্ধ্ব-২৩ দলটাও তো যোগ্যতা অর্জন পর্বে খেলছে, ওদের থেকেও দেখব।' তবে এরপর যে প্রস্তাবটা তিনি দিতে চলেছেন এআইএফএফ-কে, গোল বাধার সম্ভাবনা সেটা নিয়েই। আগামী এক মাসের মধ্যেই ড্র হয়ে যাবে। ২০২৬ মে মাসে হতে চলেছে এএফসি এশিয়ান কাপের মূলপর্ব। তিনি চান তার আগে প্রয়োজনে আইডব্লিউএল বন্ধ রেখে অন্তত ৪৫ দিনের একটা শিবির করতে। সেই প্রস্তাবই রাখবেন টেকনিকাল কমিটির সামনে। কারণ এশিয়ান কাপেই শেষ নয়, এর পরের লক্ষ্য বিশ্বকাপের মূলপর্ব।

ইস্টবেঙ্গলের ম্যাচ স্থগিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ জুলাই : প্রবল বৃষ্টিতে স্থগিত কলকাতা ফুটবল লিগ প্রিমিয়ারের জোড়া ম্যাচ। মঙ্গলবার ব্যারাকপুরের বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় স্টেডিয়ামে সুরুচি সংঘের বিরুদ্ধে ম্যাচ ছিল ইস্টবেঙ্গলের। আরেক দিকে নৈহাটির বঙ্কিমাঞ্জলি স্টেডিয়ামে কালীঘাট এমএস-মামনি গ্রুপ পাঠচক্রের মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল। তবে ভোররাত থেকে লাগাতার বৃষ্টিতে মাঠের অবস্থা বেহাল। যে কারণে দুইটি ম্যাচই স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেয় আইএফএ। একইসঙ্গে এদিন লিগের পরবর্তী দুই রাউন্ডের ভেনু ঘোষণা করল রাজ্য ফুটবল সংস্থা। ইস্টবেঙ্গল পরের দুই ম্যাচ খেলবে কল্যাণী ও ব্যারাকপুর স্টেডিয়ামে। মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট খেলবে যথাক্রমে নৈহাটি ও কল্যাণীতে।

ছাড়া পেলেন তারক

এদিকে, মঙ্গলবার হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন আগের দিন মোহনবাগান ম্যাচে গুরুতর চোট পাওয়া তারক হেমব্রম। জানা গিয়েছে, তাঁর লিগামেন্ট স্ট্রেচ হয়েছে। আপাতত তারককে মাস দেড়েক রিহ্যাবের পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসকরা।

তৃতীয় টেস্টের আগে পরিচর্যা চলছে লর্ডসের সবুজ বাইশ গজের।

সিরিজ জয় মুল্ডারদের

হারারে, ৮ জুলাই : জিম্বাবোয়েকে তৃতীয় দিনে ২২০ রানে অল আউট করে ইনিংস ও ২৩৬ রানে দ্বিতীয় টেস্ট জিতে নিল দক্ষিণ আফ্রিকা। সেই সঙ্গে ২-০ ব্যবধানে সিরিজ পকেটে পুরল তারা। প্রথম ইনিংসে প্রোটিয়াদের ৬২৬/৫ স্কোরের জবাবে দুই ইনিংসে ১৭০ ও ২২০ রানে অল আউট হল জিম্বাবোয়ে। দুই ইনিংস মিলিয়ে গোটা জিম্বাবোয়ে দল উইয়ান মুল্ডারের চেয়ে মাত্র ২৩ রান বেশি করল। দ্বিতীয় ইনিংসে ৪ উইকেট পেয়েছেন করবিন বশ।

সবুজ পিচ দেখে আগুন বুমরাহ

লন্ডন, ৮ জুলাই : হেডিংলে টেস্টের শেষ দিনে তাঁকে শেষবার বল হাতে দেখা গিয়েছিল। মাঝে অনেকটা সময় পার। আজ ফের বল হাতে ভারতীয় অনুশীলনে হাজির জসপ্রীত বুমরাহ। আর ক্রিকেটপ্রেমীদের মুখে হাসি ফুটিয়ে আগুনে ছন্দে তিনি।

ভালো খেলেও প্রথম টেস্টে হারের পর এজবাস্টনে দ্বিতীয় টেস্টে প্রত্যাবর্তন করেছে টিম ইন্ডিয়া। সিরিজের ফল আপাতত ১-১। এমন অবস্থায় বৃহস্পতিবার থেকে 'দ্য হোম অফ ক্রিকেটে' শুরু হতে চলেছে সিরিজের তৃতীয় টেস্ট। সেই টেস্টের আগে আলোচনায় লর্ডসের বাইশ গজ। যেখানে ভালোরকম ঘাস রয়েছে পিচে। ইংল্যান্ড অধিনায়ক বেন স্টোকস ও কোচ ব্রেন্ডন ম্যাককুলামও আজ ঘোষণা করেছেন, তাঁরা লর্ডসে প্রাণবন্ত পিচ চাইছেন।

বৃহস্পতিবার খেলা শুরু হলে লর্ডসের পিচে কতটা ঘাস থাকবে, সময় তার জবাব দেবে। কিন্তু আজ লর্ডসে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনের সময় দুইটি বিশেষ ঘটনা সামনে এসেছে। এক, কোচ গৌতম গম্ভীর খুঁটিয়ে পিচ পর্যবেক্ষণ করেছেন। অনেকটা সময় নিয়ে তাঁকে লর্ডসের পিচ দেখতে দেখা গিয়েছে। দুই, লর্ডসের বাইশ গজ দেখার পর বল হাতে ভারতীয় দলের নেটে আগুন ঝরিয়েছেন বুমরাহ। তিন নম্বর টেস্টে বুমরাহ প্রথম একাদশে ফিরছেন, এই কথা সবারই জানা। মাঠে ফেরার জন্য বুমরাহ যে কতটা মুখিয়ে, আজ অনুশীলনে তার প্রমাণ মিলেছে। অধিনায়ক শুভমান গিল, লোকেশ রাহুল, যশস্বী জয়সওয়াল, ঋষভ পন্থরা আজ ভারতীয় দলের অনুশীলনে ছিলেন না। কিন্তু যাঁরা হাজির ছিলেন, সেই ধ্রুব জুরেল, নীতীশ কুমার রেড্ডি, করুণ নায়ারদের ভারতীয় নেটে রীতিমতো নাকানিচোবানি খাইয়েছেন বুমরাহ। লন্ডনে থাকা ভারতীয় দলের অন্দরমহলে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, এজবাস্টনে বিশ্রামের পর মাঠে নামার জন্য তর সইছে না বুমরাহর। যার প্রমাণ আজ ভারতীয় দলের নেটে তাঁর বোলিং। লর্ডসে তিনি বোলিং ওপেন করতে চান, একথাও আগেই বলেছেন তিনি। বুমরাহর সঙ্গী হিসেবে আকাশ দীপ নাকি মহম্মদ সিরাজ-কাকে দেখা যায়, সেটা নিয়েও চলছে জল্পনা।

প্রস্তুতির ফাঁকে করুণ নায়ারের সঙ্গে রসিকতায় জসপ্রীত বুমরাহ।

এদিকে, আজ টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনের আগে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়েছিলেন দলের ব্যাটিং কোচ সীতাংশু কোটাক। তিনি জানিয়েছেন, লর্ডসের পিচে যথেষ্ট ঘাস রয়েছে। এমন পিচে বোলারদের জন্য ভালোরকম সহায়তা থাকবে বলেই তাঁর মনে হচ্ছে। আর বাস্তবে সেটা থাকলে স্টোকস-বেন ডাকেট-হ্যারি ব্রুকরা নিশ্চিতভাবেই বুমরাহর সামনে সমস্যায় পড়তে চলেছেন।

বাউন্সি পিচে প্রত্যাঘাতের ছক স্টোকসদের

লন্ডন, ৮ জুলাই : বার্মিংহাম টেস্টের ধাক্কায় টলমল ইংল্যান্ড শিবির।

লজ্জার হারে ঘরের মাঠে প্রবল চাপে ব্রেন্ডন ম্যাককুলাম, বেন স্টোকসদের সাধের বাজবল। প্রত্যাঘাতে বৃহস্পতিবার শুরু লর্ডস টেস্টের পরিকল্পনায় রদবদলের ভাবনা। প্ল্যান 'এ' ছেড়ে প্ল্যান 'বি'-র পথে হাঁটতে চলেছে থ্রি লায়ন্স।

সবুজ ঘাসে মোড়া, বাউন্সি লর্ডস পিচের 'ফার্স্ট লুকে' তারই ইঙ্গিত। পেস-অলরাউন্ডার গাস অ্যাটকিনসনকে ফেরানো হয়েছে। প্রত্যাবর্তন করতে চলেছেন জোফ্রা আর্চারও। আর আর্চারদের মধ্যমণি করে ভারতীয় ব্যাটারদের পরীক্ষায় ফেলার নীলনকশা।

প্রশ্ন, পেস-বাউন্সি পিচ বানানো যে পরিকল্পনা অল্পের জন্য রক্ষা পেলেও বার্মিংহামের মুখ থুবড়ে পড়েছে। বিতর্ক সরিয়ে চাপে থাকা স্টোকসদের পাখির চোখ ক্রিকেট মক্কায় ভারত-বধ। লক্ষ্যপূরণে আর্চার-অ্যাটকিনসনদের হাতিয়ার করতে চাইছে।

কিংবদন্তি অ্যান্ডারসনও পরামর্শ দিচ্ছেন আর্চারকে ফেরানোর। ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে শেষ টেস্ট খেলেছেন। সাদা বলের ফরম্যাটে প্রত্যাবর্তন ঘটেছে কিছুদিন আগে। গত টেস্টে ডাক পেলেও ফিটনেস নিয়ে সংশয় থাকায় বিশ্রামে ছিলেন। সেই আর্চার কি পারবেন শুভমান গিলের সেঞ্চুরি-অভ্যাসে, ঋষভ পন্থদের ব্যাটে তালাচাবি লাগাতে?

ম্যাককুলাম পরিষ্কার জানিয়েছেন, ঝাঁঝালো, মশালাদার উইকেট দরকার। বাউন্স যেমন থাকবে, তেমনই আড়াআড়ি মুভমেন্টও মিলবে। হেডকোচের যে দাবির প্রতিফলন কার্ল ম্যাকডারমটের তৈরি লর্ডসের বাইশ গজে।

টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বৈরথে লর্ডসে প্রাণবন্ত পিচ ছিল। প্যাট কামিন্স, কাগিসো রাবাদারা যার সুবিধা তুলেছিলেন। শেষ হাসি হাসেন অবশ্য রাবাদা। রাবাদার জায়গায় কি এবার বুমরাহ? চিন্তা থাকলেও ম্যাককুলামের দাবি, প্রাণবন্ত পিচ থাকছে ক্রিকেট মক্কায়। উত্তেজক টক্করের জন্য মুখিয়ে আছেন।

অ্যান্ডারসনের মুখে আবার প্রথম এগারোয় পরিবর্তনের সুর। দাবি, 'আর্চারকে লর্ডসেই ফেরাক। নাহলে কিন্তু দেরি হয়ে যাবে। সাসেক্সের হয়ে ইতিমধ্যে একটা ম্যাচ খেলেছে। এজবাস্টনে দলের সঙ্গে ছিল। নেটে বলও করেছে আর্চার। গুরুত্বপূর্ণ লর্ডস টেস্টে ওকে অবশ্যই খেলানো উচিত।'

লর্ডস দ্বৈরথে আর্চারে ভরসা জিমির

স্টোকসদের সমর্থনে ব্রিটিশ মিডিয়া অবশ্য নিজেদের দায়িত্ব দারুণভাবে সামলাচ্ছে। হারের অজুহাত হিসেবে কাঠগড়ায় পিচ। ইন্ধন জুগিয়েছেন স্টোকস-ম্যাককুলামরা। দাবি, ভারতীয় উপমহাদেশের মতো পিচ ছিল। তবে পালটা প্রশ্ন, পিচ তো ভারতীয় দলের নির্দেশে হয়নি? সবকিছুই তো ছিল ইংল্যান্ডের হাতেই? বাস্তব হল, ভারতীয় পেস ব্রিগেডকে নিয়ে আশঙ্কা থেকেই পাটা ব্যাটিং পিচের ফর্মুলা।

পিচ ভাঙবে না, বল বেশি নড়বে-চড়বে না যেখানে। বাজবলে বাজিমাত হয়ে যাবে। হেডিংলেতে পরিকল্পনা বুমেরাং হবে না তো? পাটা পিচে মহম্মদ সিরাজ-আকাশ দীপে কাত হয়েছে। সেখানে লর্ডসের পেস সহায়ক পিচে জসপ্রীত বুমরাহ ফিরলে সামলাতে পারবে তো স্টোকসের ব্যাটাররা? সঙ্গে ছোট্ট পরিসংখ্যান, ২০২১ সালে গত লর্ডস টেস্টে জিতেছিল ভারতই। সবমিলিয়ে দোলাচলে ইংল্যান্ড শিবির। নাসের হুসেন আবার বিশ্রাম নিয়ে তরতাজা বুমরাহর ফেরাকে গুরুত্ব দিচ্ছেন। প্রশংসা করেন, পাটা পিচে বার্মিংহামে বুমরাহকে না খেলানোর।

স্টোকসদের অবশ্য প্ল্যান 'বি'-র রাস্তায় না হেঁটে উপায়ও নেই।

অপরদিকে মাইকেল আথারটনের আশঙ্কা, বিশাল হারের ধাক্কা কাটিয়ে তিনদিনের মধ্যেই ফের টেস্টে নামা সহজ হবে না। পাশাপাশি স্টোকসের শরীরী ভাষা, পারফরমেন্স নিয়েও খুশি হতে পারছেন না। আথারটনের কথায়, সামনে থেকে যেভাবে নেতৃত্ব দেন স্টোকস, যে এনার্জি দেখা যায় ব্যাটে-বলে, তা কিছুটা উধাও। উলটো ছবি ভারতীয় অধিনায়কের ক্ষেত্রে। ম্যাচের নিরিখে যা গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর।

সাফল্যের রাস্তা বাতলে দেন শচীন

ব্র্যাডম্যানোচিত ব্যাটিং, শুভমানের প্রশংসায় শাস্ত্রী

মুম্বই, ৮ জুলাই : দল ০-১ ব্যবধানে পিছিয়ে। আরও একটা হার মানে দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া।

বাড়তে থাকা চাপের মধ্যেই স্যর ডন ব্র্যাডম্যানোচিত ব্যাটিং। দুই ইনিংসে ২৬৯ ও ১৬১। ম্যাচে ৪৩০ রান! একজন অধিনায়কের থেকে এরচেয়ে আর বেশি কিই-বা চাওয়ার থাকতে পারে? ভারতের তরুণ অধিনায়ক শুভমান গিলকে এভাবেই প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন রবি শাস্ত্রী।

এদিন এক পডকাস্ট শোয়ে শাস্ত্রী বলেছেন, 'অধিনায়ক হিসেবে সেরা পারফরমেন্স। দশের মধ্যে দশ। এরচেয়ে বেশি চাওয়ার থাকতে পারে না। সিরিজে দল ০-১ পিছিয়ে। সেই পরিস্থিতিতে ব্র্যাডম্যানসুলভ ব্যাটিং। দুই ইনিংসে ২৬৯, ১৬১ করে দলকে জেতানো, প্রশংসা কম পড়বে।'

প্রাক্তন হেডকোচের মতে, অধিনায়ক হিসেবে টেস্ট অভিষেকে হেডিংলেতে কিছু ভুলচুক লক্ষ করেছিলেন শুভমানের দল পরিচালনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণে। বার্মিংহামে দ্বিতীয় টেস্টে সেই ভুলত্রুটি ঝেড়ে অনেক বেশি সক্রিয়। একইসঙ্গে ইংলিশ কন্ডিশনে ভারতীয় বোলিং লাইনআপে সেরা বোলার আকাশ দীপকে আবিষ্কার করা। বাকি সিরিজে ইংল্যান্ড ব্যাটারদের যা ভোগাবে বলে মনে করেন শাস্ত্রী।

শুভমানকে প্রথম দেখার পুরানো গল্পও শোনালেন শাস্ত্রী। বলেছেন, 'প্রথম যখন ওকে নেটে দেখি। বাউন্সি বলে ওর পুল শটে চোখ আটকে গিয়েছিল। বিরাট কোহলির পর এভাবে পুল করতে দেখিনি কাউকে। দুর্দান্ত ক্লাস, যা শচীনের মধ্যে দেখেছিলাম, বিরাটের মধ্যে লক্ষ করেছি। তখন সিনিয়ার দলের ব্যাটিং কোচ বিক্রম রাঠৌরকে জিজ্ঞাসা করি, ছেলেটা কে? নির্বাচকদের সঙ্গেও কথা বলে আমরা ওকে দলে ডেকে নিয়েছিলাম।'

লর্ডসে ব্যাটিং অনুশীলনে চলেছেন বি সাই সুদর্শন। মঙ্গলবার।

সিরিজ ১-১। পরবর্তী পরীক্ষা ক্রিকেট মক্কা লর্ডস জয়। শেষবার যেখানে ইংল্যান্ডকে হারিয়েছিল কোহলির দল। সেই স্মৃতি উসকে নিয়ে চাঞ্চল্যকর দাবি করেন সেদিনের হেডকোচ শাস্ত্রী। পঞ্চম দিনে খেলা শুরুর আগে আত্মবিশ্বাসী কোহলি নাকি বলেছিলেন, ১৭০ রান হাতে থাকলেও ইংল্যান্ডকে হারাবেন। শেষপর্যন্ত ২৭০ রানের লিড নিয়ে মাত্র দুই সেশনে ইংল্যান্ডকে গুটিয়ে দিয়েছিল ভারত! এবার?

ভরসা শুভমানের ব্যাট। প্রথম দুই টেস্টে ইতিমধ্যেই তিন-তিনটি শতরান তাঁর নামের পাশে। অথচ, ইংল্যান্ডে পা রাখার আগে টেস্ট পরিসংখ্যানের ছবিটা নেহাত সাদামাটা। ফ্রন্টফুট প্লে-তে উন্নতি ঘটানোর সুফল হাতেনাতে। এমনই মনে করছেন স্বয়ং শচীন তেন্ডুলকার।

শচীন তেন্ডুলকারের যুক্তি ছিল, ফ্রন্টফুটের ভুলত্রুটিতে বেশিরভাগ ব্যাটার আউট হয়। শুভমানের সেই ত্রুটি ছিল। ইংল্যান্ডের মাটিতে সাফল্য পেতে যা দ্রুত মেটাতে হবে। ফ্রন্টফুটে খেলার সময় সামনের দিকে পা যেন একটু বেশি করে বাড়ায়। এরফলে রক্ষণে যেমন সুবিধা হবে, তেমনই ড্রাইভ অনেক বেশি নিখুঁত হবে। পারলে লাভ পাবে শুভমান। মাস্টার ব্লাস্টারের যে কথার প্রতিফলন সকলের সামনে।

শেষ চারে উঠেও খুশি নন সিনার

লন্ডন, ৮ জুলাই : কারেন খাচানভকে হারিয়ে উইম্বলডন পুরুষ সিঙ্গলসের সেমিফাইনালে টেলর ফ্রিৎজ। মহিলা সিঙ্গলসে শেষ চারের ছাড়পত্র পেলেন আরিয়ানা সাবালেঙ্কাও।

মঙ্গলবার কোয়ার্টার ফাইনালে খাচানভের বিরুদ্ধে ম্যাচের প্রথম দুই সেট সহজেই জিতে নেন ফ্রিৎজ। তৃতীয় সেটে অবিশ্বাস্য প্রত্যাবর্তন রাশিয়ান প্রতিপক্ষের। অবশেষে চতুর্থ সেট টাইব্রেকারে জিতে ম্যাচ পকেটে পুরে নেন ফ্রিৎজ। ম্যাচের ফল ৬-৩, ৬-৪, ১-৬, ৭-৬ (৭/৪)। অন্যদিকে মহিলা সিঙ্গলসের কোয়ার্টার ফাইনালে সাবালেঙ্কা হারালেন লরা সিগমুন্ডকে। প্রথম সেট খোয়ালেও সহজেই পরের দুটি জিতে সেমির টিকিট আদায় করে নেন সাবালেঙ্কা। ম্যাচের ফল ৪-৬, ৬-২, ৬-৪।

এদিকে, সোমবার বিশ্বের এক নম্বর জানিক সিনার বিদায় নিতে পারতেন প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল থেকেই। গ্রেগর দিমিত্রভের কাছে প্রথম দুটি সেটে পরাস্ত হন তিনি। ম্যাচের তৃতীয় সেটে পেশিতে চোট লাগে দিমিত্রভের। ওয়াক ওভার পান সিনার। কোয়ার্টার ফাইনালের টিকিট পেয়েও ইতালিয়ান তারকা বলেছেন, 'এটাকে আমি জয় বলে মনে করি না। দিমিত্রভের জন্য খুবই দুর্ভাগ্যজনক। গত কয়েক বছর সত্যিই ভাগ্য ওর সঙ্গ দিচ্ছে না।'

অ্যাফিডেভিট

আমি Umme Akrama Parvin, স্বামী Mehabub Alam, আমার ছেলের জন্ম প্রমাণপত্রে (যার রেজিঃ নং B/2022/034055, Dt. 22/06/2022) ছেলের নাম ভুল থাকায় গত 02/07/2025 তারিখে মালদা ১ম শ্রেণি J.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Mubashshir থেকে Minhaj Alam করা হইল। যা উভয়ই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (M/115419)

●

আমি Mausumi Chowdhury, আমার মেয়ের জন্ম সংশাপত্রে যার Reg. No. 2311 Dt.- 01.04.1999, আমার মেয়ের নাম ভুল থাকায় গত 01.07.2025 এ প্রথম শ্রেণি J.M. কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে ভুল সংশোধন করে Rajashree Chowdhury থেকে Ananya Chowdhury করা হল। যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/117318)

Tender Notice

Online tenders are invited by undersigned from the bonafide Contractors/Agencies for the works having experience in similar nature of work. Details given in NIT No. 03 (e)/2025-26 dated 04.07.2025. Further details will be available in the office of the undersigned and on **wbtenders.gov.in** portal.

Sd/- Pradhan
Mashalda GP

Tender Notice

Prodhan Kalikamora Gram Panchayat are invited e-Tender No. 428/KGP, 429/KGP, 430/KGP Date-08.07.2025 from the experienced and resourceful bidders for execution of schemes from 15th CFC fund. All documents can be seen/obtained from the website **https://wbtenders.gov.in** and office notice board. The last date of submission of online bid 25/07/2025 upto 18.00 hr.

Sd/- Prodhan
Kalikamora Gram Panchayat

জয়ের পর গঙ্গারামপুর ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্প। ছবি : জয়ন্ত সরকার

জয়ী গঙ্গারামপুর কোচিং ক্যাম্প

গঙ্গারামপুর, ৮ জুলাই : গঙ্গারামপুর স্টেডিয়ামে অনূর্ধ্ব-১৮ প্রীতি ক্রিকেটে মঙ্গলবার গঙ্গারামপুর ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্প ২৩৯ রানে বুনিয়াদপুর মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার কোচিং ক্যাম্পকে হারিয়েছে। প্রথমে গঙ্গারামপুর ৩৫.২ ওভারে ২৭৮ রানে অল আউট হয়। শিব্যেন্দু ঘোষ ৫৬ ও নীল হালদার ৫৪ রান করে। আমান কবীরের অবদান অপরাজিত ৩০। রাহুল বর্মন ২৫ রানে নেয় ২ উইকেট। জবাবে বুনিয়াদপুর ১৩.৪ ওভারে ৩৯ রানে গুটিয়ে যায়। প্রাণ তামলি ১২ রান করে। ম্যাচের সেরা আমান ১০ রানে নেয় ২ উইকেট।

জয়ী সুরেন্দ্রনাথ

রায়গঞ্জ, ৮ জুলাই : জেলা ক্রীড়া সংস্থার দেবকুমার দত্ত ট্রফি আন্তঃ ক্লাব ফুটবলে মঙ্গলবার সুরেন্দ্রনাথ মহাবিদ্যালয় ৩-২ গোলে বেণুভারতী ফুটবল দলকে হারিয়েছে। রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে সুরেন্দ্রনাথের জয়ন্ত হেমব্রম, সামাই মুর্মু ও সন্দীপ টুডু গোল করেন। বেণুভারতীর জোড়া গোল শুভজিৎ নাগবংশীর। ম্যাচের সেরা বেণুভারতীর রাম হাঁসদা। বৃহস্পতিবার খেলবে অরবিন্দ স্পোর্টিং ক্লাব ও শিবাজি সংঘ।

ম্যাচের সেরা রাম হাঁসদা। ছবি : রাহুল দেব

ম্যাচের সেরা রেহান আলি। ছবি : জসিমুদ্দিন আহম্মদ

দেশবন্ধুর ড্র

মালদা, ৮ জুলাই : জেলা ক্রীড়া সংস্থার দ্বিতীয় ডিভিশন ফুটবল লিগে মঙ্গলবার গাজোল দেশবন্ধু ক্লাব ও কমলপুর শান্তি সংঘের ম্যাচ ১-১ গোলে ড্র হয়েছে। কমলপুরের সুরজ হেমব্রম ও দেশবন্ধুর জেঠা সোরেন গোল করেন। ম্যাচের সেরা জেঠা। অন্য ম্যাচে গতিমায়া এফসি ও আরাপুর একাদশের ম্যাচ গোলশূন্য ড্র হয়। ম্যাচের সেরা হয় আরাপুরের রেহান আলি।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন বীরভূম-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বীরভূম - এর একজন বাসিন্দা রামিজ রেজা - কে 01.05.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 56J 87466 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমার ইচ্ছা এবং লক্ষ্য অবশেষে পূরণ হয়েছে। এটি সম্ভব করার জন্য, আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে ধন্যবাদ জানাই। যখন আপনি জানেন যে আপনি যা অর্জন করতে চেয়েছিলেন তা এখন সম্ভব হয়েছে তখন এটি অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার পরামর্শ দেবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজ্ঞপ্তির তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

বেঙ্গল সুপার লিগের ঘোষণা

আইএফএ ও শ্রাচী গ্রুপের যৌথ উদ্যোগে বাংলার জেলাগুলিকে নিয়ে বেঙ্গল সুপার লিগ (বিএসএল) ফুটবল শুরুর ঘোষণা হয়ে গেল মঙ্গলবার। জেলার ৮ দলকে নিয়ে চারটি স্টেডিয়ামে হওয়ার কথা এই টুর্নামেন্ট। স্টেডিয়ামের বাছাই তালিকায় উত্তরবঙ্গ থেকে রয়েছে শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গন ও মালদা জেলা ক্রীড়া সংস্থার মাঠ। উত্তরবঙ্গ থেকে একটি দলও থাকার কথা। বিএসএলের সব ম্যাচ দেখা যাবে জি সিনেমায়। এদিন মধ্য কলকাতার এক পাঁচতারা হোটেলে টুর্নামেন্টের কার্টেন রেইজার অনুষ্ঠানে ছিলেন আইএফএ সভাপতি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, চেয়ারম্যান সুব্রত দত্ত, সচিব অনির্বাণ দত্ত ছাড়াও শ্যাম থাপা, ভাস্কর গঙ্গোপাধ্যায়, সাব্বির আলি, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, মেহতাব হোসেন, রহিম নবি সহ একাধিক প্রাক্তন ফুটবলার। টুর্নামেন্টের দিনক্ষণ পরে জানানো হবে বলে আয়োজকরা জানিয়েছেন।

হাই ইনটেনসিটি পজিশন ল্যাম্প-এর সাথে LED হেডলাইট | হ্যাজার্ড লাইট উইংকার | SMS ও কল অ্যালার্ট-এর সাথে ব্লুটুথ | ইকো ইন্ডিকেটর-এর সাথে ফুলি ডিজিটাল মিটার | Splendor+ WORLD'S NO.1 MOTORCYCLE

কম ডাউন পেমেন্ট ₹4,999* | pine labs PAY LATER CASHBACK UPTO ₹5000* | TOLL FREE NO. 1800-266-0018 | INDIA'S FIRST 5 YEAR WARRANTY *Conditions apply

Hero MotoCorp Ltd, Regd. Office: The Grand Plaza, Plot No.2, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj Phase - IL. New Delhi - 110070, India. | CIN: L35911DL1984PLC0173541. For further information, contact your nearest Hero MotoCorp authorised outlet or CALL TOLL-FREE 1800 266 0018 or visit us on www.heromotocorp.com . Accessories and features shown may not be a part of standard fitment. Always wear a helmet while riding a two-wheeler. ~Based on the combined & cumulative dispatch volume of the Splendor range of motorcycles till March 2025. *Finance offer is at the sole discretion of the financier, subject to its respective T&Cs. #Internal benchmarking on the basis of data available in public forums for 100cc segment bikes in India. Hero MotoCorp reserves the rights to modify or withdraw any or all the offers without prior notice.

Authorized Dealers: Islampur: Bharat Hero - 9289923202, **Cooch Behar:** Sandeep Hero - 9289922698, **Malda:** Durga Hero - 9289922188, Prince Hero - 9289923123, **Jalpaiguri:** Anand Hero - 9289923031, **Raiganj:** Shankar Hero - 9289922594, **Siliguri:** Beekay Hero - 9289923102, Darjeeling Hero - 9289922427, **Balurghat:** Mahesh Hero - 9289922904, **Alipurduar:** Dutta Hero - 9289923146, **Associate Dealers: Jalpaiguri:** Pratik Automobiles - 7063520686, **Dinhata:** Jogomaya Auto Works - 9851244490, **Dhupguri:** Bharat Automobiles - 7029599132, **Gangarampur:** Gupta Auto Centre - 9733726677, **Gazole:** Mira Auto Centre - 9593159789, **Mathabhanga:** Jogomaya Auto Works - 6297782171, **Kaliachak:** A K Wheels - 9733079141, **Itahar:** Deep Auto Centre - 9800630306, **Dalkhola:** A S Motors - 7908477285, **Goagaon:** Mabudh Automobiles - 9896216422. RS/Hero/07/25